৫৭ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫৭ বর্ষ, ৩০ সংখ্যা, ২৯ বৈশাখ – ৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৯ ঃ ১৩ মে – ১৯ মে, ২০২৩

Kolkata : 57 year : Vol No.: 57, Issue No. 30, 13 May - 19 May, 2023 ৬ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

ফিরে দেখা ৫০

শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ।

তিনের পাতায়

ঘুরে আসুন মা মুণ্ডেশ্বরী ও বাবা ভুবেনশ্বর মন্দিরে

৬ এর পাতায়

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : জম্মুতে জঙ্গীর খোঁজে অভিযান চালাবার সময়

সংঘর্ষে মারা গেলেন ৫ সেনা জওয়ান। যার মধ্যে একজন এই রাজ্যের দার্জিলিংয়ের বাসিন্দা সিদ্ধান্ত ছেত্রী।

রবিবার : দুই আদিবাসী সম্প্রদায়ের বিবাদে ভয়ঙ্কর হিংসা

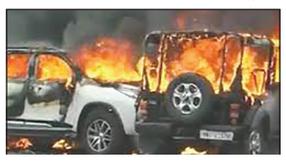

ছড়ালো মনিপুর জুড়ে। বয়ে গেল মৃত্যুর স্রোত। খুন হলেন সিআরপিএফের এক কোবরা কম্যান্ডো। বাড়ি থেকে টেনে বার করে হত্যা করা হল এক আয়কর কর্তাকে।

সোমবার : বেটি বচাও বেটি পড়াও স্লোগানকে সামনে তুলে

আনতে দিল্লিতে আগামী প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে সেনা আধা সেনার কুচকাওয়াজ থেকে অস্ত্র প্রদর্শন কিংবা ট্যাবলো সবার নেতৃত্বে থাকবেন মেয়েরা।

মঙ্গলবার : ৭৯ বছর বয়সে কলকাতার এক বেসরকারি

হাসপাতালে আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন বহু উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধের স্রষ্টা প্রখ্যাত সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদার। গত পুজোতেও আলিপুর বার্তা পরিবারের দেশলোক পত্রিকাতে লিখেছেন সমরেশ।

বুধবার : জাতীয় শিক্ষানীতি অনুসারে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে

UGC
University Grants Commission

বৈদিক গণিত, যোগ, আয়ুর্বেদের পাঠ্যক্রম চালু করার নির্দেশ দিল ইউজি সি বা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন।

বৃহস্পতিবার : সুপ্রিম কোর্টে নিয়োগে অনিয়মের কথা কার্যত

স্বীকার করে নিল পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। পর্ষদ একে ভুল বলে অভিহিত করায় বিচারপতি বলেন, এটা শুধু ভুল নয়।

শুক্রবার : গঙ্গার ভাঙনে ধসে যাচ্ছে শিবপুর বোটানিক্যাল

গার্ডেনের মাটি, তলিয়ে যাচ্ছে গাছ। এর সমাধানে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে একসঙ্গে কাজ করার সুপারিশ করল জাতীয় পরিবেশ আদালত।

সবজান্তা খবরওয়ালা

দাড়িভিটে এনআইএ, কালিয়াগঞ্জে সিট

কাঠগড়ায় পুলিশ, পিছনে কারা

ওঙ্কার মিত্র

স্বাধীন ভারতের যে সংস্থাটি প্রতিদিন ঘৃনায় পদদলিত হচ্ছে, কটূক্তি আর অপবাদে লাঞ্ছিত হচ্ছে তার নাম পুলিশ। দশকের পর দশক এর কোনো পরিবর্তন নেই। রাজ্যে রাজ্যে দল পাল্টায়, শাসক পাল্টায় কিন্তু পুলিশ পাল্টায় না। শাসকের রূপ ধরে রাজনীতিকরা পুলিশকে দিয়ে কত পাপই না করিয়েছে। তবু শাসকের প্রতি ১০০ শতাংশ আনুগত্যই তার একমাত্র লক্ষ্য। কারণ তাতেই তার মোক্ষ লাভ। শাসকের পদলেহনই তার উন্নতির সোপান। পুলিশ করে তাদের যারা গড়ে তুলছে এটাই তাদের শিক্ষা। মুখে যে যাই বলুক না কেন ভারতের রাজনীতিকরাই পুলিশের এই শিক্ষা কাঠামোকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং এমন পোষ্যবৎ পুলিশ আইনকেই অতি যত্নে বাঁচিয়ে রেখেছেন পাশে রেখে গায়ে হাত বলাবেন ও প্রয়োজনমত লেলিয়ে দেবেন বলে। তাই স্বাধীনতার পর নতুন সংবিধান রচনা হলেও নয়া পুলিশ আইন তৈরী হল না। যে সময় শিক্ষার প্রসার ছিল না, আধুনিক অস্ত্র ছিল না, ইন্টারনেট ছিল না সেই সময়কার ১৮৬১ সালের ব্রিটিশ আইনকেই পছন্দ হল স্বাধীন ভারতের শাসকদের। কেন? কারণ এই আইনেই পুলিশকে পোষ্য করে রাখার বিধির বরণডালা সাজিয়ে রেখে গিয়েছে ব্রিটিশ শাসকরা। হীরক রাজার হীরের মত। এ যে বড় লোভনীয়, পরীক্ষা প্রার্থনীয়। এটাও ঠিক ব্রিটিশ আইনের পুলিশকে দিয়ে পরীক্ষা করে স্বাধীন ভারতের শাসকরা দেখেছেন জনগণকে ডাণ্ডা দিয়ে ঠাণ্ডা রাখতে, বিরোধী কণ্ঠকে দাবিয়ে রাখতে এই পুলিশের জুড়ি মেলা ভার। সামান্য একটু খাওয়া পরা দিয়ে এমন বশংবদ ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী পাওয়া ভাগ্যের কথা। অতএব পুলিশের বিরুদ্ধে যে বিষোদ্গার চলছে তাতে আশ্চর্য হওয়ার মত কিছু নেই।

তবে একথা ঠিক ১৯৭২ থেকে ১৯৭৭ সালের পর বর্তমানে ব্রিটিশ আইনে পরিচালিত পুলিশের শ্রেষ্ঠ প্রদর্শনী চলছে পশ্চিমবঙ্গে। অবশ্য সিদ্ধার্থ রায়ের আমলে 'বেয়াদপ' নকশালদের দমাতে ব্যবহার করা হয়েছিল পুলিশের নৃশংসতাকে। এর বাইরে কিছু বাড়াবাড়ি নিশ্চই হয়েছিল। কিন্তু এখনতো নিরস্ত্র সাধারণ মানুষের উপর ব্যবহার হচ্ছে পুলিশ। পুলিশকে নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে মানবাধিকারে আঘাত করার জন্য। কেউ চাকরি চাইলে মার খাচ্ছে, কেউ চুরির বিরুদ্ধে সোচ্চার হলে পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ছে। কেউ তার ভাষার স্বীকৃতি, মৌলিক অধিকার চাইলে পুলিশের রোষে পড়তে হচ্ছে। এমনকি বাকস্বাধীনতা হরণ করতেও নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে অত্যাচারী পুলিশকে। ঠিক ব্রিটিশদের মত। অত্যাচার তো করছেই তার উপর অভিযোগ নিচ্ছে না, ঠিকঠাক তদন্ত করছে না। একেই বলে আইন শৃঙ্খলার অবনতি।

এরই প্রতিফলন ঘটছে আদালতের সাম্প্রতিক রায়গুলিতে। কলকাতা হাইকোর্ট পুলিশের তদন্তে আস্থা রাখতে না পেরে ৫ বছর পর দাড়িভিটে দুই ছাত্রের মৃত্যুর তদন্তভার তুলে দিয়েছে এনআইএ-র হাতে। কালিয়াগঞ্জ-এ তো কিশোরী মৃত্যুর পুলিশি তদন্তকে নস্যাৎ করে নিজে সিট গঠন করে দিয়েছে আদালত। তাও আবার তিন জন সিট সদস্যের মধ্যে দুজন প্রাক্তনকে নিয়ে। একজন ছিলেন এই পুলিশেরই আইজি, আর একজন ছিলেন সিবিআই কর্তা। এরপর পুলিশের আর কোনো জাগতিক অস্তিত্ব থাকল বলে তো মনে হচ্ছে না। তবুও শাসক দলের নেতারা এই পুলিশের উপরই ভরসা করতে বলছেন। আর বিরোধীরা তারস্বরে তার বিরোধিতা করছেন। আবার আজকের শাসক যদি কালকে বিরোধী হয় তাহলে বদলে যাবে অবস্থান।

এটাই হল আসল মজা। ভারতীয় গণতন্ত্রের মঞ্চে সকলেই মুখোশ পরে নাটক করে চলেছে। সকলেই কোনো না কোনো সময় পুলিশের ভূমিকার সমালোচনা করলেও কেউ কিন্তু ব্রিটিশের তৈরী পুলিশ আইন বদলাবার কথা বলছে না। মাঝে মধ্যে সাধারণ মানুষ ও আদালত প্রতিবাদী হলে তা ধামাচাপা দিতে পুলিশ সংস্কারের নামে একটি করে কমিশন বা কমিটি তৈরী হয়। তারা রিপোর্ট দেয়, সুপারিশ করে কিন্তু সে সব ঠান্ডা ঘরে চলে যায়। এসব নিয়ে কোনো দলই শোরগোল করে না সংসদে। এভাবেই পুলিশ সংস্কার নিয়ে ১৯৮২ সালের ন্যাশানাল পুলিশ কমিশনের রিপোর্ট, ১৯৯৮ সালের রিবেরো কমিটির রিপোর্ট, ২০০০ সালের পদ্মনাভাইয়া কমিটির রিপোর্ট এবং ২০০৩ সালের মালিমাথ কমিটির রিপোর্ট ও সুপারিশ পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে ঠাণ্ডা ঘরে।

এরপর পাঁচের পাতায়

পরিকাঠামো উন্নত হলেও আর্থিক মন্দায় সীমান্ত বাণিজ্যে আঘাত নেমে এসেছে

কল্যাণ রায়চৌধুরী

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ পঁচিশে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৩তম জন্মদিনে অংশগ্রহণের পাশাপাশি এশিয়ার বৃহত্তম স্থল বন্দর পেট্রাপোলে আসেন মঙ্গলবার। দ্বিতীয় কার্গো গেটের শিলান্যাস সহ সীমান্তের পেট্রাপোল থানার নতুন ভবনের উদ্বোধন করেন তিনি। এদিন তিনি পেট্রাপোলে বলেন,

'ভারতের আর্থিক উন্নয়নে বড় ভূমিকা রয়েছে এই স্থল বন্দরের। তাই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্যে দ্বিতীয় কার্গো গেটের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আগে অনেক ক্ষেত্রেই সীমান্তে ট্রাক চলাচলে নানারকম অসুবিধার সৃষ্টি হতো। দ্বিতীয় গেট চালু হলে সমস্যা অনেকাংশে নিরসন হবে। কারণ স্থল বন্দর অথরিটি শুধু দেশের আর্থিক সমৃদ্ধিতে সহায়তা করেনা, পাশাপাশি ভারতের সঙ্গে প্রতিবেশি দেশের মৈত্রী স্থাপনের এক অনন্য অঙ্গ হিসেবেও কাজ করে।' তিনি আরও বলেন, 'এই সীমান্ত দিয়ে প্রতিদিন প্রায় ৬০০ থেকে ৭০০ ট্রাক যাতায়াত করে। ২০১৬ সালে এই বন্দর দিয়ে প্রায় ১৮ হাজার কোটি টাকার বাণিজ্যিক লেনদেন হতো। বর্তমানে তা বেড়ে প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকা হয়েছে।'

নতুন কার্গো গেট নির্মাণের ফলে আগামী দিন বৈদেশিক বাণিজ্যে গতির কথা মাথায় রেখে বাংলাদেশ ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক অশোক দেবনাথ বলেন, 'যবে থেকে এখানে ডিজিটাল প্লাটফর্ম চালু হয়েছে, তবে থেকেই বন্দর বাণিজ্যের হাল খারাপ হয়ে পড়েছে। আগে যখন অফ লাইনে কাজ হত, তখন বাণিজ্যের হাল অনেক ভাল ছিল। এখন অন লাইন হয়ে এখান থেকে গাড়ি যে পরিমাণ যায়, বাংলাদেশ সে পরিমানে গাড়ি নিতে পারে না। বাংলাদেশের পরিকাঠামো এখনও অনেক অনুন্নত। একটা গাড়ি খালি করতে প্রায় ৫-৬ দিন লেগে যায়। বাণিজ্য যেমন আগেও ছিল এখনও তেমনই আছে। তবে মালের দাম অত্যধিক বাড়ায় টাকার পরিমাণ বেড়েছে। ৯৮-৯৯ সালে আমরা প্রতিদিন প্রায় ৬০০ গাড়ি এক্সপোর্ট করেছি। এখন সেখানে এক্সপোর্ট হয় প্রায় আড়াইশো-তিনশো গাড়ি। তবে পরিকাঠামো এখানে অনেক উন্নত। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।'

পেট্রাপোল স্থল বন্দরের ক্লিয়ারিং এজেন্ট ধৃতিমান পাল বলেন, 'এখানে এক্সপোর্ট-ইনপোর্টের হাল ভাল নয়। কাজে কোনও গতি নেই। এর প্রধান কারণ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল না।

এরপর পাঁচের পাতায়

যথেচ্ছাচারে দিশাহারা পর্যটকেরা

দীঘা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাঙালি একটু অবকাশ বা লম্বা ছুটি পেলেই ব্যাগ গুছিয়ে সমুদ্রের গর্জন-ঢেউ উপভোগ করতে কয়েক ঘন্টার হাতছানিতে পৌঁছে যায় দীঘার বেলাভূমিতে। পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম একটি জনপ্রিয় পর্যটন নিজের নাম করে নিয়েছে পূর্ব মেদিনীপুরের দীঘা। ইদানিং কালে একটি গান খুবই ভাইরাল হয়েছে : 'মন বসে না শহরে, এই ইঁট পাথরের নগরে, তাইতো এলাম সাগরে, তাইতো এলাম সাগরে'- এই গান গুনগুন করে দীঘার তটে গিয়েও এখন যেন কিছু হলেও পর্যটকদের মুখ ভার হয়ে যাচ্ছে। তুমুল ভিড়ে ঠাসা এই পর্যটন ক্ষেত্রে যথেচ্ছ জুলুমের শিকার হচ্ছেন পর্যটন প্রেমীরা। হোটেল ব্যবসা থেকে শুরু করে সবেতেই ফায়দা লুটছে মুনাফাকামীরা। পৌঁছে অনেক ঘোরাঘুরি করার পর হোটেলের যথেচ্ছ দাম দিয়েই থাকতে হচ্ছে পর্যটকদের। যে কোনও জিনিসের দাম অন্তত পক্ষে ২ থেকে শুরু করে ১০ টাকা বেশি। কিন্তু এ বিষয়ে প্রশাসন নির্বিকার। দোকানদারদের জিজ্ঞাসা করতে একগাল হেসে তাদের উত্তর, সবাই করছে তাই আমরাও করছি। কিন্তু কী কারণ তা তারা লুকিয়ে রাখতে চাইলেও কেউ কেউ তার মধ্যেও ইঙ্গিতপূর্ণ ভাবে বলছে প্রশাসন সবই জানেন আর তাদের জন্যই তো প্রায় এমন চলছে। কয়েক জনের মুখে শোনা গেল প্রশাসনের কাছেও নাকি ভাগ দিতে হয় ব্যবসায়ীদের। তাই তারা পর্যটকদের মাথা এবং ঘাড় ভেঙেই তা আদায় করে নেয়। সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনি হল জল। সেই জলের বোতলেও প্রায় ৫০% দাম

বাড়িয়ে তারা বিক্রি করছে। বাজারে মাছ, মাংস সবজির দামও আকাশ ছোঁওয়া। যা পর্যটকদের নাগালের বাইরে। কিন্তু জগন্নাথ মন্দির তৈরি হচ্ছে পুরোদমে। পর্যটকদের আকর্ষণ বাড়ানোর জন্য সেজে উঠেছে দীঘা। রাস্তাঘাট হয়েছে অতিসুন্দর। সাজানো গোছানো আলোকমালায় পরিপূর্ণ। সারাক্ষণ রবীন্দ্রসঙ্গীত, আধুনিক বাংলা গানে মুখরিত বালুতট। কিন্তু এহেন যতেচ্ছাচারে পর্যটকদের মনে বিরূপ প্রভাব পড়ছে। পর্যটকদের কথায় দু-তিন দিনের জন্য মন ভালো করার তাগিদে দীঘায় ছুটে আসি। কিন্তু এহেন পরিস্থিতিতে সমুদ্র সৈকতকে আর আসা যাবে না। তাদের মতে দীঘার বিকল্প অনেকেই তৈরি হয়েছে কিন্তু বাঙালির এক আবেগ দীঘা তাই ছুটে আসা। আট থেকে আশি সকলেই দীঘায় মেতে ওঠে তাদের নিজ নিজ ভাবে। একটি পর্যটক দলের সাথে কথা বলে জানা গেল যথেচ্ছাচারে যে হোটেলটা তারা নিয়েছিল সেখানকার মালিক এবং কর্তৃপক্ষের দুর্ব্যবহার তাদের বাধ্য করে সেই হোটেল ছাড়তে। কিন্তু কেন এমন পরিস্থিতি। কোনও বিপদে পড়লে বা কোনও প্রয়োজনে পর্যটন ক্ষেত্রে হেল্প লাইন নম্বরের প্রয়োজন হয়। প্রশাসনের এবং থানার তেমন কোনও উদ্যোগীই চোখে পড়ল না কোথাও।

সুন্দর সাজানো বাধানো সমুদ্র তটে কোথাও যেন একটা খামতি রয়ে গিয়েছে বর্জ্য নিষ্কাষণে। তাই মাঝে মধ্যেই ক্রেন দিয়ে বর্জ্য নিষ্কাষণ করতে হচ্ছে প্রশাসনকে। দুর্গন্ধে পর্যটকদের মাথায় হাত। শুধু তাই নয় সমুদ্র তটের শৌচাগারগুলির শোচনীয় অবস্থা। পাঁচ টাকা, দশ টাকায় শৌচকর্মের ব্যবস্থা থাকলেও কাজ করে না জলের কল, কোনও কোনও জায়গায় জলের কোনও কলও নেই। যথেচ্ছভাবে নষ্ট হচ্ছে জল। কমোডে নেই ফ্লাস, শুধু সামনে রয়েছে বিশাল শৌচাগারের সুন্দর ঝকঝকে একটি বাড়ি। ভিতরে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে রয়েছে শৌচাগার। প্রশ্ন করতে কেয়ারটেকার এক গাল হেসে বললেন, অনেকবার বলা হয়েছে কিন্তু না করলে কিছু করার নেই। বোঝা গেল ওপরের চাকচিক্যটা বজায় রেখে ভিতরে যে ফাঁপা তা সবাই জানে। কিন্তু বলার কেউ নেই, দেখার কেউ নেই। আবার কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগ ভেঙে চৌচির করে দেবে এইসব চাকচিক্য তখন আবার টনক নড়বে প্রশাসনের।

রেশনে ওজনে কারচুপির অভিযোগ

অমিত মন্ডল : দুয়ারে রেশন প্রকল্পে ওজনে কারচুপির অভিযোগ উঠল রেশন ডিলারের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার দুয়ারে রেশন প্রকল্পে ওজনে কারচুপির অভিযোগে গ্রাহকদের বিক্ষোভের জেরে উত্তাল হলো দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সাগর ব্লকের শিকারপুর গ্রাম। গ্রাহকরা বন্ধ করে দিলেন রেশন পরিষেবা। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে সাগরের শিকারপুর ফ্লাড সেন্টার থেকে দুয়ারে রেশন প্রকল্পে গ্রাহকদের চাল, আটা দেওয়া হচ্ছিল। কিন্তু কয়েকজন গ্রাহকের চালের ওজন নিয়ে সন্দেহ দেখা দেয়। তখন পুনরায় সেই চাল মাপতে বলেন গ্রাহকরা। তখনই ওজনে কারচুপি ধরা পড়ে। প্রত্যেক গ্রাহকের প্রায় এক কিলোগ্রামের কাছাকাছি চাল কম দেওয়া হয়েছে বলে সাগরের শিকারপুর গ্রামের গ্রাহকদের অভিযোগ। এরপর অভিযোগ ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায়। রেশন ডিলার প্রণব দাস ও তাঁর কর্মীকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ শুরু হয়। এরপর বন্ধ হয়ে যায় রেশন দেওয়ার কাজ। ওজনে কারচুপি বিষয়টি স্বীকার করে নিয়েছেন ডিলার প্রণব দাস।

এরপর পাঁচের পাতায়

কারচুপির দায়ে চাকরি গেল এক যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালে নিয়োগ দুর্নীতি যেন গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো চেপে বসেছে। হাইকোর্টের নির্দেশে স্কুলের গ্রুপ-সি পদে কারচুপির দায়ে চাকরি গেল উত্তর চব্বিশ পরগণার বারাসতের আরও এক যুবকের। চাকরি হারানো এই যুবকের নাম সুমন মণ্ডল। বারাসত পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের এক নম্বর গীতাঞ্জলি পল্লির বাসিন্দা সুমন মণ্ডল তৃণমূল কংগ্রেসের একনিষ্ঠ কর্মী বলেই অভিমত ব্যক্ত করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মৌমিতা ভট্টাচার্যের ঘনিষ্ঠ বলেই জানা গিয়েছে স্থানীয় সূত্রে। এই বিষয়ে সুমন মণ্ডলের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে তাকে যেমন পাওয়া যায়নি, তেমনই কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি সুমনের পরিবারের পক্ষ থেকেও। এদিকে সুমনের চাকরি যাওয়া প্রসঙ্গে বারাসত পুরসভার পুরপ্রধান অশনি মুখোপাধ্যায় তাঁর প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'আইন আইনের পথেই চলবে। কোনও

মানুষই আইনের উর্দ্ধে নয়। আইনের চোখে কেউ অপরাধী হলে তাকে আইনই শাস্তি দেবে। এটা আমাদের দলের পরিষ্কার সিদ্ধান্ত। একটা মানুষের দুটো পরিচয় হয়। একটা সে ওমুকের ছেলে।

এরপর পাঁচের পাতায়

মমতা ব্যানার্জী ডাকলেও আমি আর তৃণমূলে ফিরব না : সোনালী

প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকার খুন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন

নিজস্ব প্রতিনিধি : মমতা ব্যানার্জীর একদা ছায়াসঙ্গী তথা রাজ্য বিধানসভার প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকার সোনালী গুহ খুন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন। গত বৃহস্পতিবার কলেজ স্ট্রিটে তাঁর বাসভবনে বসে তিনি জানান, এই মমতা ব্যানার্জী এই তৃণমূল কংগ্রেসকে আমি চিনিনা। আগে আমরা বলতাম সততার প্রতীক মমতা। এখন তো তৃণমূল মানেই সকলে বলছেন চোর। তৃণমূল নেতা-মন্ত্রীদের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা পাওয়া যাচ্ছে। প্রতিবেদকের প্রশ্ন ছিল, অভিষেক ব্যানার্জীর জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে আপনার কি জানা আছে? উত্তরে তিনি বলেন ক্রমশ প্রকাশ্য। তবে তিনি একথা বলেন, পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে ধরিয়ে দিয়েছেন অভিষেক ব্যানার্জী। অভিষেক যাকে দিয়ে ধরিয়েছেন তার পদবি 'ঘোষ'। মমতা কি এই সব দুর্নীতির কিছুই জানতেন না? উত্তরে তিনি বলেন, সব জানতেন, সময় মতো বোম ফাটাবো। তাতে হয়তো সরকার পড়বে না তবে 'হিলে' যাবে। অভিষেক প্রসঙ্গে বলেন, একজন এমপির জন্য এত পুলিশ কেন? নব জোয়ার প্রসঙ্গে বলেন, দুর্নীতি থেকে মুখ ঘোরাতেই এই নব জোয়ার কর্মসূচি। তিনি বলেন, সাতগাছিয়ায় আমি চারবার জিতেছি। কাজের নিরিখে প্রথম হয়েছি। আসলে পাঁচবার জিতলে জ্যোতি বসুর রেকর্ড ছুঁয়ে ফেলতাম তাই আমাকে টিকিট দেওয়া হয়নি। বিজেপিতে ঢুকে, আবার বিধানসভা নির্বাচনের পর আপনি তৃণমূলে ফিরে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তৃণমূল আপনাকে পাত্তা দেয়নি। এখন বিজেপিও তো বলছে তারা আপনার ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি। তাহলে আপনি এখন কোন দলের? সে প্রশ্নে সোনালী গুহ বলেন, হ্যাঁ ঐ ট্যুইট করা আমার ভুল হয়েছে। আমি আর তৃণমূলে কোনও দিনই যাব না। মমতা ব্যানার্জী ডাকলেও না। আমি এখন বিজেপিটাই মন দিয়ে করতে চাই। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা ডিএ আন্দোলনের ধর্না মঞ্চে আমাকে যেতে বলেছিলেন, তাই গেছি। আবারও যাব। শুভেন্দু অধিকারী এখন বাংলার মুখ, জননেতা। রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার আমাকে কিছু গাইড লাইন্স পাঠিয়েছেন, তা ক্রমশ প্রকাশ হবে। আপনি মার্ডার হয়ে যাওয়ার অপেক্ষা করছেন? কারা মার্ডার করবে? তিনি বলেন, এই সমস্ত বিস্ফোরক কথা হজম করতে না পেরে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতিরা কিছু করতে পারে। তাহলে আপনি প্রশাসনে জানাচ্ছেন না? তিনি বলেন, কোন প্রশাসনকে জানাব। রাজ্য প্রশাসন কিছু করবে আমার জন্য। তাহলে কী ভাবছেন? বাবা লোকনাথের ওপর ভরসা করে বসে আছি।

উত্তরের আঙিনায়

দক্ষিণে গরম বাড়ার ফলে ঠান্ডার খোঁজে উত্তরে ভিড় পর্যটকদের

বিশেষ প্রতিনিধি : দক্ষিণবঙ্গে তাপপ্রবাহ ক্রমশ বেড়ে চলেছে। পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে তাপপ্রবাহ চলছে। ইতিমধ্যেই ৪০ ডিগ্রি পার করে গেছে তাপমাত্রা। উত্তরবঙ্গের মালদা ও দক্ষিণ দিনাজপুরেও তাপপ্রবাহ। তবে উত্তরবঙ্গের ৬ জেলা কিছুটা হলেও স্বস্তিতে রয়েছে। দার্জিলিং, কার্শিয়াং, কালিংস্পঙ মিরিকে পরিবেশ অত্যন্ত মনোরম। দক্ষিণে যেমন প্রচণ্ড তাপপ্রবাহ চলছে তেমনই উত্তরের কিছু কিছু জেলাতে অত্যন্ত মনোরম পরিবেশ দেখা মিলছে। সেজন্যই দক্ষিণের তাপপ্রবাহ থেকে বাঁচতে পর্যটকরা উত্তরের দিকে কিছুটা ঝুঁকেছে ঠান্ডার খোঁজে। এরফলে পাহাড়ে পর্যটকদের ভিড় একপ্রকার চোখে পড়ার মতো। দার্জিলিংয়ের এক হোটেলের মালিক জানান, দক্ষিণের গরমের জন্য এখন পাহাড়ে পর্যটকরা এসে ভিড় করছেন। আগে জানুয়ারি থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত পাহাড়ে পর্যটকদের ভিড় থাকত। কিন্তু ইদানিং দেখা যাচ্ছে মে-জুন মাসেও পাহাড়ে পর্যটকরা আসছে দক্ষিণের গরম থেকে বাঁচতে। তাই একটু শীতলতার পরশ পেতে পর্যটকদের ডেস্টিনেশন হয়ে গেছে পাহাড়।

দার্জিলিং ও সিকিমে পর্যটকদের ঢল নেমেছে। পাহাড় থেকে ফিরতে চাইছে না মন। টাইগার হিল, ম্যাল, চিড়িয়াখানা সব জায়গাতেই পর্যটকদের ভিড়। দার্জিলিঙে দিনেরবেলা তাপমাত্রা থাকছে ১৪ ডিগ্রি, বিকালের পর থেকে তাপমাত্রা আরো কমছে। যথেষ্ট উপভোগ্য পরিবেশ, তাই অনেকেই ছুটে যাচ্ছেন দার্জিলিং সিকিমে।

প্রসঙ্গত গত সপ্তাহে লাগাতার ৩দিন সিকিমে তুষারপাতের ঘটনা ঘটেছে। দক্ষিণবঙ্গ যখন দহন জ্বালায় জ্বলছে উত্তরে অনেকটাই স্বস্তি। অনেক পর্যটকরাই জানিয়েছেন কলকাতায় বাইরে বের হওয়া যাচ্ছে না 'লু' চলছে, তবে পাহাড়ে দুর্দান্ত পরিবেশ। এরকম পরিবেশে থাকতে পছন্দ করছেন পর্যটক মহল।

পণ্য পরিবহনের গাড়ি থেকে উদ্ধার ৬৬ টি মহিষ

নিজস্ব প্রতিনিধি : পণ্য পরিবহনের গাড়িতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল গবাদি পশু। আটক চারটি লরি, উদ্ধার ৬৬ টি মহিষ। প্রসঙ্গত জানা গেছে সোমবার রাতে বাগডোগরা থানার অন্তর্গত রাঙাপানি ফাড়ির পুলিশ নাকা তল্লাশি চালানোর সময় গোটা বিষয়টি নজরে আসে। এরপর পুলিশ পিছু নেয় লরিগুলির। পুলিশের তাড়া খেয়ে গাড়ির ড্রাইভাররা এনজিপির দিকে গাড়ি গুলি নিয়ে পালানোর চেষ্টা করে। এরপর এনজিপি থানার পুলিশের কাছে খবর আছে রাঙাপানি পুলিশের তাড়া খেয়ে চারটে গাড়ি দিকে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে এনজিপি থানার পুলিশ লরি গুলি ধরতে অগ্রসর হয়। এরপর এনজিপি ও রাঙাপানি পুলিশ গাড়ি গুলি পাকড়াও করে। তবে পুলিশের ধাওয়া খেয়ে পালিয়ে যায় ড্রাইভারেরা। সেই জন্য তাদের গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি । গাড়ি গুলির নম্বরে সূত্র ধরে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। মহিষগুলোকে উদ্ধার করা হয়েছে। মহিষদের খেয়াল রাখবার জন্য জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় রাখা হয়েছে।

মে মাসেও তুষারপাত সিকিমে

নিজস্ব প্রতিনিধি : মে মাস, ভরা গ্রীষ্মকাল। তাপমাত্রা ক্রমশ উর্ধ্বমুখী হবে এটাই স্বাভাবিক। তবে কিছুটা স্বাভাবিকভাবে সিকিমের তুষারপাতের ঘটনা ঘটেছে। গত রবিবার পশ্চিমী ঝঞ্ঝার কারণে ঝড় বিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাত হয় সিকিমে। একই সঙ্গে নাথুলা ও ছাঙ্গুতে তুষারপাতের ঘটনা ঘটে। স্বাভাবিকভাবে ভরা মরসুম চলছে সিকিমে। প্রচুর পর্যটক এই তুষারপাত দেখার সাক্ষী থাকতে পেরেছেন। তুষারপাতার ঘটনায় সিকিমে পর্যটকদের আনাগোনা আরো বেড়ে গেছে। অনেকে উৎসাহিত হয়ে তুষারের দৃশ্য দেখবার জন্য সিকিম পাড়ি দিয়েছেন। হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট এর সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যাল জানিয়েছেন, তুষারপাতের ঘটনা পর্যটন ব্যবসার পক্ষে অত্যন্ত ভালো। তবে মে মাসে তুষারপাতের ঘটনা ঘটেছে এমন আগে শোনা যায়নি।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১৩ মে – ১৯ মে, ২০২৩

মেষ রাশি : সরকারি বা প্রশাসনিক স্তরে পদোন্নতি ও কর্মোন্নতির সুযোগ রয়েছে। ভাই–বোনের সঙ্গে বিবাদ হওয়ার সম্ভাবনা। দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা পারিবারিক অশান্তি বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পারিবারিক কারণে মানসিক শান্তি ব্যাহত হতে পারে।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২৭ বার 'ওং ভৌময় নমঃ' জপ করুন।

বৃষ রাশি : কর্মক্ষেত্রে শত্রুবৃদ্ধি সত্ত্বেও সাফল্য অব্যাহত। অভিনয়, নৃত্য–গীতাদির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সাফল্যের সম্ভাবনা। আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। সম্পত্তি ক্রয়–বিক্রয়ে সাবধানতা অবলম্বন প্রয়োজন। সন্তানের জন্য চিন্তার কারণ থাকবে। কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে স্বজনের সঙ্গে আলোচনার প্রয়োজন।

প্রতিকার : ললিতা সহস্র নাম জপ করুন।

মিথুন রাশি : আত্মীয় স্বজন থেকে প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে আশাতীত ফল লাভে বিলম্ব। কর্মক্ষেত্রে আশাতীত ফল লাভে বিলম্ব। কর্মক্ষেত্রে সতর্কতার সঙ্গে কাজকর্মের প্রয়োজন, পথ–চলার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন প্রয়োজন। কর্মে অন্যমনস্কতা বৃদ্ধি। ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগে ঝুঁকি রয়েছে। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি। স্বজনের থেকে উপহার পেতে পারেন।

প্রতিকার : বুধ গ্রহের জপ করুন।

কর্কট রাশি : সন্তানের থেকে শুভ সংবাদ পেতে পারেন। মাতৃকূল থেকে কোনো দ্রব্য উপহার পেতে পারেন। আত্মীয়ের আচরণে মানসিক শান্তি ব্যহত হওয়ার সম্ভাবনা। বিবাহের যোগাযোগ আসতে পারে। সৃষ্টিশীল কর্মে শিল্পীসত্তা বিকাশ এবং মান–সম্মান বৃদ্ধির সম্ভাবনা। গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা হলেও আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা।

প্রতিকার : সোমবার বিকলাঙ্গদের অন্ন দান করুন।

সিংহ রাশি : সন্তানের পড়াশোনার সাফল্যে বাধা। সম্পত্তি ক্রয়–বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সতকর্তার প্রয়োজন। গবেষণার ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভ। ভাই বোনের সঙ্গে বিষয় আশয় নিয়ে আলোচনা। কর্মক্ষেত্রে বিদেশ যাওয়ার সুযোগ আসতে পারে রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সঙ্গে স্বাস্থ্য খাতে আয় ব্যয় বৃদ্ধি। ব্যবসায় সাফল্যের সম্ভাবনা।

প্রতিকার : ১৯ বার 'ওঃ ভাস্করায় নম জপ করুন'।

কন্যা রাশি : স্বজনের আচরণে মানসিক শান্তি। ব্যাহত হতে পারে। সম্পত্তি ক্রয়–বিক্রয়ে প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। সঙ্ঘয়ে বাধা নৃত্য, গীত বা বিনোদন জগতের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা। কোনো মামলা সংক্রান্ত ব্যাপারে নিষ্পত্তির সুযোগ আসতে পারে। কর্মে সাফল্যে বিলম্ব। শারীরিক পীড়া বৃদ্ধি।

প্রতিকার : ২১ বার প্রতিদিন 'ওঁ নারায়ণায় নমঃ' জপ করুন।

তুলা রাশি : কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতিও আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। কাজকর্মে সাফল্য লাভের সম্ভাবনা। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। সন্তানের পড়াশোনার প্রতি অবহেলা চিন্তার কারণ হওয়ার সম্ভাবনা। শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্যা বৃদ্ধি এবং শারীরিক পীক্ষার কারণ শয্যাগত হতে পারেন। ঋণ নেওয়ার পরিকল্পনা। কর্মক্ষেত্রে বিদেশ যাওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : ১১ বার প্রতিদিন 'ওঁ দুর্গায় নমঃ' জপ করুন।

বৃশ্চিক রাশি : উচ্চ শিক্ষা লাভ ও গবেষণামূলক কর্মে সাফল্যের সম্ভাবনা। চাকরি ক্ষেত্রে সাফল্যে বিলম্ব। অর্থের অপব্যয় বৃদ্ধি। গুরুজনদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। বিলাসব্যসনে অতিরিক্ত ব্যয় বৃদ্ধির দরুন সাংসারিক অশান্তি বৃদ্ধি। লটারী বা শেয়ার বা ফাটকায় বিনিয়োগ ঝুঁকি রয়েছে। শারীরিক পীড়া বৃদ্ধির সম্ভাবনা। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি। দাম্পত্য মনোমালিন্য বৃদ্ধি।

প্রতিকার : প্রতিদিন হনুমান চালিশা পাঠ করুন।

ধনু রাশি : শারীরিক পীড়ার দরুন স্বাস্থ্যের অবনতির সম্ভাবনা। মানসিক অবসাদ থেকে যোগাভ্যাসের প্রয়োজন। আপাতত জলে ভ্রমণ এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। সাহস ও বুদ্ধির সাহায্য যে কোনো পরিস্থিতির সামাল দিতে পারবেন। আত্মীয় থেকে প্রতারণা। শিল্পী সত্তার বিকাশ।

প্রতিকার : ২১ বার বৃহস্পতির মন্ত্র পাঠ করুন।

মকর রাশি : স্বজনের নীতিবিরুদ্ধ কর্মের জন্য মানসিক চাপ বৃদ্ধি। সাংসারিক সমস্যা বৃদ্ধির দরুণ গুরুজনদের সঙ্গে মতানৈক্য বা বিবাদ হওয়ার সম্ভাবনা। বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। ব্যবসায় বিনিয়োগে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্যা বৃদ্ধি। হারানো দ্রব্য ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : ৪৪ বার 'ওঁ মন্দায় নম' পাঠ করুন।

কুম্ভ রাশি : শারীরিক পীড়া বৃদ্ধির সম্ভাবনা। মানসিক শান্তি ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে জটিলতা বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ভাবপ্রবণতা বৃদ্ধির দরুণ কর্মক্ষেত্রে অন্যমনস্কতা বৃদ্ধি। সন্তানের গবেষণার ক্ষেত্রে সাফল্য। বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি এবং পারিবারিক সমস্যার সমাধান। ব্যবসায় সাফল্য।

প্রতিকার : প্রতিদিন লিঙ্গস্তকম জপ করুন।

মীন রাশি : কর্মক্ষেত্রে জটিলতা কাটিয়ে উপস্থিত বুদ্ধির দ্বারা যে কোনো কর্মে অগ্রগতির সম্ভাবনা। ব্যবসার ক্ষেত্রেও সমস্ত বাধা কাটিয়ে অগ্রগতি। সন্তানের পড়াশোনার ক্ষেত্রে পরীক্ষায় সাফল্য। গুরুজনের স্বাস্থ্যের আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা। সৃষ্টিশীল কর্মে শিল্পী সত্তার বিকাশ। অর্থের অপচয় বৃদ্ধি।

প্রতিকার : বৃহস্পতিবার ব্রাহ্মণ ভোজন করান।

শব্দবার্তা ২৪৬

১	■	২	৩			৪	
	■	■	৪	■	■		■
৫	৬			■	৭		
■		■		■	■		■
■		■	■	৮	■		■
৯			■	১০			১১
■		■	■		■	■	
১২						■	

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

২। জলে ডুবে মৃত্যু ৫। আড়ম্বরপূর্ণ ৭। হাটবাজার, দোকানপাট ৯। ছোটো মোটা লাঠি ১০। সতেজ, প্রাণবন্ত ১২। বড় ও টানা টানা চোখ বিশেষ।

উপর–নীচ

উপর–নীচ : ১। স্বর্গ ৩। নকলনবিশ লেখক ৪। কল্পনায় গঠিত মূর্তি ৬। বংশগত পেশা ৮। বকুনি, তিরস্কার ১১। বেজি।

সমাধান : ২৪৫

পাশাপাশি : ১। অভিধান ৪। গতচেতন ৫। তজবিজ ৭। লিখিতব্য ৯। পাহাড়তলি ১০। কেনাদর।

উপর–নীচ : ১। অভিপ্রেত ২। নগপতি ৩। ক্ষতবিক্ষত ৬। জলবিহার ৭। লিকলিকে ৮। ব্যবহার।

কাজের খবর

আইআইটি তে ৩০ অ্যাসিস্ট্যান্ট

দিল্লির ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি 'টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে ৩০ জন লোক নিচ্ছে। ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, কম্পিউটার সায়েন্স, কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনের মাস্টার ডিগ্রি কোর্স পাশরা অন্তত ৫৫% নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। সিভিল, মেকানিক্যাল, টেক্সটাইল, বায়ো টেকনোলজি, কেমিক্যাল, বায়ো কেমিক্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল, ইলেক্ট্রনিক্স, কমিউনিকেশন, ইন্সট্রুমেন্টেশন কোর্স পাশ হলে ওমোট অন্তত ৫৫% নম্বর পেয়ে থাকলেও যোগ্য। বয়স হতে হবে ৩০ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর ও বি সিরা ৩ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। মূল মাইনে পে লেভেল ৫ম অনুযায়ী। শূন্যপদ : ৩০টি (তঃ জাঃ ৪, তঃ জাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ৫, ও বি সি ৬, ই ডব্লু এস ১২)। প্রার্থী বাছাই হবে টেস্ট বা ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : Mission Mode (DR)(4)/2023, dated March 25, 2023. দরখাস্ত করবেন অনলাইনে। এই ওয়েবসাইটে www.iitd.ac.in

এজন্য বৈধ ই–মেল আই ডি থাকতে হবে। অনলাইন দরখাস্ত করার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। তারপর পরীক্ষা ফি বাবদ ২০০ টাকা অনলাইনে জমা দেবেন। তপশিলী, প্রতিবন্ধী ও মহিলাদের ফি লাগবে না। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত জানতে পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিবিজ্ঞান কোর্স

ভারত সহ আন্তর্জাতিক বাজারে কৃষি শিল্প ও সহযোগীক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রশিক্ষিত পেশাদারের চাহিদা সর্বত্র। এই বৃহৎ কর্মক্ষেত্রের উপযোগী পেশাদার তৈরির লক্ষ্যে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি নিয়ে শুরু হয়েছে কৃষি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সুসংহত ডিপ্লোমা ও পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স যা পশ্চিমবঙ্গে প্রথম। দক্ষ ও উদ্যোগী যুবসমাজের সামনে আরো বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে নিজেকে প্রবেশ করানোর সুযোগ করে দেবে এই ৬টি সুসংহত ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট কোর্স। ১) ডিপ্লোমা ইন ভেটেরিনারি সায়েন্সেস অ্যান্ড অ্যানিমাল হাজবেন্ড্রি : সময় সীমা : ২ বছর সঙ্গে ৬ মাস ইন্টার্নশিপ। যোগ্যতা : যে কোনো শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাশ। ২) ডিপ্লোমা ইন অ্যাগ্রিকালচারাল সায়েন্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট : সময় সীমা : ২ বছর সঙ্গে ৩ মাস ইন্টার্নশিপ। যোগ্যতা : যে কোনো শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাশ। ৩) পোস্ট গ্র্যাজুয়েটইন গ্রুপ প্রোডাকশন অ্যান্ড প্ল্যান্ট হেলথ ম্যানেজমেন্ট : সময় সীমা ২ বছর সঙ্গে ৩ মাস ইন্টার্নশিপ। যোগ্যতা : যে কোনো শাখায় গ্র্যাজুয়েট। ৪) পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন অ্যাগ্রি বিজনেস ম্যানেজমেন্ট। সময় সীমা ২ বছর। যোগ্যতা : যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েট। ৫) ডিপ্লোমা ইন অ্যাগ্রিকালচারাল সায়েন্স ফর ইনপুট ডিলার্স। সময় সীমা : ১ বছর যোগ্যতা : মাধ্যমিক পাস। এই কোর্সটি সারের লাইসেন্স পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য। ৬) সার্টিফায়েট ইন মাশরুম কাল্টিভেশন অ্যান্ড প্রোডাকশন । সময় সীমা ৩ মাস। যোগ্যতা : মাধ্যমিক পাশ।উল্লেখযোগ্য বিষয় (১) কোর্স শেষে সার্টিফিকেট দেবে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়। (২) সরকারি ও অধীনস্ত দপ্তরে আছে চাকরির সুযোগ। (৩) বেসরকারী কেন্দ্রীয়/আন্তর্জাতিক কৃষি শিল্প ও সহযোগী কোম্পানিতে উচ্চপদে চাকরির সুযোগ। (৪) সরকারি লাইসেন্স নিয়ে আছে স্বাধীন ব্যবসার সুযোগ। বীজ ও রাসায়নিক সার ও জৈব সার ও রোগ পোকা নিবারণের ওষুধ। (৫) কোর্স শেষে থাকবে ১০০% নিয়োগ সহায়তা।

ভর্তি শুরু হয়েছে। আসন সংখ্যা সীমিত। সত্বর যোগাযোগ : Susrijo Institute of Agriculture Science, Technology and Management Main Cumpas Krishnanagar. WEBEL IT PARK IT &E Department, Govt Of West Bengal, Vill- Deypara, P.O. Krishnanagar, Dist. Nadia , (Beside Krishnanagar Horticulture Department) Pin 741101. Ph. 8250155279, Kalyani Study Center : B-15/54 Kalyani, P.O. & P. S. Kalyani, Nadia Ph. 9830781967.

Web : www.siastm.org e-mail : siasim2020@gmail.com

২ জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরে ২৭৩ নার্স, হেল্‌থ অ্যাসিস্ট্যান্ট ও ম্যানেজার

নিজস্ব প্রতিনিধি : হুগলি জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সামতি স্টাফ নার্স, ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান, ব্লক পাবলিক হেলথ ম্যানেজার, কমিউনিটি হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে ২১৩ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য :

কমিউনিটি হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট–আরবান (এনইউএইচএম) রাজ্য নার্সিং কাউন্সিল স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে এ.এন.এম.বা, জি.এনএম. কোর্স পাশ হলে আবেদন করতে পারেন। রাজ্য নার্সিং কাউন্সিলে নাম নথিভুক্ত থাকতে হবে। বাংলা ভাষায় জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। সংশ্লিষ্ট জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। বয়স হতে হবে ৪০ বছরের মধ্যে। পারিশ্রমিক মাসে ১৩,০০০ টাকা। শূন্যপদ : ১০৫টি।

কমিউনিটি হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট–আরবান : রাজ্য নার্সিং কাউন্সিল স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে এ.এন.এম বা জি.এন.এম কোর্স পাশ হলে আবেদন করতে পারেন। রাজ্য নার্সিং কাউন্সিলে পাশ হলে আবেদন করতে পারেন। বাংলা ভাষায় জ্ঞান থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। বয়স হতে হবে ৪০ বছরের মধ্যে। পারিশ্রমিক মাসে ১৩,০০০ টাকা। শূন্যপদ ৬৬টি।

স্টাফ নার্স : জি.এন.এম কোর্স পাশরা পশ্চিমবঙ্গ বা ভারতীয় নার্সিং কোর্স পাশরাও যোগ্য। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নার্সিং কাউন্সিলে নাম নথিভুক্ত থাকতে হবে। স্থানীয় ভাষায় দক্ষতা থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ৪০ বছরের মধ্যে। পারিশ্রমিক মাসে ২৫ হাজার টাকা। শূন্যপদ ঃ ৩৬টি।

ব্লক পাবলিক হেলথ ম্যানেজার : লাইফ সায়েন্সের বি.এস.সি. কোর্স পাশরা ম্যানেজমেন্টের পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হলে যোগ্য। এম.এস. অফিস সংক্রান্ত কাজে দক্ষতা থাকতে হবে। লাফই সায়েন্সের এম.এস.সি কিংবা পাবলিক হেলথের কাজে অভিজ্ঞতা থাকতে ভালো হয়। বয়স হতে হবে ৪০ বছরের মধ্যে। পারিশ্রমিক মাসে ৩৫,০০০ টাকা। শূন্যপদ : ৪টি।

ল্যাবরেটরি টেকশিয়ান : ফিজিক্স, কেমিস্টি ও বায়োলজি বিষয় নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশরা মেডিক্যাল ল্যাব টেকনোলজির ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হলে আবেদন করতে পারেন। কম্পিউটারে কাজ চালানোর মতো জ্ঞান থাকতে হবে। ১ বছরের পোস্ট কোয়ালিফিকেশন অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো হয়। ১ বছরের পোস্ট কোয়ালিফিকেশন অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো হয়। বয়স হতে হবে ৪০ বছরের মধ্যে। পারিশ্রমিক মাসে ২২ হাজার টাকা। শূন্যপদ : ২টি (জেনারেল ১ আর ওবিসি,–বি ক্যাটেগরি ১)।

সবক্ষেত্রে বয়স গুনতে হবে ১–১–২৩–'র হিসাবে। তপশিলী, ওবিসি রা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। এই পদের মেমো নং DH&FWS/3888, DT.04.05.2023. প্রার্থী বাছাই হবে টেস্ট বা ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। কবে কোথায় পরীক্ষা হবে তা ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে।www.wbhealth.gov.in

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য আপনাদের অপেক্ষায়

হিন্দ্ সংঘ

যোগাযোগ

৮৫৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র–পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দফতরে। ই–মেলেও বিজ্ঞাপন পাঠাতে পারেন।

কর্মখালি

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালি এলাকায় সমাজ কল্যাণ দফতর অনুমোদিত আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনা করার জন্য একজন মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫/ ৯৮৩০২৮৪৯৯২

অসহ্য গরম থেকে বাঁচার উপায়

ডাঃ মানস কুমার সিনহা

এবার এপ্রিল মাসের গরমে যেরকম ত্রাহি ত্রাহি রব পড়ে গিয়েছিল তা এককথায় অভূতপূর্ব কিন্তু অবশ্যম্ভাবী। বিজ্ঞানীদের আশঙ্কা বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে এরকম তাপপ্রবাহে মানব জাতিকে বিধ্বস্ত হতে হবে আগামী দিনগুলিতে। অত্যাধিক জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার এবং একই সাথে মাত্রাতিরিক্ত এয়ারকন্ডিশনার এবং রেফ্রিজারেশন প্রক্রিয়ার ফলে নির্গত ক্লোরোফ্লোরো কার্বন, প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস, শিল্পায়ন, নগরায়ন বিশ্ব উষ্ণায়নের সমস্যাকে তীব্র থেকে তীব্রতর করে আজ মানব সভ্যতাকে ধ্বংসের মুখে দাঁড় করিয়েছে।

মানবজাতি আজ অভ্যাসের দাসে পরিণত হয়েছে এবং সেই অভ্যাসের থেকে বেরিয়ে আসার উপায় সুদূর পবাহত। তাই এই অত্যাধিক গরমকে সাথে করেই আমাদের বাঁচতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইতিমধ্যেই অত্যাধিক গরম থেকে বাঁচার ব্যাপারে একটি নির্দেশিকা জারি করেছেন। আমাদের এই অস্বস্তিকর গরমের সাথে মানিয়ে নিতে হবে এবং এর খারাপ প্রভাব গুলি থেকে সুস্থ থাকতে হলে কি কি উপায় অবলম্বন করা যায় সেদিকে একটু দৃষ্টিপাত করা দরকার।

*জরুরি কাজ না থাকলে রোদের তীব্রতা যখন বেশি থাকে সেই সময় অর্থা দুপুর বারোটা থেকে বিকেল চারটে অবধি বাইরে বের হবেন না। সর্বদা ছায়ায় থাকার চেষ্টা করুন। ছাতা বা হ্যাট ব্যবহার করুন

* চড়া রোদে বেশি কায়িক পরিশ্রম করবেন না।

*ঠান্ডা জল, কোল্ড ড্রিঙ্কস, ক্যানড ড্রিঙ্কস পান করবেন না।

* সিগারেট বিড়ি মদ এড়িয়ে চলুন।

*ফাস্টফুড অতিরিক্ত মশলার খাবার এড়িয়ে চলুন।

* এসি ব্যবহার যথাসম্ভব কম করুন, এসি ঘর থেকে নন এসি ঘরে গেলে নাকে কাপড় চাপা দিন। বারবার ঘর পরিবর্তন করবেন না।

* প্রচুর পরিমাণে জল, ওআরএস ডাবের জল পান করুন। টক দই, লস্যি ইত্যাদি খেতে পারেন, শসা এবং তরমুজ জাতীয় ফল খান।

*হালকা সুতির জামা ব্যবহার করুন, সিন্থেটিক পোশাক এড়িয়ে চলুন।

*কসমেটিক ব্যবহার করবেন না অবশ্য সানস্ক্রিন ব্যবহার করা যেতে পারে।

যেহেতু প্রচন্ড গরমে আমাদের শরীরের তাপ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সঠিকভাবে কাজ করে না তাই তাপমাত্রা বেড়ে গেলে হীটস্ট্রোকে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে

দেহের তাপমাত্রা অত্যাধিক বৃদ্ধি পেতে পারে পেশিতে ক্রাম্প, প্রচন্ড তেষ্টা পাওয়া, দুর্বলতা, মাথা ঝিমঝিম করা, বমি ভাব, মাথা ব্যথা ইত্যাদি উপসর্গ দেখা যায়।

প্রাথমিক চিকিসা হিসেবে অসুস্থ কে শীতল জায়গা এবং ছায়ায় নিয়ে চলুন। জল এবং ওআরএস জলে গুলে পান করান। সারা দেহে ও মাথায় জল ঢালুন ও বাতাস করুন।

অন্যান্য উপসর্গ দেখলে বা রোগী অচেতন হয়ে থাকলে অবিলম্বে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যান।

মনে রাখা দরকার যে সঠিকভাবে পরিবেশকে রক্ষা করতে না পারলে গরমের হাত থেকে পরিত্রাণ নেই। তাই পরিবেশ রক্ষা করুন – গাছ লাগান আর প্রাণ বাঁচান।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

বিবাদে কাটা গেল কান

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার : পুরোনো বিবাদকে কেন্দ্র করে প্রতিবেশীর কান কামড়ে কেটে নেওয়ার অভিযোগ উঠল এক যুবকের বিরুদ্ধে।

ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে ডায়মন্ড হারবার থানার পার্বতীপুর গ্রামে। আক্রান্ত ব্যক্তি অমিত নাইয়া আশঙ্কাজনক অবস্থায় ডায়মন্ডহারবার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনার পর থেকে পলাতক অভিযুক্ত যুবক সহ তার দলবল। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, রবিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার থানার পার্বতীপুর গ্রামে কালী পুজো চলছিল। অভিযোগ সেই সময় এলাকার বাসিন্দা পাপাই নাইয়া তার দলবল নিয়ে প্রতিবেশী অমিত নাইয়ার বাড়িতে গিয়ে তার উপর চড়াও হয়। এর পরেই কামড় দিয়ে অমিত নাইয়ার কান কেটে দেয় বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে ডায়মন্ড হারবার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে কাটা কান উদ্ধারের পাশাপাশি আশঙ্কাজনক অবস্থায় অমিত নাইয়াকে নিয়ে ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতালে ভর্তি করে। অন্যদিকে ঘটনার পর থেকে পলাতক রয়েছে অভিযুক্তরা। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কড়া পদক্ষেপের পথে সিউড়ি পৌরসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : মিটিং মিছিল শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও থেকে যায় ফ্ল্যাগ ফেস্টুন। কোনো রাজনৈতিক দলই সেগুলো খোলে না। তাই এবার কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করলো সিউড়ি পৌরসভা। পুরপ্রধান প্রনব কর বলেন, এবার থেকে মিটিং মিছিলে ফ্ল্যাগ ফেস্টুন লাগানোর জন্য পৌরসভার কাছে কিছু অর্থ জমা রেখে অনুমতি নিতে হবে। মিটিং মিছিল শেষ হওয়ার ৪৮ থেকে ৭২ ঘন্টার মধ্যে সব ফ্ল্যাগ, ফেস্টুন খুলে দিতে হবে। তাহলে টাকা ফেরত দেবো। এ প্রসঙ্গে কংগ্রেস জেলা সহসভাপতি চঞ্চল চ্যাটার্জী বলেন, যখন অমিত শাহ বা ফিরহাদ হাকিম এলো মাঠ নোংরা হলো তখন পৌরসভা দেখতে পায় না। এদের সব কাটমানি খাওয়ার ধান্দা। বিজেপি জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা বলেন, কিছুদিন পর তৃনমূলের পতাকা লাগানোর লোক পাবে না তাই অন্য রাজনৈতিক দল যাতে ফ্ল্যাগ ফেস্টুন লাগাতে না পারে তারজন্য এই সিদ্ধান্ত।

নতুন পুলিশ সুপার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৪ মে দুপুরে বীরভূম জেলার পুলিশ সুপার হিসাবে দায়িত্ব নিলেন আইপিএস রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। নতুন পুলিশ সুপারকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেন সদ্য প্রাক্তন পুলিশ সুপার ভাস্কর মুখোপাধ্যায়। রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায় বারাসত পুলিশ জেলার সুপার ছিলেন। বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার ভাস্কর মুখোপাধ্যায়ের বদলির নির্দেশিকা জারি করল নবান্ন। মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক বিভাগ থেকে এই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। গত ৪ ফেব্রুয়ারি বীরভূম জেলার পুলিশ সুপার হিসাবে দায়িত্ব নিয়েছিলেন ভাস্কর মুখোপাধ্যায়।

পথশ্রী প্রকল্পে নিম্নমানের সামগ্রী বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সিউড়ি একনং ব্লকের ভুরকুনা গ্রামপঞ্চায়েতের অন্তর্গত আগর পাতালবাবা থেকে সায়েরপাড়া পর্যন্ত এক কিলোমিটার নয়শত মিটার পথশ্রী প্রকল্পে শিডিউল না মেনে নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তা তৈরির অভিযোগ ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। জেসিবি মেশিন আটকে গ্রামবাসীরা ২৯ এপ্রিল সকালে কাজ বন্ধ রেখে বিক্ষোভ দেখায়।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, শিডিউল মেনে না কাজ করায় কাজ বন্ধ করে দেওয়ায় তৃনমূলের বিনয় চৌবে,অশোক বাউড়ী, প্রধান রেখা বাগদী, মেম্বার জগন্নাথ ষাটজন দুস্কৃতীদের নিয়ে এসে বোমা পিস্তল নিয়ে হুমকি দেয়। বিডিওকে জানিয়েছি। নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে কাজের অভিযোগ অস্বীকার করেন কাজ দেখাশোনার দায়িত্বপ্রাপ্ত রবীন্দ্রনাথ সাহা।

প্রধান রেখা বাগদী বলেন, কাজ ভালোভাবে হচ্ছে। বিরোধীরা কাজ করতে বাধা দিচ্ছে। সকালে এলাকায় যান বলে জানান প্রধান। গ্রামবাসীদের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেন প্রধান রেখা বাগদী ।

পথশ্রী প্রকল্পে নিম্নমানের সামগ্রী বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সিউড়ি একনং ব্লকের ভুরকুনা গ্রামপঞ্চায়েতের অন্তর্গত আগর পাতালবাবা থেকে সায়েরপাড়া পর্যন্ত এক কিলোমিটার নয়শত মিটার পথশ্রী প্রকল্পে শিডিউল না মেনে নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তা তৈরির অভিযোগ ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। জেসিবি মেশিন আটকে গ্রামবাসীরা ২৯ এপ্রিল সকালে কাজ বন্ধ রেখে বিক্ষোভ দেখায়।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, শিডিউল মেনে না কাজ করায় কাজ বন্ধ করে দেওয়ায় তৃনমূলের বিনয় চৌবে,অশোক বাউড়ী, প্রধান রেখা বাগদী, মেম্বার জগন্নাথ ষাটজন দুস্কৃতীদের নিয়ে এসে বোমা পিস্তল নিয়ে হুমকি দেয়। বিডিওকে জানিয়েছি। নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে কাজের অভিযোগ অস্বীকার করেন কাজ দেখাশোনার দায়িত্বপ্রাপ্ত রবীন্দ্রনাথ সাহা।

প্রধান রেখা বাগদী বলেন, কাজ ভালোভাবে হচ্ছে। বিরোধীরা কাজ করতে বাধা দিচ্ছে। সকালে এলাকায় যান বলে জানান প্রধান। গ্রামবাসীদের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেন প্রধান রেখা বাগদী ।

জমি বিবাদে ধৃত এক

নিনজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : বিকুলতলা থানা এলাকায় জমি নিয়ে বিবাদকে কেন্দ্র করে গ্রেপ্তার এক, বৃহস্পতিবার বকুলতলা থানাথেকে পাঠানো হয় বারুইপুর মহকুমা আদালতে। বুধবার এক প্রতিবেশী এই মর্মে একটি লিখিত অভিযোগ জানায় বকুলতলা থানায়। আর সেই অভিযোগের ভিত্তিতে বুধবার রাতে বকুলতলা থানার তারানগর এলাকা থেকে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে বকুলতলা থানার পুলিশ। ধৃতকে বৃহস্পতিবার বকুলতলা থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। ধৃতের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রুজু করেছে বকুলতলা থানার পুলিশ।

চট্টা–কালিকাপুরে জিনস্ কারখানার রাসায়নিকে পরিবেশ দূষণ চরমে

কুনাল মালিক : আলিপুর মহকুমার ঠাকুরপুকুর–মহেশতলা ব্লকের অন্তর্গত চট্টা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার রাস্তার দু'পাশে খালের ধারে ধারে প্রচুর জিনস্ তৈরির কারখানা গড়ে উঠেছে। এই এলাকার জীবন জীবিকার মূল ভিত্তি হল জিনস্ কাপড় তৈরি করা। কিন্তু এই শিল্পের বাড়বাড়ন্তের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে পরিবেশ দূষণও। জিনস্ কারখানাগুলো থেকে নির্গত দূষিত রাসায়নিক খালের জলকে কালো করে তুলেছে। দুর্গন্ধে এলাকা ম ম করছে। সবুজ গাছ গাছালি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। জল নিষ্কাষণের পথ আবর্জনা আর জঞ্জালে পরিপূর্ণ। বর্ষার সময় এই সব এলাকা আরো দূষিত হয়ে ওঠে। মহিষগোটের কাছে এই জল চড়িয়াল খালের সঙ্গে মিশে হুগলি নদীর জলকেও দিন দিন দূষিত করে তুলছে। নমামী গঙ্গে প্রকল্পে যখন গঙ্গাকে দূষণ মুক্ত করার কর্মসূচি চলছে, তখন চট্টা–কালিকাপুর এলাকার জিনস্ কারখানার নির্গত দূষিত রাসায়নিক বড় প্রশ্ন ও চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। চট্টা আকন্দ পাড়ার বাসিন্দা নিজাম উদ্দিন মোল্লা জানালেন, আসলে

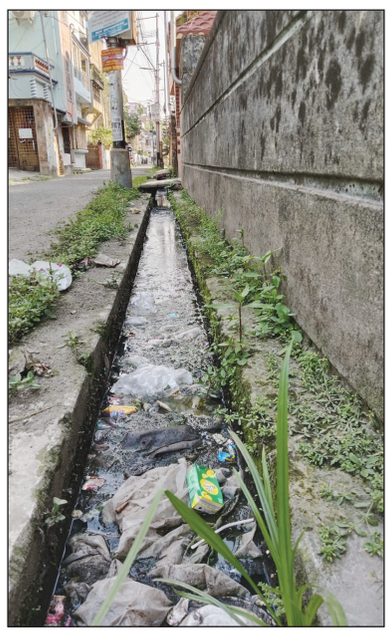

এখানে জীবিকার মূল ভিত্তি হল এই জিনস্ কারখানাগুলো। পেটের স্বার্থে কেউ কিছু বলছে না। তবে আমরা খুব সমস্যায় আছি। চাষ বাস, পুকুরে মাছ চাষ কিছুই হচ্ছে না। চর্মরোগ হচ্ছে। জীবিকা বাঁচিয়ে বিকল্প কোনো ব্যবস্থা করলে ভালো হয়। চট্টা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ভাস্কর সরদার এই প্রসঙ্গে বলেন, আমরা পঞ্চায়েত স্তরে আলোচনা চালাচ্ছি। কারখানা মালিকদের সঙ্গেও কথা বলছি। বিকল্প ব্যবস্থার চেষ্টা করা হচ্ছে। বর্তমানে জল নিষ্কাষণের জন্য একটি পাকা ড্রেনেজ করা হচ্ছে। ঠাকুরপুকুর–মহেশতলা ব্লকের বিডিও সঞ্জয় কুমার গুছাইত বলেন, দেখুন এলাকা যে দূষিত হচ্ছে এটা ঠিক, কিন্তু জীবিকার স্বার্থে হুট করে জিনস্ কারখানাগুলো বন্ধ করা যাবে না। তবে ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট বসানোর কথা ভাবা হচ্ছে।

প্রশাসনের এই ভাবনার ফল কবে পাওয়া যাবে তার উত্তর কিন্তু পাওয়া গেল না। বোঝা যাচ্ছে সবই রয়েছে ভাবনার স্তরে। দ্রুত কোনো সমাধান হবে বলে বোঝা যাচ্ছে না। ফলে যতদিন না প্রশাসন তার ঘুম ভেঙে ওঠে। ততদিন মানুষের দুর্ভোগ পোহানো ছাড়া গতি নেই।

ছবি : অরুণ লোধ

১০ বছরের উন্নয়নেও মেটেনি পানীয় জলের সমস্যা, ভোট বয়কটের ডাক

সুব্রত মণ্ডল: গোসাবার অন্তর্গত মসজিদ বাটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রবল জল কষ্টের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে স্থানীয় বাসিন্দারা। সংবিধান অনুযায়ী পানীয় জল হচ্ছে মানুষের মৌলিক একটি চাহিদা। জলের আরেক নাম জীবন। সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে মসজিদ বাটির গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দারা। স্থানীয় বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, এলাকার টিউবওয়েল গুলো অকেজো হয়ে পড়ে আছে। পঞ্চায়েতকে জানালেও কোনরকম ব্যবস্থা

হয়নি। পানীয় জল আনতে কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত যেতে হচ্ছে তাদের। তাদের অভিযোগ, পি এইচ ই জলের মাধ্যমে জমি চাষ করছে শাসকদলের নেতারা। এছাড়াও পঞ্চায়েতের তরফ থেকে জলের ড্রাম বসানো হয়েছে। সাধারণ মানুষের জন্য আনা ড্রামগুলিও পঞ্চায়েত সদস্যের বাড়ি অথবা নেতৃত্বদের ঘরের সামনে বসানো হয়েছে। এভাবেই মসজিদ বাটি পঞ্চায়েতে ১০ বছর ধরে উন্নয়নের নামে সাধারণ মানুষকে প্রতারণা করে চলেছে এলাকার প্রধান ও পঞ্চায়েতের সদস্যরা। আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই পঞ্চায়েত ভোট। এলাকার ক্ষুব্ধ মানুষ বলছেন, গ্রামের মানুষরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে এবার ভোট বয়কট করবেন।

ক্যানিংয়ে করোনার থাবা

নিজস্ব প্রতিনিধি : আবারও করোনা থাবা বসাতে শুরু করেছে ক্যানিং মহকুমা এলাকায়। গোসাবা ব্লকের বছর ২১ বয়সের এক যুবক আক্রান্ত হয়েছেন কোভিড পজিটিভ এ।

বর্তমানে ওই যুবক কলকাতার আইডিবিজি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে গোসাবা ব্লকের ওই যুবক কয়েকদিন যাবৎ জ্বর, সর্দিকাশিতে ভুগছিলেন। চিকিৎসার জন্য পরিবারের লোকজন বুধবার ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ওই যুবককে ভর্তি করেন। চিকিৎসা চলাকালীন ওই যুবকের শারীরিক পরীক্ষা–নিরীক্ষা করার পর কোভিড পজিটিভ ধরা পড়ে।

ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সুপার ডাঃ সুরেশ সরদার জানিয়েছে, শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে চিকিৎসার জন্য বুধবার বিকালে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন বছর একুশ বয়সের এক যুবক। কোভিড পরীক্ষা করার পর রিপোর্ট পাওয়া যায় পজিটিভ। দ্রুততার সঙ্গে বৃহস্পতিবার ওই যুবককে কলকাতার আইডিবিজি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় চিকিৎসার জন্য।'

অন্যদিকে, ক্যানিং মহকুমা এলাকায় করোনা তার দাপট নিয়ে আবারও স্বমহিমায় হাজির হওয়ায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তবে বিশিষ্ট কয়েকজন চিকিৎসকের দাবি,করোনা নিয়ে ভয় বা আতঙ্কের কিছু নেই। তবে সচেতন হতে হবে সাধারণ মানুষকে। বিশেষ করে প্রচুর ভিড় এড়িয়ে চলা,মাস্ক ব্যবহার করা এবং হাত ধোয়া সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে, তাহলে করোনা বাড় বাড়ন্ত করতে পারবে না।

নিখোঁজ মেয়েকে পেতে পুলিশের দ্বারস্থ বাবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : নিখোঁজ মেয়েকে খুঁজে পেতে এবার জয়নগর থানার দ্বারস্থ হলেন বাবা। গত ১১ এপ্রিল জয়নগর থানার মালদাঁড়ি এলাকার অময় মণ্ডলের মেয়ে ২৪ বছরের রিয়া মণ্ডল বাড়ি থেকে নাচের স্কুলে যায়। আর তার পর থেকে তার আর কোনো খোঁজ খবর নেই বলে নিখোঁজের বাবা জয়নগর থানায় দাঁড়িয়ে বলেন। বৃহস্পতিবার জয়নগর থানায় মেয়ের নিখোঁজের ডায়েরি করে তার বাবা অময় মন্ডল বললেন, আমার মেয়ে গত ৮ বছর ধরে বিহার, নেপাল সহ বিভিন্ন রাজ্যে ও আমাদের রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় নাচের প্রোগাম করে বেড়ায়। আর আমার অনুমান মেয়ে নিখোঁজের পিছনে নাচের দল যুক্ত থাকতে পারে। তবে কলকাতায় নাচের স্কুলে নাচের ক্লাস করে আর বাড়ি ফেরে নি সে। আমি এত দিন

বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করে ও মেয়ের কোনো সন্ধান না পেয়ে জয়নগর থানার মেয়ের নিখোঁজের ডায়েরি করলাম। আমি চাই দ্রুত মেয়েকে ফিরে পেতে। আর এদিন অভিযোগ দায়েরের পরে জয়নগর থানার পুলিশ তদন্তের কাজ শুরু করেছে বলে জানা গেল। এদিকে সুন্দরবনের বিভিন্ন ব্লকে কাজের প্রলোভনে ভিনরাজ্যে মেয়ে পাচারের ঘটনা বেড়ে চলায় উদ্বেগ বাড়ছে পুলিশ প্রশাসনের।

বজবজ শ্যুট আউট কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৩ মে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজে প্রকাশ্য দিবালোকে আলতাবউদ্দিন ওরফে হুলতালকে শ্যুট আউট করেছিল এক দুষ্কৃতি। ওই দিনই কাকদ্বীপ থেকে একজনকে এবং পরের দিন নোদাখালী থেকে আরও একজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। মূল অভিযুক্ত শোভরাজ গাজী ও তার সঙ্গী তোয়েবকে গত বৃহস্পতিবার আসানসোল থেকে ডায়মন্ড হারবার জেলা পুলিশ গ্রেপ্তার

করে। বৃহস্পতিবার বিকালে ডাঃ হারবার পুলিশ জেলার সুপার রাহুল গোস্বামী এক সাংবাদিক সম্মেলন করে একথা জানান। তিনি বলেন, ওদের জেরা চলছে। জেরায় শোভরাজ গাজী বলেছে হুলতাল তাকে বারে বারে মিথ্যা কেসে ফাঁসাত, তাই সে এই কাজ করেছে। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অর্ক ব্যানার্জীর নেতৃত্বে নোদাখালী ও বজবজ থানার পুলিশ একটি টিম তৈরি করে মোবাইল ফোন ট্র্যাক করে আসানসোল থেকে দুই দুষ্কৃতিকে গ্রেপ্তার করে।

কর্মীর অভাবে জয়নগর সহ সারা রাজ্যে বহু গ্রন্থাগার বন্ধ,খোলার আশ্বাস মন্ত্রীর

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর : কর্মীর অভাবে বহু গ্রন্থাগার বন্ধ জয়নগরে। খোলার আশ্বাস মন্ত্রীর। থরে থরে সাজানো আছে বই কিন্তু কর্মী নেই একের পর এক বন্ধ হচ্ছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন জায়গায় থাকা গ্রন্থাগারগুলি।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জয়নগর, মজিলপুর, দক্ষিণ বারাসাত বহড়ু, গোচরন, ময়দা, নিমপীঠ এই সমস্ত অঞ্চলে গ্রন্থাগার গুলি তালা বন্ধ অবস্থায় পড়ে আছে। গ্রন্থাগার রয়েছে তার মধ্যে থরে থরে বইও সাজানো রয়েছে। কিন্তু পাঠকের জন্য সেই গ্রন্থাগার আর নিয়মিত খোলা হয় না। যার ফলে বই প্রেমীরা বইয়ের

খোঁজে গিয়ে গ্রন্থাগার বন্ধ দেখে খালি হাতেই ফিরে আসছে। যার মধ্যে দক্ষিণ বারাসাত দীর্ঘদিন ধরে বহু অতি প্রাচীন হিতোষিনী পাঠাগার রয়েছে। বহু পাঠক এই পাঠাগারে প্রতিনিয়ত রোজ পাঠক আসতেন। একই অবস্থা বহড়ু শ্যামসুন্দর লাইবেরি, জয়নগর বান্ধব লাইব্রেরি, শিবনাথ শাস্ত্রী পাঠাগার সহ আরো অনেক। একে একে এই পাঠাগারের কর্মী অবসর নিয়েছে তারপর থেকে গ্রন্থাগার তালা মারা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে কর্মী সংকটের কারণে জেলার বহু গ্রন্থাগার বন্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। যদিও এ প্রসঙ্গে স্থানীয় এক পাঠক বলেন, বহুবার গ্রন্থাগার দফতরে জানিয়েও কোনো কাজ হয়নি। আমরা চাই আগের মত ভাবে গ্রন্থাগার গুলি খোলা হোক। আর এই বন্ধের কারণে পাঠকের সংখ্যা অনেক কমে গেছে। আগের মতো আর মানুষ সেভাবে গ্রন্থাগারের প্রতি আগ্রহ দেখাচ্ছে না। মানুষ আস্তে আস্তে গ্রন্থাগারের কথা খুলতে শুরু করেছে। যতই মোবাইল টিভি আসুক না কেন বই পড়ার মধ্যে হাত একটা অনুভূতি থাকে। অনেক কিছু শেখার আছে বইয়ের মধ্যে থেকে। যদিও এ বিষয়ে জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস বলেন, আমি জয়ী হবার পর স্থানীয় গ্রন্থাগারে বেশ কিছু বই দিয়েছিলাম তবে সেভাবে আর পাঠক দেখা যায় না তবে গ্রন্থাগার গুলি খোলার জন্য প্রস্তুতি চলছে।এবিষয়ে রাজ্যের গ্রন্থাগার মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী বলেন,কর্মী নিয়োগ চলছে।খুব শ্রীঘ্রই আবার গ্রন্থাগার গুলো আবার খুলবে।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

চেতলা দাতব্য চিকিৎসালয়ে চূড়ান্ত অব্যবস্থা

(নিজস্ব সাংবাদিক)

চেতলার পৌর প্রতিষ্ঠানের দাতব্য চিকিৎসালয়ে চূড়ান্ত অব্যবস্থা চলেছে। চিকিৎসালয়টি পরিদর্শন করে দেখলাম দু'জনের জায়গায় একজন মাত্র কম্পাউন্ডার কাজ করছেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে ডাক্তার বাবুকেই কাজ চালিয়ে নিতে হয়। আরও জানা গেল, চেতলার প্রসূতি সদনের ওষুধপত্রও এখান থেকে সরবরাহ করা হয়। প্রসূতি সদনে একজন করণিক আছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় কাজের প্রচণ্ড চাপ থাকা সত্বেও দাতব্য চিকিৎসালয়ে কোন করণিক নেই। যাবতীয় হিসাবপত্র ও পত্রালাপের কাজ ডাক্তারবাবুকেই করতে হয়। খবর নিয়ে জানলাম এখানে দৈনিক ৭০–৮০ রোগী চিকিৎসার জন্য আসেন। দামী ওষুধপত্র এখান থেকে খুব কমই সরবরাহ করা হয়। তাছাড়া এখানে রোগ নির্ণয়ের কোন ব্যবস্থা নেই। রোগীদের মল, মূত্র, কফ, রক্ত প্রভৃতি পরীক্ষা হেস্টিংসের আরবান হেলথ সেন্টার থেকে করা হয়। এতে চিকিৎসা সম্পর্কে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে যথেষ্ট বিলম্ব হচ্ছে। ফলে রোগীদের দুর্ভোগ বাড়ছে।

কিছুদিন আগে এই দাতব্য চিকিৎসালয়ে একটা টীকাদানকেন্দ্র খোলা হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ তা বন্ধ হওয়াতে স্থানীয় অধিবাসীদের যথেষ্ট অসুবিধা হচ্ছে। চেতলার মত একটা ক্রমবর্দ্ধমান ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে টীকাদান কেন্দ্রটি বিলোপের কোন সদুত্তর পেলাম না। খোঁজ নিয়ে জানলাম দাতব্য চিকিৎসালয়ের উপর তলার কোয়াটারটি যাদবপুর প্রসূতি সদনের একজন মহিলা চিকিৎসক দখল করে আছেন। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় চেতলা প্রসূতি সদনের মহিলা চিকিৎসকের কোয়ার্টারের একান্ত প্রয়োজন সত্বেও আজও তার কোন ব্যবস্থা হয় নি।

কলিকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠানের স্বাস্থ্য বিভাগের প্রধান ডাক্তার গৌর দাসের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানা গেল যে, দাতব্য চিকিৎসালয়ের উপরতলার কোয়ার্টার পৌর কর্তৃপক্ষ তাদের কোনো কাজে ব্যবহার করতে পারেন। ডাক্তারদের কোয়ার্টার দিতে হবে এমন কোন নির্দিষ্ট আইন আর নেই। তিনি জানালেন দাতব্য চিকিৎসালয়ের সংস্কার ও পরিবর্দ্ধন করা বর্তমানে কোনক্রমেই সম্ভব নয়। আরও জানা গেল, চেতলার প্রসূতি সদনটি শীঘ্রই আলিপুরের হেস্টিংসের নবনির্মিত চারতলা ভবনে স্থানান্তরিত হবে। যেখানে একটা নার্সিং ট্রেনিং সেন্টার ও প্রসূতিদের জন্য আউট ডোর বিভাগটিও খোলা হবে। আউট ডোর বিভাগটি আরবান হেলথ সেন্টার কর্তৃক পরিচালিত হবে। প্রসূতিসদনে ৩০টি শয্যার ব্যবস্থা করা হবে।

৭ম বর্ষ, ১৬শ সংখ্যা, ১১ই মে, ১৯৭৩, ২৯শে বৈশাখ, ১৩৮০ শনিবার

সাহায্যের হাত বাড়ালেন মানবিক বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি : আবারও মানবিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল বিধায়ক পরেশরাম দাস। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে পাশে দাঁড়ালেন এক প্যারালাইসড আক্রান্ত রোগীর পাশে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে ক্যানিংয়ের মাতলা ২ পঞ্চায়েতের থুমকাঠি এলাকার বাসিন্দা সুখদেব ঘোষাল। তিনিই তাঁর পরিবারের একমাত্র উপার্জন কারী। গত প্রায় দু'মাস আগে আচমকা প্যারালাইসড রোগে আক্রান্ত হন সুখদেব বাবু। চিকিৎসা খরচ বহন করতে সমস্ত গচ্ছিত অর্থ শেষ হয়ে যায় তাঁর। মহা ফাঁপরে পড়ে যায় ঘোষাল দম্পতি। এমন খবর স্থানীয় যুবক তাপস পর্বত মারফত বিধায়ক পরেশরাম দাসের কানে পৌঁছায়।

জানার সঙ্গে সঙ্গে ঘোষালবাবুর সমস্ত চিকিৎসার ব্যয়ভারে দায়িত্ব নেন বিধায়ক। শুধু দায়িত্ব নিয়ে থেমে থাকেন নি। ঘোষালবাবু যাতে করে বিভিন্ন জায়গায় চলাফেরা করতে পারেন তার জন্য একটি হুইল চেয়ারও প্রদান করেন। পাশাপাশি ওষুধপত্র এবং নগদ অর্থ দিয়ে সাহায্য করেন। এ প্রসঙ্গে ঘোষাল বাবু জানিয়েছে, 'ভেবে ছিলাম অর্থনৈতিক কারণে বিণা চিকিৎসা মরতে হবে। বিধায়ক সাহেব পাশে দাঁড়ানোয় অনেকখানি মনোবল ফিরে পেয়েছি।' উল্লেখ্য ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক পরেশরাম দাস বিগত দিনে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে তাঁর মহান মানবিকতার পরিচয় দিয়েছেন। বিধানসভা এলাকার অসহায় বৃদ্ধ বাবা–মায়েদেরকে তীর্থ ভ্রমণের খরচ বহন করে চলেছেন।অসহায় দরিদ্র ছাত্র–ছাত্রীদের পাঠপুস্তক কিনে দেওয়া এবং সারা বছরের পড়াশোনার খরচ বহন করা, দরিদ্র পরিবারের কন্যাদায়গ্রস্ত পিতামাতাকে সাহায্য করা, থ্যালাসেমিয়া আক্রান্তদের প্রতি মাসে রক্তের যোগান দেওয়া সহ দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্তদের চিকিৎসার জন্য সারা বছর খরচ বহন করা তাঁর নিত্যদিনের কর্মসূচি। এলাকার অসহায় বৃদ্ধ–বৃদ্ধা,অসহায় অনাথদের জন্য গড়েছেন বৃদ্ধাশ্রম,অনাথ আশ্রম।এছাড়াও অহরহ নিত্যদিন বস্ত্র,খাদ্য সামগ্রী বিতরণও রয়েছে। ঘটনা প্রসঙ্গে বিধায়ক জানান, 'আমার বাবা মা নেই।সাধারণ মানুষই আমার বাবা–মা,ভাইবোন,দাদা,দিদি। শ্বাস ফুরালেই সব শেষ। তাঁরা যাতে কোনোভাবেই অসুবিধা কিংবা অসহায় হয়ে না পড়েন তার জন্য আমি আমার কর্তব্য পালন করার চেষ্টা করেছি এবং দেহে যতক্ষণ প্রাণ থাকবে তত দিনই এমন কাজ চালিয়ে যাবো।'

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৭ বর্ষ, ৩০ সংখ্যা, ১৩ মে – ১৯ মে, ২০২৩

কার পাপে, কাদের পাপে

আজ কাদের পাপে, কার পাপে বাংলার জাগ্রত যৌবন জীবনের হাঁড়িকাঠে– এ প্রশ্ন শুধু রাজনৈতিক মহলে নয়, সাধারণের ঘরে ঘরে। বাংলার ঘরে ঘরে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। প্রতিবছর মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং স্নাতক পাশ তরুণ তরুণীর সংখ্যা যেমন বাড়ছে সে তুলনায় হাতে কাজ প্রায় নেই বললেই চলে। স্বল্প বেতনে, মানব সম্পদের ব্যবহারও আজ অপ্রতুল। ভারতবর্ষের দিকে তাকালে বেকারত্ব ক্রমবর্ধমান সন্দেহ নেই। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে একের পর এক শিল্প তালুক বন্ধ হয়ে যাওয়া, নতুন শিল্পের সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যাওয়াতে কর্মসংস্থানের সুযোগ যেভাবে সংকুচিত হয়েছে তা বর্তমান প্রজন্মের কাছে হয়তো বা আগামী প্রজন্মের কাছেও স্বপ্নভঙ্গের দুঃসময় হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

বিগত ৩৪ বছরের নানা নিয়োগ নীতি ধামাচাপা পড়েছে বর্তমানের ক্রমবর্ধমান দুর্নীতি ফাঁসের বহর দেখে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা শুধু নয়, বিপুল পরিমাণে প্রতারণা এ বঙ্গের মানুষকে ফাঁদে ফেলে চলেছে ক্রমাগত। সারদার কেলেঙ্কারি কিংবা চিট ফান্ডের ক্ষত নিরাময় হবার আগেই সুনামীর মতো নিয়োগ দুর্নীতি সর্বস্বান্ত করেছে চাকরি প্রার্থী ও তাদের পরিবারকে। আর যোগ্য প্রার্থীরা রাজপথে দিনের পর দিন ধর্ণায় থেকেছে নিয়োগ কর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য। তারা রাজপথে হামাগুড়ি দিয়ে পর্যন্ত প্রতিবাদ ও কাতর আবেদন জানিয়েছে। সম্প্রতি বিয়ের আসরে উচ্চস্থিত স্লোগান দিয়েছেন কনে ও তাঁর সহকর্মী বান্ধবীরা। এ ছবি সামাজিক মাধ্যমে দ্রুত ছড়িয়েছে। শিক্ষকতার চাকরির সমস্ত যোগ্যতা তারা অর্জন করা সত্ত্বেও দেখা গেছে অর্থের বিনিময়ে তাদের সামনে চাকরি লুণ্ঠনকারী প্রার্থীরা দিনের পর দিন বিদ্যালয়ে যাচ্ছেন। অন্যদিকে দেখা গেছে সিভিক ভলান্টিয়ারদের দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের পঠনপাঠনের প্রস্তুতি, প্রতিবাদ হওয়াতে সে চিন্তা আপাতত হিমঘরে। শিক্ষা নিয়োগের দুর্নীতি বাম আমলেও লাগাম ছাড়া ছিল। বিশেষ করে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে। এ আমলে প্রাথমিক থেকে উচ্চ সর্বত্রই দুর্নীতির কালো ছায়া।

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ক্ষেত্রের কালো ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে উঠেছে সম্প্রতি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। হঠাৎ বদলির অবৈজ্ঞানিক ফরমান। আগে প্রায় সর্বক্ষেত্রেই কর্মচারীদের রোস্টার অনুযায়ী নিয়োগ হত। প্রতি বছরই শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক, অধ্যাপক নিয়োগের পরীক্ষা ও নিয়োগ হত। সে সময় প্রায় একজনই বিভিন্ন স্তরের জন্য শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন। বর্তমানে সে সবের বালাই নেই। যেমন অভিযোগ এসেছে যে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবে সেই নোটিশ ঢাকঢোল পিটিয়ে গণমাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। আশ্চর্যের বিষয় সেই বিজ্ঞপ্তির বয়স এক বছর হয়ে গেলেও সত্যিকারের বিজ্ঞপ্তি আজও প্রকাশিত হয়নি। সরকারের ঘরে, বিশেষ করে ডি আই অফিসে ফাইল ঠিকঠাক নড়াচড়া করে না বলেও বিস্তর অভিযোগ শিক্ষক–শিক্ষিকাদের রয়েছে।

রাজ্য সরকারের উচিত একটি বিশেষ বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে দ্রুত শিক্ষক বদলী ও নিয়োগ সংক্রান্ত অভিযোগের যথার্থতা নির্ণয় ও ব্যাখ্যাগ্রহণ আগামী ৬ মাসের মধ্যে শেষ করা। সরকার আসবে, সরকার যাবে কিন্তু জাতির মেরুদণ্ডে আঘাত লাগলে তার ফল সুদূর প্রসারি হতে বাধ্য। রাজ্যের চলমান নানা উন্নয়ণমূলক কার্যসূচির সঙ্গে নিয়োগ নীতির সামঞ্জস্য বজায় জরুরি। উৎসশ্রী প্রকল্পের যুগে গ্রাম থেকে শহরে যেমন প্রচুর বদলী করা হয়েছিল আজ তাদের বদলী করা হচ্ছে, বলা হচ্ছে প্রাথমিক আর নতুন নিয়োগের আশু প্রয়োজন নেই দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায়। প্রশ্ন ওঠে প্রথমেই কেন ভাবনা চিন্তা ছিল না বদলীর ক্ষেত্রে। কার পরামর্শে রোস্টার উপেক্ষা করে শিক্ষক–শিক্ষিকাদের পদগুলিতে অবৈজ্ঞানিকভাবে অদল বদল ঘটান হল। এক শ্রেণির মানুষের লোভের পাপের দুর্গ গড়ে উঠল সমাজের যোগ্য প্রার্থীদের হকের চাকরি ও ভবিষ্যৎ জীবনের স্বপ্নকে ধ্বংস করে দিয়ে। এখনো সময় আছে দ্রুত বিশেষ কর্মটি গঠন করে সমস্যার সমাধান করার।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'মুমুক্ষু ব্যবহার প্রকরণ'

অনেক পুণ্যবলে তুমি পরম জ্ঞান শ্রবণে উপযুক্ত হয়েছ, তুমি সদ্‌গুণে ধনী, তুমি উপযুক্ত প্রশ্ন করতে জান। বৈরাগ্যবশতঃ তোমার চিত্ত বিগলিত, তোমার বৃদ্ধি তমঃ–রজঃ এই ত্রিগুণ পরিত্যাগ করে শুদ্ধসত্বে স্থিত হয়েছে, তাই পরমজ্ঞান সম্পর্কে আমি যা বলব তার অর্থগ্রহণ তুমি নিশ্চয়ই করতে পারবে। আমিও অতি আগ্রহে তোমায় জ্ঞানোপদেশ করছি। এই দৃশ্য–জগৎ এক বিরাট আড়ম্বর। পরমপদে দৃষ্টি স্থির লে মনোবাসনা বিলুপ্ত হয়, বাসনার উচ্ছেদে নশ্বরজগতের বিলয় হয়ে সত্যজ্ঞান উপলব্ধ হয়। সংসারব্যধির অমোঘ ঔষধ হল যোগ। সাধুসঙ্গের দরুণ শাস্ত্র শ্রবণ–অধ্যয়ণ হয়, স্বপ্রচেষ্টায় শস্ত্র–অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা যায় এবং বিরাচ বোধ লাভ করা যায়, বিচারের দ্বারা জগতবন্দন পরিসৃষ্ট দুঃখের অপসারণ হয়।

ব্রহ্ম উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

বাংলার উত্থান পতনের ইতিবৃত্ত

নির্মল গোস্বামী

পাহাড় প্রমাণ সমস্যার বোঝা নিয়ে বাঙালিকে স্বাধীনতার তেতো স্বাস গলাধকরণ করতে হল। লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল বাঙালি ওপারে এপারে ছুটোছুটি করে ক্লান্ত অবসন্ন হল। অনেক রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা এল। কিন্তু সুখ, শান্তি, নিরাপত্তা এল না। অন্ন–বস্ত্র–বাসস্থান–শিক্ষা–স্বাস্থ্য সবকিছু থেকে অধিকাংশ বাঙালি বঞ্চিতই রইল। সদ্য স্বাধীন শিশু রাষ্ট্র বাংলার উদ্বাস্তু সমস্যার প্রতি অবহেলা করল। জমিদার, জোতদার, কালোবাজারি, মুনাফাখোর সকলেই রইল বহাল তবিয়তে। শুধু আম বাঙালি ভালো থাকল না। স্বাধীনতার দুই বছর পর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বাংলার বুকে আর এক মন্বন্তর নেমে এল। গ্রাম ছেড়ে হাজার হাজার মানুষ শহরের রাস্তা রাস্তায় একমুঠো ভাতের আশায় একটু ফ্যানের আশায় ঘুরে বেড়াতে লাগল।

সমস্যাদীর্ণ আশাহত বাঙালিকে অন্য খাতে ভাবতে শেখাল বামপন্থী নেতারা। এ আজাদী ঝুটা হ্যায়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যখন বুর্জোয়া–পুঁজিবাদ ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়েছে তখন আমাদের দেশে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র গড়ে উঠছে। একদিন ফ্রান্সের মাটিতে শান্তি, সাম্য, মৈত্রীর যে বাণী বুকে বহে পুঁজিবাদের জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল আজ তার প্রগতিশীল চরিত্র বদলে প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রের প্রকাশ পাচ্ছে সর্বত্র। পুঁজিবাদ আজ মানুষের সর্বাঙ্গিন সমস্যার সমাধানে অপারপ হয়ে পড়েছে। তাই রাশিয়া সহ পূর্ব ইউরোপের কিছু দেশে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে। আমাদের পড়শি দেশে চিন পুঁজিবাদকে উৎখাত করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে। ফলে খুব স্বাভাবিক কারণেই বাঙালি আবার একটা নতুন ভোরের স্বপ্ন দেখতে লাগল এবং দিনবদলের জন্য জীবনপণ করে আন্দোলন গড়ে তুলতে লাগল। গ্রামেগঞ্জে কৃষক ক্ষেত মজুর তেভাগার জন্য লড়াই করল। মিলে, কলকারখানায়, খনিতে, চা–বাগানে শ্রমিক ইউনিয়ন গড়ে উঠল। মালিকের বিরুদ্ধে তারা লড়াইয়ে জোটবদ্ধ হল। বলা ভালো নেতারা জোটবদ্ধ করল।

নেহরু প্রথম ভারত ভাগ মানতে চান নি। মাউন্টব্যাটন নেহরুকে নিয়ে ব্যাঙ্ককে গেলেন। সেখানে এক হোটেলের ঘরে মাউন্টব্যাটন নেহরুকে বললেন যে, প্লেন দুর্ঘটনায় সুভাষ বোস মারা গেছেন এরকম প্রমাণ ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের কাছে নেই। যদি বোস ফিরে আসে এবং বাংলা ভাগ না হয় তাহলে কে ভারতের প্রধানমন্ত্রী সাপ্লাই করবে, বাংলা না ইউপি? এই মিটিংয়ের পরই নেহেরু ভারত ভাগে রাজি হয়ে যান। ইংরেজরা বাঙালিকে হাড়ে হাড়ে বুঝে ছিল। নেহরুর মনেও সেই বাঙালি ভীতির চিত্রটা গেঁথে দিয়ে গেল মাউন্ট ব্যাটন। সেইজন্য স্বাধীন ভারতে অন্যান্য রাজ্যে যতটুকু উন্নয়ন হয়েছে বাংলায় তা হয়নি। উল্টে মাসুল সমীকরণ নীতির জন্য পশ্চিমবঙ্গ থেকে একের পর এক ছোটো বড়ো কলকারখানা অন্যত্র সরে গিয়েছে। ফলে বেকারত্ব বেড়েছে। জনমনে অসন্তোষ বেড়েছে, সমাজে অস্থিরতা বেড়েছে।

অনাহার থেকে মুক্তি, অশিক্ষা থেকে মুক্তি, বেকারী থেকে মুক্তির ডাক দিয়ে বাংলার মাঠে ঘাটে পথে প্রান্তরে বামপন্থী তথা কমিউনিস্টরা আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুলল। বাঙালির আবার এক স্বপ্ন দেখা শুরু হল। গণমুক্তির ডাকে উদ্বেলিত বাঙালি সমাজ। 'এডুকেশান ক্যান ওয়েট বাট স্বরাজ ক্যান্ট ওয়েট'। স্বাধীনতার পূর্বে বাংলার যুব সমাজকে ডাক দিয়েছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। আর স্বাধীনতার পর অনেকটা সেই ঢঙে বাম নেতারা ছাত্র যুব সমাজকে আন্দোলনে শামিল হবার আহ্বান জানালো। বাংলার ক্রিম অব সোসাইটি ছাত্র যুবরা শ্রেণী সংগ্রামের নামে সমাজের শ্রেণী শত্রু খতম করতে শুরু করল। নকশালবাড়ি থেকে কলকাতার রাজপথ আবার রক্তে লাল হল। স্বাধীন দেশের সরকার স্বাধীন নাগরিকদের সঙ্গে বর্বরোচিত পুলিশি আক্রমণ করল। কতগুলি তাজা প্রাণ আর এক স্বাধীনতার

পর্ব – ৩

জন্য বলি হল। কিন্তু সমাজ পরিবর্তন হল না। মত ও পথের দ্বন্দ্বে বামপন্থা বিভাজিত হল। দেশের সরকার আরো কঠোর হল।

২০–২৫ বছরের মধ্যে ভারত জুড়ে আন্দোলন শুরু হল কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে। সারাদেশের সঙ্গে বাঙালিও শোষণ শাসনে বিদ্ধ হল। দেশে জরুরি অবস্থা জারি হল। বাংলার মানুষ তলেতলে মুক্তির অগ্রদূত হিসাবে বামপন্থীদের সমর্থন জোগাতে এগিয়ে এল। নির্বাচনে তার ফল ফলল। বাংলায় বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জ্যোতিবাবুর নেতৃত্বে বাম সরকার গঠিত হল। বাঙালি যেন মুক্তির স্বাদ পেল। বাঙালি ভাবল এবার বোধহয় নতুন সূর্যের ভোর এল। গণ–সঙ্গীতে, গল্পে–সাহিত্যে–নাটকে এই নতুন ভোরের কথাই বারবার অনুরণিত হয়েছে। দেড় দশক বাঙালি কিছুটা সুস্থির সমাজ পেল।ক্ষেত মজুররা সম্মান পেল,শ্রমিকরা অধিকার পেল। বর্গাদাররা জমির মালিক হল। গ্রাম স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার পেল। নিরক্ষর খেটে খাওয়া মানুষেরা পঞ্চায়েতে সদস্য হল। জোতদার, জমিদার মিল মালিকদের অত্যাচার বন্ধ হল। সেইসঙ্গে চাষি মজুরের ছেলেদের ইংরাজি শিখে কাজ নেই বলে বামেরা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ইংরাজী তুলে দিল সরকারি স্কুল থেকে। ফলে শহর ছাড়িয়ে গ্রামগঞ্জে বে–সরকারি ইংরাজি মাধ্যম স্কুল গড়ে উঠল। শ্রেণীহীন সমাজ গঠনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বামেরা বামেরা বাংলায় নতুন করে শ্রেণীসৃষ্টি করল। ইংরেজী জানা এবং ইংরেজী না জানা। পশ্চিমবঙ্গে কম্পিউটার ঢুকতে দেবো না– এই সরকারি ফতোয়ার ফলে লক্ষ লক্ষ যুবক যুবতী চাকরির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হল।

যুক্তরাষ্ট্রের একটি রাজ্যে যদি কমিউনিস্টরা ক্ষমতা পায় তাহলে কীভাবে চলতে হবে– এই বিষটে মার্ক্স, লেনিন, স্ট্যালিন, মাওসেতুর স্পষ্ট করে কিছু বলে যান নি। তাই সিপিএম দিশাহারা হল। ক্ষমতা কি করে ধরে রাখতে হয় তার গবেষণাগারে পরিণত হল বামদলগুলি। শ্রেণী সংগ্রাম–জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সব ভেসে গেল। ক্ষমতা ধরে রাখতে গিয়ে সারা বাংলায় পার্টিতন্ত্র চালু করল। প্রশাসনকে দলদাসে পরিণত করল। ভোটে জেতার জন্য নিত্যনতুন উদ্ভাবনী কৌশল অবলম্বন করল। ভয়, ভীতি, খুন–গ্রামেগঞ্জে এক ঘরে করে দিতে লাগল বিরোধী স্বরকে। আইন পার্টির কথা মেনে চলবে, প্রশাসন পার্টির কথায় চলবে। কে কোথায় চাকরি পাবে তাও বকলমে পার্টি ঠিক করে দেবে। বদ্ধ জলে যেমন কীটের জন্ম হয়, তেমনিভাবে দীর্ঘ ৩৪ বছর ক্ষমতায় থাকার সুবাদে নেতারা দুর্নীতির পাঁকে ডুবতে থাকল। মানুষকে অবজ্ঞা করতে লাগল। নন্দীগ্রাম–সিঙ্গুরে চাষিদের উপর পুলিশি অত্যাচারে মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। বাংলার মানুষ এদের শাসন থেকে মুক্তি পেতে চাইল। আলিমুদ্দিন থেকে লোকাল কমিটির ফাঁসে মানুষ হাস ফাঁস করতে থাকল। বাংলার মানুষ আবার একবার ঠকল বামপন্থীদের বিশ্বাস করে।

৩৪ বছর সময় পেয়েও এরা দৃষ্টান্তমূলক ভালো কিছু করেনি। উপরন্ত শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যে বেসরকারি পুঁজি বিনিয়োগের পথ প্রশস্ত করেছে। এরা ইচ্ছা করলে পক্ষপাতমুক্ত একটা স্বচ্ছ প্রশাসন বাংলার মানুষকে উপহার দিতে পারত। এরা ইচ্ছা করলে বাংলায় রক্তপাত হীন ভোট করার পথ করে দিয়ে যেতে পারত। সমগ্র বাংলা সমাজকে আমরা–ওরা'র বিষে জারিত না করতে পারত। শুধু বাঙালি ঠকেছে তা নয়, এদের হাতে পড়ে মার্ক্সবাদ কলুষিত হয়েছে। –লাল চোখের ভয়কে উপেক্ষা করে বাংলার মানুষ মমতাকে আঁকড়ে ধরল। **(চলবে...)**

দেশ দেশান্তরে

অশান্তিস্তান

প্রণব গুহ

পাকিস্তানে গ্রেফতার হয়েছেন একসময়ে সে দেশের ক্রিকেটের হার্টথ্রব পরে প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসে প্রাক্তন হয়ে যাওয়া ইমরান খান। কোর্টে থেকে যেভাবে তাঁকে ধরা হয়েছে স্বভাবতই তাতে ক্ষোভ বেড়েছে। প্রতিবাদে ও সেনা প্রতিরোধে জ্বলছে পাকিস্তান। যোগাযোগ, ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। যদিও এই চিত্র দেখে বিশ্বের মানুষ মোটেই হতবাক নয়। কারণ পাকিস্তানে এমন ঘটনা এই প্রথম নয়, বারবার ঘটেছে এই ধরণের অস্থিরতা। যদিও শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশে ইমরান মুক্ত হওয়ায় পরিস্থিতি কিছুটা আয়ত্বে। তবে যেকোনো সময় অশান্তির আশঙ্কা করছে প্রশাসন।

তবে ভারতে যে এর প্রভাব পড়বে না তা বলা যায় না। জঙ্গী হামলা থেকে সংখ্যালঘু বিতাড়ন সবই ঘটতে পারে এই সুযোগে। তাই ভারত সরকারকে পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখতে হচ্ছে, সতর্কও থাকতে হচ্ছে।

কিন্তু প্রশ্নটা অন্য। বিভিন্ন সময়ে ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া খন্ডগুলি কি এভাবেই জঙ্গিদের হাতে চলে যাবে! যে ভূমিতে বারবার সর্বশক্তিমান অশুভ নিধনে আবির্ভূত হয়েছেন সেই ভূমিতে এত অনাচার কেন। ভারতীয় বেদ, পুরান, রামায়ণ, মহাভারত বলছে আফগানিস্তান, নেপাল, ভুটান থেকে ব্রহ্মদেশ সবই ছিল ভারত ভুখন্ডের অন্তর্গত। প্রায় সবকটি আজ সন্ত্রাসবাদী জঙ্গিদের দখলে। যেসব ভূমিতে একসময় রাজত্ব

করেছেন ভারতের সফল রাজারা সেখানে চলছে লাগামহীন ব্যাভিচার। আফগানিস্তানের পর পাকিস্তানও সম্ভবত পাকাপাকিভাবে চলে যাবে জঙ্গিদের হাতে। বাংলাদেশেও ফোঁস ফোঁস করছে সন্ত্রাসবাদীদের ফণা। যেকোনো দিন ছড়িয়ে যেতে পারে বিষ। মায়ানমার সমস্যায় রোহিঙ্গাদের নিয়ে। বড় মাছেদের গিলে ফেললে নেপাল ভুটানের মতো চুনোপুটিকে খেতে আর কতক্ষণ। কিন্তু এইজন্যই কি ভারতবর্ষ থেকে বেরিয়ে যাওয়া। নিজেদের আলাদা করে তো নিজেদের ভালো থাকার কথা। কিন্তু তা হচ্ছে না তার কারণ হল সনাতনী সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে যাওয়া। জিন্না সাহেব কত স্বপ্ন নিয়ে দ্বিজাতি তত্বে নিজেদের ভূমি ভাগ করে নিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন ভারত থেকে বেরিয়ে গিয়ে ভালো থাকবেন। কিন্তু প্রথম থেকেই মানবতার পতন ঘটল সেখানে। একতরফা চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা শুরু হল। ভারত বিরোধিতাই হল একমাত্র লক্ষ্য। নিজেদের বঙ্গ সংস্কৃতি নিয়ে বেরিয়ে গেল বাংলাদেশ। দেশটা ক্রমে ক্রমে হয়ে উঠল জঙ্গিদের আস্তানা। লক্ষ্য হয়ে উঠল ভারতভূমে হামলা। ইসলামীকরণের ধর্মান্ধতায় জঙ্গীদের মদত দিতে থাকল পাকিস্তানী গোয়েন্দা সংস্থা। বারবার সামরিক শাসনের কবলে গণতন্ত্রের নির্যাসটাই হারিয়ে গেল পাকিস্তান থেকে। পাকিস্তানবাসীরা বঞ্চিত হল খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের মতো মৌলিক অধিকার থেকে। ভারত বিরোধী জঙ্গিরাই এখানে শেষ কথা বলবে। ইমরানের আচরণে ক্ষোভ জমতে লাগল আইএসআই কর্তাদের। ইমরানের উপর সর্বশেষ রাগ এসে প।ল কাশ্মীর থেকে ৩৭০ বিলোপের পরেও পাকিস্তান সরকার কিছু করতে না পারায়। সরতে হল ইমরানকে। ক্ষমতা থেকে সরেও ইমরান ভারতের স্বাধীন বিদেশ নীতির প্রশংসা করতে লাগলেন। তাই এবার চলছে এই গদ্দারকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার খেলা।

বিপর্যয় থেকে তৃণমূল কংগ্রেসকে বাঁচাতে 'সেনাপতি' অভিষেকেই ভরসা নেই আদিদের

দেবাশিস রায়

রাজনীতির পটে / ১

একের পর এক কেলেঙ্কারি, দুর্নীতিতে জর্জরিত তৃণমূল কংগ্রেসকে ঘোরতর বিপর্যয়ের কবল থেকে বাঁচাতে 'সেনাপতি' অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যব্যাপী যে 'রাজকীয়' রাজনৈতিক কর্মসূচি শুরু করেছেন তাতেই ভরসা নেই দলের আদি নেতৃত্বের একাংশের। দলের তৃণমূল স্তর অর্থাৎ নিচুতলার এইসকল নেতা–কর্মী তাই অভিষেকের মস্তিষ্কপ্রসূত 'তৃণমূলে নবজোয়ার' কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছেন। যেমনভাবে দূরে সরে থেকেছেন উত্তরবঙ্গের ইসলামপুরের দাপুটে তৃণমূল কংগ্রেস নেতা তথা দীর্ঘদিনের বিধায়ক আবদুল করিম চৌধুরি সহ তাঁর অনুগামীরা। রাজ্যজুড়ে এই সরে থাকাদের তালিকায় আরও অনেকেই আছেন। তাঁদের আত্মোপলব্ধি হল, বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেসের ড্যামেজ কন্ট্রোলের নামে দলীয় সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যেসব কর্মসূচি নিয়ে রাজ্য চষে বেড়াচ্ছেন তাতে দলের করেকম্মে খাওয়া নেতাদেরই ফের বুকের ছাতি চওড়া হচ্ছে। একইসঙ্গে কর্মসূচির আগেপরে দলীয় কর্মীদের মধ্যে ঘোরতর বিশৃঙ্খলাও রুটিনমাফিক ঘটনা। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন বিতর্কিত ও ন্যক্কারজনক ঘটনায় অভিযুক্ত তৃণমূলী নেতা–কর্মীদের শুদ্ধিকরণের নামে নেওয়া দলীয় সিদ্ধান্তগুলির প্রতি মানুষের কোনও আস্থা না থাকায় দলের একনিষ্ঠ কর্মীদের পদে পদে মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে। ফলে দলের সঙ্গে তাঁদের বিস্তর দূরত্ব তৈরি হয়েছে। অভিষেকের এই নয়া কর্মসূচির মাধ্যমে তৃণমূল কংগ্রেস নিচুতলায় আরও শক্তিশালী হবে বলে যতই ঢাকঢোল পেটানো হোক না কেন বাস্তবে এর কার্যকরী ভূমিকা অতি নগন্য।তাঁদের অভিযোগ, দলের একশ্রেণীর নেতা–কর্মীরা নিজের নিজের আখের গুছিয়ে নেওয়ার জন্যই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে মাথায় তুলে নাচানাচি শুরু করেছেন।তাঁদের কাছে তৃণমূল কংগ্রেস দলের তুলনায় ব্যক্তি অভিষেকই বড়ো হয়ে উঠছে। অভিষেক বন্দনার ধাক্কায় দিকে দিকে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে দলীয় সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে জয়ধ্বনিটাও কার্যত কোণঠাসা।অথচ এই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৃষ্ঠপোষকতার কারণেই অসংখ্য দুর্নীতিগ্রস্ত, লম্পট, দুঃশ্চরিত্র, ধান্দাবাজ নেতা–কর্মী তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকাতলে এখনও আশ্রিত। এনারাই নাকি এখন তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান সম্পদ। এদিকে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তৃণমূলে নবজোয়ার' কর্মসূচিতে তথাকথিত 'দলের সম্পদরা' যত মাথাচাড়া দিয়ে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ততই বিরক্ত হয়ে মানুষজন দলে দলে বিরোধীদের দিকে ঝুঁকছে। ঠিক এভাবেই 'শূন্য' পাওয়া সিপিএম তথা বামেরা বাংলার রাজনীতিতে ফের প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। চারিদিকে যখন শুধুই 'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে আকাশবাতাস মুখরিত ঠিক তখনই জায়গায় জায়গায় দলে দলে মানুষজন ঘাসফুলের পতাকা ছেড়ে রক্তপতাকা হাতে তুলে নিয়ে সিপিএমকে শক্তিশালী করার শপথ নিচ্ছেন। রাজ্যজুড়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে 'তৃণমূলে নবজোয়ার' কর্মসূচির আগেভাগে কিংবা পরপরই দলত্যাগের হিড়িক অব্যাহত। তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে কোথাও সিপিএম, কোথাও কংগ্রেস কিংবা কোথাও বিজেপির পতাকা হাতে তুলে নিচ্ছেন অসংখ্য মানুষ। পাহাড় থেকে সাগর সর্বত্রই একই ট্র্যাডিশন চলছে। অর্থাৎ ধারাবাহিকভাবে দলবদলের এইসকল ঘটনা তৃণমূল কংগ্রেসের নিষ্ঠাবান নেতা–কর্মীদের আত্মোপলব্ধি, অভিযোগকেই কার্যত মান্যতা দিচ্ছে। নানাবিধ দুর্নীতি, কেলেঙ্কারি সহ স্বজনপোষণের পাশাপাশি দলেরই একশ্রেণীর নেতা–কর্মীদের দিনের পর দিন ঔদ্ধত্যপূর্ণ–নির্লজ্জ আচরণে ক্ষুব্ধ ও বীতশ্রদ্ধ সাধারণ মানুষজন। এইসকল সাধারণ মানুষজন দীর্ঘসময় ধরে তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে ইস্যুভিত্তিক সমর্থনের হাত বাড়িয়ে দিলেও বর্তমানে তাঁদের একটা বিরাট অংশই মমতা–অভিষেকের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে শুরু করেছেন। দলের নিচুতলার নিষ্ঠাবান আদি তৃণমূলীদের অনেকেই একরাশ হতাশার সুরে জানিয়েছেন, তৃণমূল কংগ্রেসকে সামনে রেখে প্রতিনিয়ত যাঁরা সীমাহীন অপকর্মে হাত পাকাচ্ছে তাঁদের জন্যই তাঁরা দলে কোণঠাসা হয়ে পড়েন। বিরোধীদের দাবি, বর্তমানে দলটার আগাপাশতলায় নেতা–কর্মীরা যেভাবে দুর্নীতিতে জড়িয়ে রয়েছেন তাতে আর যাই হোকে তৃণমূল কংগ্রেসের স্বচ্ছতার বড়াই করাটা বড্ড বেমানান। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও জানেন তৃণমূলের কংগ্রেসের শেষের শুরু।তাই দলের ড্যামেজ কন্ট্রোলের জন্যই 'তৃণমূলে নবজোয়ার' কর্মসূচি।

রবি ঠাকুরকে রাজনীতিতে জড়ানো পাপ

শক্তি ধর

তীব্র দাবদহ, দুর্নীতি ও অপরাধে যখন বাংলার প্রকৃতি ও সম্মান প্রতিদিন দগ্ধ হচ্ছে তখন কয়েক ঘণ্টার স্বস্তি নিয়ে এসেছিলেন বাঙালির শেষ আশ্রয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ১৬৩ তম জন্মদিনকে সঙ্গে নিয়ে। সেদিন বাঙালি যেমন চারিদিকে রবি ঠাকুরকে নিয়ে মেতেছিল তেমনই দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জোড়াসাঁকোয় ঠাকুরবাড়িতে এসে স্বাদ নিয়ে গেলেন এক শ্রেষ্ঠ বাঙালি সন্তানের জীবনের। কিন্তু তা নিয়েও রাজনীতি!

এ কি করলেন বাংলার রাজনীতিবিদরা। শাসক দলের নেতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রীর এ কি কটাক্ষ! একই মূর্তিতে দুতরফের মালা পড়ানোর মানেটা কি! রবীন্দ্রনাথ কি শুধু বাঙালির নাকি। মুখে বিশ্বকবি বলবো আর অবাঙালি কেউ তাঁকে সম্মান জানালে কটাক্ষ করব, এটাই কি বাঙালির পরিচয়। বরং এতো আমাদের গর্বের কথা। তবে অমিত শাহকে সাধুবাদ, তিনি রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করতে গিয়ে একটিও রাজনীতির কথা না বলে প্রকৃত রাজধর্ম পালন করেছেন। বুঝিয়ে দিয়েছেন স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও কেন সব থেকে আত্মত্যাগ করা বাঙালি দেশ পরিচালনার আসনে বসতে পারে নি। আর সাধারণ বাঙালি বুঝতে এর থেকে বুঝতে পেরেছে এই হিংসা ও কটাক্ষের রাজনীতিই অচিরে শেষ করবে বাঙালিকে। রবীন্দ্রনাথ আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন ভারত স্বাধীন হওয়ার মাত্র ৬ বছর আগে। অর্থাৎ ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন ও রাজনীতির মধ্যে জীবনের অনেকটা পথ পেরোতে হয়েছে তাঁকে। সেই রাজনীতির পৃষ্ঠেপোষকতা করেছেন অনেকবার। কংগ্রেসের মঞ্চে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। এমনকী কংগ্রেসের মধ্যে দুই মতবাদের বিবাদ মেটাতেও নামতে হয়েছে তাঁকে, কিন্তু নিজেকে কোনোদিন রাজনীতির কুশিলব করে তোলেন নি। রাজনীতির রঙে রাঙিয়ে নেন নি নিজেকে। আর আমরা রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিকতাকে ভুলে গিয়ে নির্বিবাদে অশিক্ষিতের মতো তাঁকে রাজনীতির রঙে চুবিয়ে ফেলি। এমনকি তার প্রতিবাদও কেউ করি না। এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত একদিন অবশ্যই করতে হবে বাঙালিকে। বাংলায় আর এক প্রগতিশীল রাজনীতিক আছেন যারা আবার এসবের ধারই ধারেন না। রবীন্দ্রস্মরণ তো দূরে থাক তাদের কাছে রবীন্দ্রনাথ বুর্জোয়া। তাঁদের মতে রবীন্দ্র চর্চায় নাকি খেটে খাওয়া মানুষের কোনো উপকার হবে না। কিন্তু এরাই আবার তাদের শাষণকালে বাঙালির ভোট পাবে বলে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে ছুটি দিয়েছে, অনুষ্ঠানের মঞ্চ সাজিয়েছে। হায়! এই দ্বিচারিতা নিয়ে নাকি এরা সমাজ পরিবর্তন করবে। এর চেয়ে হতাশার কিছু আছে নাকি। ত্যি কথা বলতে কি রবীন্দ্রনাথ আজ আর শুধু বাঙালি নন, তিনি বিশ্ব নাগরিক। বরং আমরা তাঁকে নিয়ে যা চর্চা করি তার থেকে অনেক বেশি চর্চা করেন অন্য দেশের রবীন্দ্র অনুরাগীরা। অতএব রবীন্দ্র জ্ঞান এ নিয়ে বাঙালির আদিখ্যেতা করার কিছু নেই।

রাজনীতির পটে / ২

সুফলা বঙ্গের কৃষি কথা

জৈব চাষে জোর দিতে আলোচনা সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুন্দরবন কৃষি ভিত্তিক এলাকা। বহু কৃষক কৃষি কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। বর্তমানে কৃষিতে রাসায়নিকের ব্যবহার অত্যাধিক হারে বেড়ে গেছে। তাই রাসায়নিকের ব্যবহার কমিয়ে জৈব চাষের উপর জোর দিচ্ছে সরকার। পাশাপাশি কৃষকদের জৈব চাষে এগিয়ে আসার জন্য সচেতনতা মূলক অনুষ্ঠান করে চলেছে বেশ কিছু সংস্থা। সুন্দরবনের শতাধিক কৃষকদের নিয়ে গত রবিবার জয়নগরে। এদিন সুস্থায়ী কৃষি পরিবারের উদ্যোগে জয়নগর শিবনাথ শাস্ত্রী সদনে উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরন ও বিপণনের সুযোগ এবং প্রতিবন্ধকতা বিষয়ক এক আলোচনা সভা হয়ে গেল। এদিনের এই সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন কৃষি মন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসু, সাংসদ দোলা সেন, পরিবেশবিদ অমলেন্দু মিশ্র, সমাজসেবী অরুপ রক্ষিত, উদয়ভানু রায়,নেচার এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ওয়াইল্ড লাইফ সোসাইটির অজন্তা দে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃকৃষ্ণেন্দু আচার্য সহ আরো অনেকে। এদিনের এই সভায় সুন্দরবনের বিভিন্ন ব্লক এলাকা থেকে শতাধিক কৃষক উপস্থিত ছিলেন। এদিন এই বিষয়ে রাজ্যের প্রাক্তন কৃষি মন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসু বলেন,কৃষকদের উচিত জৈব চাষের দিকে নজর দেওয়া। জৈব চাষে ফলন বাড়ে, শরীর খারাপ হয় না। তাই জমিকে ঠিক রাখতে জৈব চাষের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। পাশাপাশি এই চাষের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত কিভাবে করা যায় সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। এদিনের এই আলোচনা সভায় উপস্থিত কৃষকেরা তাদের চাষের কাজে সমস্যার কথা তুলে ধরেন।

ধানের উন্নত জাত! বাড়াবে আপনার আয়

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতের প্রায় সবকটি রাজ্যেই প্রধান খাদ্যের মধ্যে অন্যতম হল ভাত। সব রাজ্যেই চাষ হয় ধানের। আর বাঙালি মানেই মাছে ভাতে। বাংলায় বিপুল অংশ জুড়ে ধানের চাষ হয়। চলতি জাতের পাশাপাশি কিছু উন্নত জাতের ধান আছে। যেগুলি চাষ করলে ফলন, উৎপাদন এবং আয় বাড়বে।

পুসা বাসমতি ১১২১: এটি ধানের একটি উন্নত জাত যা উত্তর ভারতের বেশিরভাগ অংশে জন্মে। এই ধানে অনেক লম্বা দানা থাকে যা সুগন্ধযুক্ত।

পুসা বাসমতি ১৫০৯: এটি উত্তর ভারতে চাষ করা ধানের দ্বিতীয় উন্নত জাত। আইআর ৬৪: এটি ধান চাষের জন্য আরেকটি উন্নত জাত যা উত্তর ভারতের পাশাপাশি দক্ষিণ এশিয়ায় জন্মে। এর দানা বড় আকারের যা উচ্চ ফলন দেয়। এই ধান আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট দ্বারা উদ্ভাবিত, আইআর ৬৪ একটি উচ্চ-ফলনশীল জাত যা বন্যা, খরা এবং কীটপতঙ্গ সহ্য করতে পারে। এটি প্রায় ১৩০ দিনে পরিপক্ক হয় এবং অন্ধ্র প্রদেশ, তামিলনাড়ু এবং কর্ণাটক সহ বিভিন্ন রাজ্যে ব্যাপকভাবে জন্মায়।

স্বর্ণ: স্বর্ণ একটি জনপ্রিয় জাত যার পরিপক্কতা সময় প্রায় ১২০ দিন। এটি উচ্চ ফলন এবং রোগ এবং কীটপতঙ্গ প্রতিরোধের জন্য পরিচিত, যা উত্তর প্রদেশ, বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যগুলিতে এটিকে একটি প্রিয় জাত করে তোলে। সাম্বা মাসুরি: অন্ধ্র প্রদেশে উদ্ভাবিত, সাম্বা মাসুরি একটি উচ্চ ফলনশীল জাত যা খরা এবং লবণাক্ততা সহনশীল। এটি প্রায় ১৩৫ দিনে পরিপক্ক হয় এবং তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা এবং কর্ণাটক সহ অনেক রাজ্যে চাষ করা হয়। সাম্বা মাসুরি উত্তর ভারত ছাড়াও এটি দক্ষিণ ভারতেও জন্মে। এর দানাগুলি সুগন্ধযুক্ত এবং খুব হালকা এবং ফোলা।

বাণিজ্যিক চাষে দিশা দেখাচ্ছে ফলসা!

জেনে নিন উন্নত চাষের পদ্ধতি

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্বাদে দারুন আর পুষ্টিগুণে ভরা একটি ফল হল ফলসা। এতে রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ক্যালসিয়াম, আয়রন, ফসফরাস, সাইট্রিক অ্যাসিড, অ্যামিনো অ্যাসিড এবং ভিটামিন এ। এই গরমে এর সরবত পান করলে হিটস্ট্রোকের ঝুঁকি কমে। যদি আমরা এই ফল চাষের দিকে নজর দিই তাহলে কৃষি বিশেষজ্ঞদের মতে, স্বাস্থ্যের পাশাপাশি আয়ের দিক থেকে কৃষকরা বাণিজ্যিকভাবে চাষ করে ভালো লাভ পেতে পারেন। বাজারে এই ফলের দাম আকাশছোঁয়া।

উপযোগী জলবায়ু– অধিক গরম ও শুষ্ক সমভূমির জলবায়ু এবং অধিক বৃষ্টিতে আর্দ্র অঞ্চলে এই গাছপালা ভাল জন্মে। সর্বনিম্ন ৩ ডিগ্রি এবং সর্বোচ্চ ৪৫ ডিগ্রি তাপমাত্রায় ফলসা ফল জন্মে। পাকানোর জন্য পর্যাপ্ত সূর্যালোক এবং উষ্ণ তাপমাত্রা প্রয়োজন।

মাটি নির্বাচন– যে কোনো ধরনের মাটিতে ফলসা চাষ করা যায় তবে ভালো বৃদ্ধি এবং ফলন পাওয়ার জন্য দো-আঁশ মাটি সবচেয়ে ভালো।

ফলসা রোপণ – বর্ষা মৌসুমে জুন থেকে জুলাই মাসে চারা রোপণ করা যায়। ক্ষেতে প্রস্তুত সারিগুলিতে চারা রোপণ করতে হবে, ৩×২ মিটার বা ৩×১.৫ মিটার দূরত্বে। রোপণের এক বা দুই মাস আগে, গ্রীষ্মকালে অর্থাৎ মে থেকে জুন মাসে ৬০×৬০× ৬০ সেমি আকারের গর্ত খনন করতে হবে এবং মাটির সাথে ভালভাবে পচা গোবর সার মিশিয়ে গর্তগুলি পূরণ করতে হবে।

সেচ– গ্রীষ্মকালে শুধুমাত্র এক থেকে দুটি সেচের প্রয়োজন হয় যেখানে ডিসেম্বর এবং জানুয়ারির পর ১৫ দিনের ব্যবধানে সেচ দিতে হবে। ফুল ও ফল ধরার সময় একটি করে সেচ দিতে হবে যাতে ফলের মান ও বিকাশ ভালো হয়।

ফসল কাটা এবং ছাঁটাই– জানুয়ারির মাঝামাঝি মাসে মাটির পৃষ্ঠ থেকে ১৫থেকে ২০ সেন্টিমিটার উচ্চতা থেকে গাছগুলি ছাঁটাই করতে হবে। ছাঁটাই এর পর ফুল এবং ফল আসে। ৯০ থেকে ১০০ দিনের মাথায় ফল পাকতে শুরু হয়।

‘প্রভাতে রবি প্রণাম’

রঞ্জনা মণ্ডল মুখার্জি : যথাযথ মর্যাদা সহকারে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬২তম জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠিত হল বজবজে, আয়োজক ছিল বজবজ মহেশতলা নেচার স্টাডি সেন্টার শাখা সংগঠন পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ (বজবজ-মহেশতলা-পূজালি কেন্দ্র) ও পশ্চিমবঙ্গ পর্বত আরোহ সংগঠন।

এই প্রভাতী অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৃষ্টি সম্ভারের মধ্যে দিয়ে নানা বিচিত্রানুষ্ঠানের ডালি নিয়ে বিশ্বকবিকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানো হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট শিক্ষক সাহিত্যিক শুভময় রায়। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বজবজের বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাক্তার বিজন দাস। এছাড়াও অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অভিজিৎ ভৌমিক, অমরনাথ ভট্টাচার্য, কৃষ্ণেন্দু দেব, রঞ্জন মণ্ডল, অলোক শী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, মধুমিতা মুখার্জির তত্ত্বাবধানে রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুষ্ঠান ও সৃজনী নৃত্যালয়ের নৃত্যানুষ্ঠান এক অন্য মাত্রা দান করে। বজবজ মহেশতলা নেচারস্টাডি সেন্টারের সম্পাদক জয়দেব দাস বলেন, এই সংগঠন বিগত কুড়ি বছর ধরে বজবজের বুকে প্রভাতী রবি প্রণাম অনুষ্ঠান করে আসছে।

রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী পালনের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে বলেন, বর্তমান প্রজন্মকে রবীন্দ্র সাহিত্য কবিতা সঙ্গীতের সঙ্গে আত্মস্থ করতে হবে। তবেই আমার দেশ, আমার রাজ্য, আমার জেলা, আমার গৌরবময় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে জানতে পারবে। এটাই আমাদের সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য।

অটো চালকদের দাদাগিরির শিকার সিভিক ও পুলিশ অফিসার

নিজস্ব প্রতিনিধি : সমগ্র রাজ্য জুড়ে অটো ও টোটো চলকদের দৌরাত্ম্য দিনকে দিন বেড়েই চলেছে। এই মর্মে বহুবার সংবাদ প্রকাশিত হলেও শাসকদল তথা জেলা প্রশাসনের টনক নড়েনি। ফলে অটো চালকদের বাড়বাড়ন্তে নাজেহাল যেমন সাধারণ যাত্রীরা, তেমনই পুলিশ প্রশাসনও রীতিমতো অসহায়। বৃহস্পতিবার উত্তর চব্বিশ পরগণার শ্যামনগর স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় অটো চালকদের দৌরাত্ম্যের ভয়ঙ্কর নজির যেন প্রমাণ করল নৈরাজ্যের বার্তা।

ঘটনাসূত্রে জানা যায়, এদিন শ্যামনগর স্টেশনের কাছে অটো রুট পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষ অটো চালকদের মধ্যে বিবাদ বাধে। সেই বিবাদ পরে হাতাহাতিতে পরিণত হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে শ্যামনগর পোস্ট অফিস মোড়ে কর্মরত সিভিক ভলান্টিয়াররা বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করেন। পাশাপাশি খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায় জগদ্দল থানার পুলিশ। এরপর তিরিশ থেকে চল্লিশ জন অটোচালক মিলে সিভিক ভলান্টিয়ারদের উপর হামলা করেন। ঘটনায় অটো চালকদের হাতে আক্রান্ত হয়েছেন পাঁচজন সিভিক সহ এক পুলিশকর্মী। এরপর জগদ্দল থানার আইসির নেতৃত্বে ঘটনাস্থলে আসে একদল পুলিশ বাহিনী। সেখান থেকে পাঁচজন অটোচালককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। জানা গিয়েছে, পলাতক আরও বেশ কয়েকজন অটো চালক।

এ বিষয়ে স্থানীয় অটো ইউনিয়নের জনৈক নেতৃত্ব বলেন, ‘চব্বিশ নম্বর রেল গেট বড় করে বোর্ড লাগানো আছে যে, কোনও অটো বা টোটো সোজা রাস্তা হয়ে চৌরঙ্গী পর্যন্ত যাবে না। কিন্তু প্রতিদিন দেখা যায় বেশ কিছু অটো ও টোটো সিভিক পুলিশদের সঙ্গে সেটিং করে অবৈধভাবে যায়। এই ঘটনাকে ঘিরেই এই গণ্ডগোল।’ এ প্রসঙ্গে এক সিভিক ভলান্টিয়ার জানান, ‘অটোচালকরা গিয়ে কর্মরত সিভিক ভলান্টিয়ারদের ধমকাতে থাকে। আমরা গিয়ে তাদের সাথে কথা বলতে শুরু করি। এমন সময় হঠাৎই পিছন থেকে কয়েকজন অটো চালক এসে আমাদের মারধর করে। আমরা সব সময় এই প্রচণ্ড গরম ও রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে ডিউটি করি। একটা অটোর মধ্যে সাত আটজন অটোওয়ালা মিলে আমাদের ছেলেদের ধমকাচ্ছে। আচমকা আমাদের এক সিভিককে মারে। এরপর কুড়ি-তিরিশজন অটোচালক মিলে আমাদের ব্যাপক মারধর করে। এমনকি পুলিশ অফিসারকেও মারে। শেষে থানা এসে আমাদের রেসকিউ করে।’ আক্রান্ত পুলিশ অফিসার জানান অটোওয়ালাদের উপর কে আছে জানিনা। ওরা কারও কথা শোনে না। জোর করলে আবার খুনেরও হুমকি দেয়। আমি তো কালী বাড়িতে ছিলাম। খবর পেয়ে চলে এসে দেখি সিভিকদের মারছে। কেন মারামারি করছিস? এই প্রশ্ন করতেই আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। হাতের মোবাইলটাও ভেঙে যায়। সঙ্গে সঙ্গে আমি উঠে বড়বাবুকে ফোন করি। অটোওয়ালারা যেতে বললেও যায় না। যতক্ষণ গাড়ি ভর্তি না হবে, ততক্ষণ ওরা স্পট ছাড়ে না। ভিড়ের সময়ে এভাবে অটো দাঁড়িয়ে থাকলে ট্রাফিক জ্যাম তো হবেই। এছাড়াও প্রায়শই দুর্ঘটনা ঘটে। কিন্তু বলতে গেলেই দাদাগিরিতে অতিষ্ট হতে হয়।

কাঠগড়ায় পুলিশ, পিছনে কারা

প্রথম পাতার পর

জানতেও দেওয়া হয়নি জনগণকে। এমনকি ২০০৬ সালে প্রকাশ সিং মামলার (ডবলিউ পি (সিভিল) নম্বর ৩১০/ ১৯৯৬) রায়ে সুপ্রিম কোর্ট পুলিশ সংস্কারে ৭ টি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেছিল। কিন্তু দুঃখের হলেও সত্যি কয়েকটি রাজ্য কিছু সংস্কার করলেও বেশিরভাগ রাজ্যই তা মানে নি। এমনকি তখনকার বাম আমলের পশ্চিমবঙ্গও একটি সুপারিশকেও মান্যতা দেয় নি। উত্তরপ্রদেশও ওই সুপারিশ অনুযায়ী পুলিশ সংস্কারে এগিয়ে আসে নি। অথচ দেখুন আজ বিজেপি, কংগ্রেস, বাম সকলেই বাংলায় পুলিশের বিরুদ্ধে সোচ্চার। তৃণমূল তো ক্ষমতায় আসার আগে দলদাস পুলিশের পরিবর্তন করবে বলে কথা দিয়েছিল। আজ তারা পুলিশের পৃষ্ঠপোষক। সকলেই আসলে সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করে চলেছে।

তাই পুলিশের চরিত্র বদল এই গণতন্ত্রে অন্ততঃ সম্ভব নয়। পুলিশ হল বর্তমান ভারতের রাজনীতিকদের অবলম্বন, লুকিয়ে থাকার ঢাল। এক বিচারপতি সেদিন বলেছেন পুলিশ চাপের কাছে তার কাজ নিরপেক্ষ ভাবে করতে পারছে না। কার চাপ? পিছনে পর্দার আড়ালে কারা? সমাধানটা লুকিয়ে রয়েছে এই উত্তরের মধ্যে।

রেশনের ওজনে

প্রথম পাতার পর

কর্মীর ভুলে ওজনে কম দেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানান। রেশনে ওজন কারচুপির অভিযোগে ওই রেশন ডিলারসহ কর্মীর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন গ্রাহকরা। ঘটনার জেরে বৃহস্পতিবার সারাদিন বন্ধ রাখা হয় রেশন দেওয়ার পরিষেবা।

চাকরি গেল এক যুবকের

প্রথম পাতার পর

আর একটা সে ওমুক রাজনৈতিক দল করে। পরিচয় যাই হোক, অন্যায়টা অন্যায়ই।’ এ প্রসঙ্গে বারাসতে বিজেপির অন্যতম নেতৃত্ব দীপ্ত লস্কর বলেন, কারচুপির দায়ে চাকরি হারানোর তালিকা আগামী দিনে আরও বাড়বে। সুমন মণ্ডল চাকরি পেয়েছে সম্পূর্ণ অসৎ উপায় অবলম্বন করে। টাকার বিনিময় ও শাসক ঘনিষ্ঠ হওয়ার জন্যে। ন্যায় বিচার আছে বলেই তার চাকরি গিয়েছে। আমি এই বার্তা দিতে পারি, এরকম যারা যোগ্য প্রার্থীদের চাকরি কেড়ে নিয়ে অসৎ উপায়ে ভোগ করতে চাইছে। তারা কোনওদিনই সফল হবে না। এরকম সুমন মণ্ডল পাড়ায় পাড়ায় আরও দেখা যাবে। আজ যে ৩,৪৬৯ জনের তালিকা বেরিয়েছে, সেখানে ওএমআর শিটের যে নম্বর, গাজিয়াবাদের যে সংস্থাকে দেওয়া হয়েছিল, তাদের দেওয়া নম্বর আরএসএসসি-র দেওয়া নম্বর, এই দুই-এর মধ্যে আকাশ পাতাল ফারাক। যারা শূন্য পেয়েছে, তাদেরকে ৫৪-৫৫ নম্বর দিয়ে চাকরি দেওয়া হয়েছে। আর যোগ্য প্রার্থীরা আজ প্রায় সাড়ে আটশো দিন কলকাতার রাস্তায় অবস্থান বিক্ষোভ করছে। এই অনাচার, এই পাপ কোনওরকমভাবে চাপা থাকবে না। এর ন্যায় বিচার নিশ্চয়ই হবে। এবং চাকরি চুরি করার এই অপদার্থ সরকারের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মী হিসেবে আমরা সব সময়ই লড়াইয়ে আছি। এটা বলতে পারি।’

সীমান্ত বাণিজ্যে আঘাত নেমে এসেছে

প্রথম পাতার পর

এক্সপোর্ট ইমপোর্টারদের কস্টিংএরও ব্যাপার আছে। এছাড়া এখন পার্কিং চার্জ অত্যাধিক। আগে কালীতলায় পার্কিং করা হতো। তখন তো আশি টাকা-একশো টাকা এরকম নেওয়া হতো। এখনতো সবই অনলাইনে। ন্যূনতম ১০ হাজার টাকা পার্কিং চার্জ। এরপর চাকা হিসেবে। ট্রলারের চার্জ তো ১৮ হাজার টাকা। দশ চাকা গাড়ির দশ হাজার, বারো চাকার বারো হাজার টাকা। চোদ্দ চাকার চোদ্দ হাজার টাকা। এরকম। চব্বিশ ঘন্টা পর পার্কিং চার্জ গাড়ি অনুযায়ী দশ টাকা, কুড়ি টাকা, তিরিশ টাকা এভাবে হবে। একসময় এখানে এক্সপোর্ট ইমপোর্টএর ব্যবসা রমরমিয়ে চলত। এখন সেই অবস্থা নেই। বহু ট্রাক কাটাইতে বিক্রি হয়ে গিয়েছে। আসলে এই ব্যবসাটার উপরে এখন আঘাত নেমে আসায় সেই আগের মতো অবস্থা আর নেই।’

নাম পদবি পরিবর্তন

ইংরাজি 12/05/2023 থেকে আলিপুর 1st ক্লাস judicial ম্যাজিস্ট্রেট affidavit বলে SRITAMA BANDHOPADHYAY daughter of Partha Sarath Bandhopadhyay থেকে SHRITAMA BANDYOPADHYAY daughter of Partha Sarathi Bandyopadhyay নামে পরিচিত হলাম।

বনবিবিকে মোরগ সমর্পণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে মধু সংগ্রহ করে বাড়ি ফেরার পরেই বনবিবির মন্দিরে মোরগ ছেড়ে মানত চোকান সুন্দরবনের মৌলোরা। সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে দর্মার বেড়া দেওয়া বনবিবির মন্দির। সেই মন্দিরেই প্রতিবছর বৈশাখের শেষ মঙ্গলবারে আয়োজিত হয় বিশেষ পুজোর। পুজোকে কেন্দ্র করে মেলা বসে যায় আশেপাশে। কুলতলির মৈপিঠের এই মেলাকে স্থানীয় মানুষজন জঙ্গল মেলা বলেন।এই পুজোর রীতি অনুযায়ী, অনেকেই পুজো দিয়ে জঙ্গলে মোরগ ছাড়েন। মৈপিঠের শনিবারের বাজার থেকে বেশি কিছুটা এগিয়ে মাকড়ি নদী পেরিয়ে পৌঁছতে হয় এই ঘন ম্যানগ্রোভের জঙ্গলের ভিতর বনবিবির এই মন্দিরে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, প্রায় ৭০ বছর আগে এই মন্দির তৈরি হয়েছিল। এমনিতে বনবিবির পুজো হয় মাঘ মাসে। কিন্তু জঙ্গল নির্ভর মানুষজন বর্ষার মুখে জঙ্গলে মাছ-কাঁকড়া ধরতে বেরোনোর আগে এই সময় একটি পুজোর আয়োজন করেন।

প্রায় ৬০ বছর ধরে চলে আসছে এই পুজো। এলাকায় গিয়ে দেখা গেল মন্দিরকে ঘিরে ভিড় করেছেন কাতারে কাতারে মানুষ জন।

মাকড়ি নদী পেরোনোর নৌকা গুলিতে তিল ধারণের জায়গা নেই। এই এলাকায় নদী পারাপারের জন্য সে ভাবে কোনও ঘাটের ব্যবস্থা নেই। ফলে কাদার উপর দিয়ে হেঁটে, হাঁটু বা কোমর সমান জলে নেমে নৌকায় চড়তে দেখা গেল অনেককেই। ভিড় সামলাতে এ দিন বাড়তি পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। তৈরি রাখা হয়েছিল বিপর্যয় মোকাবিলা দলও। বনবিবির পুজো দিয়ে মানত রাখেন অনেকে। সেই মতো পরে দেবীর উদ্দেশ্যে মোরগ সমর্পণ করে পরে তা ছেড়ে দিতে হয় জঙ্গলে। আর এই নিয়মেই বনদেবীকে সন্তুষ্ট করেন সুন্দর বনের মৌলেরা।

প্রচণ্ড তাপপ্রবাহেও রক্তদানে উৎসাহ

নিজস্ব প্রতিনিধি : নোদাখালী থানার অন্তর্গত সাউথ বাওয়ালী অঞ্চলের চকেতবাটী গ্রাম। পবিত্র ঈদ মোবারককে সামনে রেখে চকেতবাটী তাজ স্পোর্টিং ক্লাবের পরিচালনায় গত ২৪এপ্রিল অনুষ্ঠিত হল স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। ৯০ জন রক্তদাতা রক্ত দিলেন।

গ্রামের শেষ প্রান্তে ৩০ এপ্রিল চকেতবাটী শক্তি সংঘ ক্লাবে পরিচালিত হল আবার স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। প্রচণ্ড তাপপ্রবাহ উপেক্ষা করে ৭০ জন রক্তদাতা রক্তদান করলেন। দুপুর ২টোতেও লাইনে রক্ত দেবার জন্য অপেক্ষা করছেন জনা ১৫ পুরুষ ও মহিলা। ঘোষক অনুরোধ করছেন আর নেওয়া যাচ্ছে না। তাজ স্পোর্টিংয়ে ৯০ জন ও শক্তি সংঘে ৮৫ জন সংখ্যাটা সত্যিই আশার। শক্তি সংঘে বিশেষ উপহার হিসাবে প্রত্যেককে একটি করে চারাগাছ দিয়ে বার্তা দেওয়া হয় গাছ লাগান, গাছ বাঁচান, পরিবেশকে রক্ষা করুন। রক্তদান শিবিরের দ্বার উন্মোচন করেন চকেতবাটী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক মাননীয় আজিজুর রহমান সেখ সংঘের পতাকা উত্তোলন করেন বাওয়ালী কিন্ডারগার্টেন স্কুলের প্রিন্সিপাল মাননীয় উত্তম কুমার মণ্ডল। দুটি অনুষ্ঠানেই প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বজবজ-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রীতা মিত্র। শিবিরের দ্বার উন্মোচন করেন গ্রামের সবচেয়ে প্রবীণ মানুষ মাননীয় অশ্বিনী কুমার পোয়ালী। অনুষ্ঠানের অন্যতম সদস্য বাসুদেব কাবড়ী জানালেন, যাঁরা এই মহতী রক্তদান উৎসবে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই এবং এই দুই রক্তদান শিবিরের মাধ্যমে সম্প্রীতির ঐক্য আরও মজবুত হলো।

শাসক দলের গোষ্ঠী কোন্দল,জখম ২ যুব তৃণমূল কর্মী

সুভাষ চন্দ্র দাশ : পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে আবারও শাসক দলের গোষ্ঠী কোন্দলে উত্তপ্ত হয়ে উঠলো বাসন্তী ব্লকের ভরতগড় গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা। ঘটনায় যুব তৃণমূল কংগ্রেসের দুই সক্রিয় কর্মী সমর্থক জহিরুল মোল্লা ও মামুদ আলি সেখ গুরুতর জখম হয়েছেন।পরিবারের লোকজন তাদের কে উদ্ধার করে প্রথমে বাসন্তী ব্লক গ্রামীণ হাসপাতাল ও পরে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে ওই দুই যুব তৃণমূল কর্মী সমর্থক আশাঙ্কাজনক অবস্থায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে

গত ২০২২ সালের ২০ আগষ্ট বাসন্তীর ভরতগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪ নম্বর আনন্দাবাদ এলাকায় প্রকাশ্য দিবালোকে খুন হয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের মাদার গোষ্ঠীর জানেআলম গাজী।খুনের ঘটনার পর নাম জড়ায় বেশকিছু যুব তৃণমূল কর্মীর বিরুদ্ধে।এলাকা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।অভিযোগ খুনের ঘটনায় জড়িতদের বাড়িঘর ভাঙচুর করা হয়।অভিযুক্তরাও বাড়িছাড়া হয়ে অন্যত্র থাকতে শুরু করে। আক্রান্ত দুই যুব তৃণমূল কর্মীও দীর্ঘদিন ঘরছাড়া হয়ে বাইরে ছিলেন। শেষ পর্যন্ত মহামান্য আদালতের নির্দেশে গত একমাস আগে পুলিশ প্রশাসন তাদের কে বাড়িতে পৌঁছে দেয়। অভিযোগ বাড়িতে ফিরতেই প্রতিনিয়ত তাদের উপর অত্যাচার শুরু করে তৃণমূলের মাদার গোষ্ঠীর ইয়াসিন ঘরামী,জাকির মোল্লা,অলিউল্লা ঘরামী, ইদ্রিশ মোল্লারা।আরো অভিযোগ এলাকায় থাকতে গেলে যুব তৃণমূল করা যাবে না এবং কোন রকম মিটিং মিছিলে যাওয়া যাবে না।

জহিরুল মোল্লা,মামুদ আলি সেখদের দাবী ঘরে ফেরার পরদিন থেকে অত্যাচার চালাচ্ছিল মাদার গোষ্ঠীর লোকজন। রবিবার রাতে সুযোগ বুঝে বাড়িতে চড়াও হয়ে লাঠি,লোহার রড,কোদালের বাঁট দিয়ে বেধড়ক মারধর করে। ঘটনার বিষয়ে বাসন্তী থানায় অভিযোগ জানানো হয়েছে। অন্যদিকে ঘটনা প্রসঙ্গে বাসন্তীর বিধায়ক শ্যামল মন্ডল জানিয়েছেন, ‘ভরতগড় গ্রামের ঘটনার সাথে কোন রকম রাজনীতি কিংবা গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের যোগ নেই।এটা পারিবারিক ব্যাপার। পুলিশ প্রশাসন কে বলেছি ঘটনার তদন্ত করে দোষীদের গ্রেফতার করার জন্য।’ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বাসন্তী থানার পুলিশ। এলাকায় রয়েছে চরম উত্তেজন।

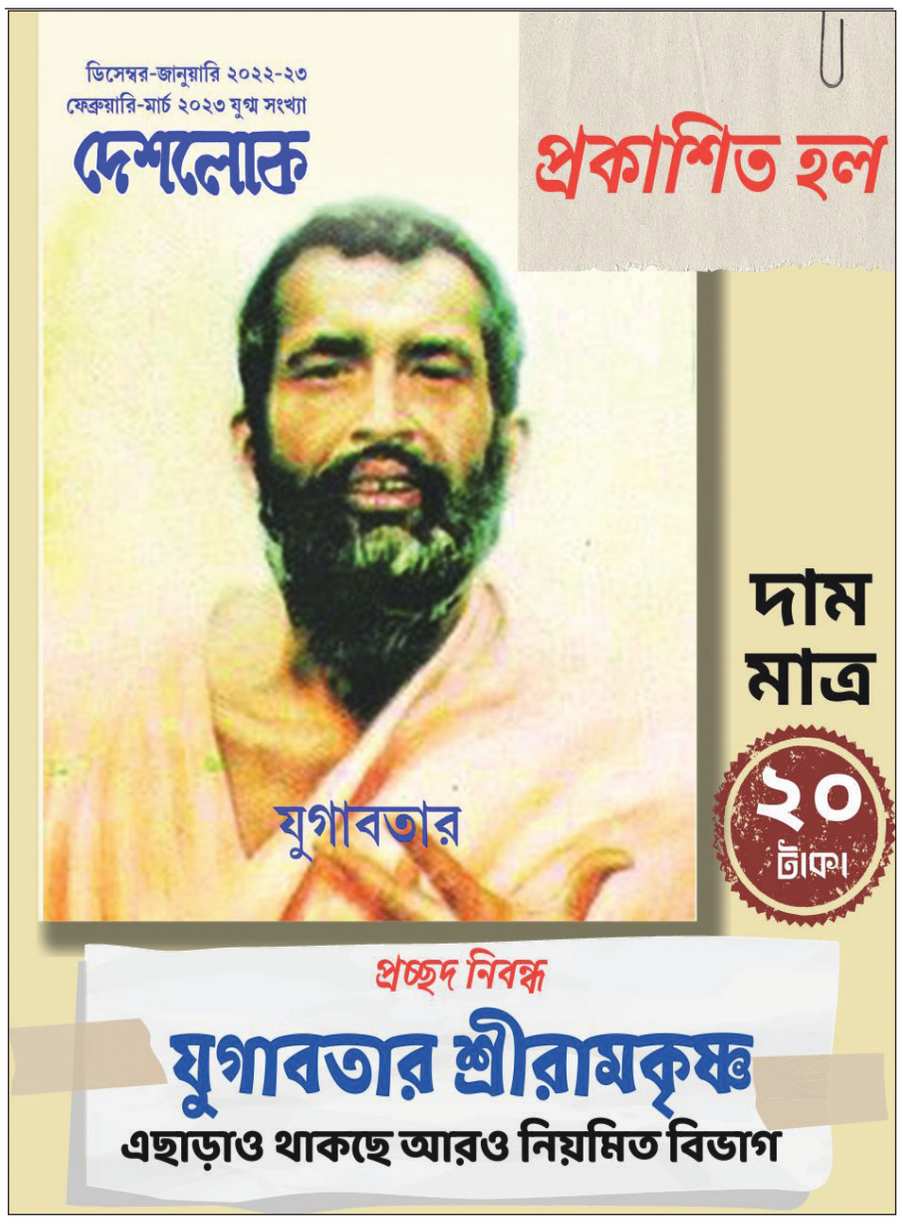

মহানগরে

কলকাতায় থ্যালাসেমিয়া প্রচার চালাবে পুরসভা

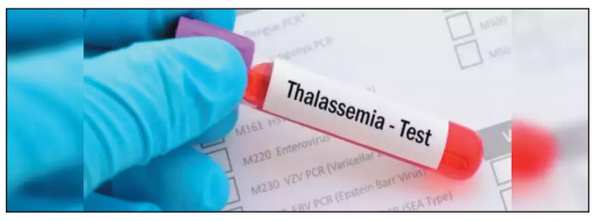

নিজস্ব প্রতিনিধি : থ্যালাসেমিয়া রোগ সম্পর্কে সচেতনতার বার্তা দিতে কলকাতা পৌরসংস্থা জোরদার প্রচার কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। কেন্দ্রীয় পৌরভবনে ১০ মে পৌর স্বাস্থ্য দফতরের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. সুব্রত রায়চৌধুরী বলেন, থ্যালাসেমিয়া রোগ সম্পর্কে প্রচারের কাজে আশাকর্মীদেরও যুক্ত করা হবে। প্রচারের অঙ্গ হিসাবে বাড়ি বাড়ি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক আরও বলেন, প্রচারের মাধ্যমে দ্রুত রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা করার কাজ সহজতর হবে। ১০ মে আনুষ্ঠানিক ভাবে কলকাতা পৌরসংস্থার চিকিৎসকদের থ্যালাসেমিয়া রোগ এবং তার চিকিৎসা সম্পর্কে প্রশিক্ষণের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। এর সূচনা করেন পৌরসংস্থার উপ মহানাগরিক পৌর স্বাস্থ্য দফতরের মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ। প্রথম পর্যায়ে পৌরসংস্থার ১৫০ জন চিকিৎসক এই প্রশিক্ষণে অংশ নিচ্ছেন।

থ্যালাসেমিয়া একটি জিনঘটিত বংশগত রোগ। মূলত: থ্যালাসেমিয়া রোগীর অস্বাভাবিক হিমোগ্লোবিন থাকার জন্য অক্সিজেন বহন করতে পারে না, যেটা এই রোগের জটিলতা। কিন্তু এই সংক্রামক বা ছোঁয়াচে রোগ নয়। থ্যালাসেমিয়া রক্ত লক্ষণ কী? রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যাওয়া। বয়সানুযায়ী বাচ্চার বৃদ্ধি না হওয়া। প্লীহার বৃদ্ধি ঘটে, ফলে পেট দেহের তুলনায় বেড়ে যায়। এইসব উপসর্গ দেখে থ্যালাসেমিয়া শনাক্ত করার প্রশিক্ষণ শুরু কলকাতা পৌরসংস্থায়। উদ্দেশ্য একটাই, যখন কোনও একজন থ্যালাসেমিয়া বাহক আর একজন থ্যালাসেমিয়া বাহককে বিয়ে করেন, তখনই তাদের সন্তানদের মধ্যে ২৫ শতাংশের থ্যালাসেমিয়ায় রোগ আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু থ্যালাসেমিয়া বাহক কোনও অসুখই নয়। থ্যালাসেমিয়া বাহকরা সম্পূর্ণ সুস্থ ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়।

'ইকো ইন্ডিয়া'র পক্ষ থেকে গত মার্চ মাসে কলকাতা পৌরসংস্থার ১৫ জন চিকিৎসককে নয়াদিল্লিতে নিয়ে গিয়ে থ্যালাসেমিয়া রোগ নির্ণয়ের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সেই চিকিৎসকদের টিম লিডার ডা. অর্পণ মিত্র। তাঁরাই এবার ট্রেনিং দেবেন পৌরসংস্থার ১৫০ মেডিকেল অফিসারকে। তিনটি ব্যাচে এই ট্রেনিং চলবে। প্রশিক্ষণ চলবে অনলাইনে। এই প্রশিক্ষণে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ হাব বৃহৎ মুম্বই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন আর মধ্যপ্রদেশস্থিত জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন।

প্রসঙ্গত, কলকাতার জনসংখ্যার ৪ শতাংশ আক্রান্ত থ্যালাসেমিয়ায়। এই আক্রান্তের সংখ্যা অসম্ভব। তবে নতুন করে আর যাতে কেউ আক্রান্ত না হয় সেদিকে নজর দিচ্ছে কলকাতা পৌরসংস্থা।

পৌরসংস্থার উপ মহানাগরিক অতীন ঘোষ জানিয়েছেন, প্রাক্–বিবাহ যে কোনও বয়সেই থ্যালাসেমিয়ার রক্ত পরীক্ষা করা যায়। তবে এই রক্ত পরীক্ষা বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত – বিবাহের সন্ধিক্ষণে। বিবাহ পরবর্তী সন্তানধারণের পূর্বে। তবে সবচেয়ে ভালো ছাত্রাবস্থায় এই পরীক্ষা করানো। কারণ মা ও বাবা দু'জনেই ওই রক্তরোগের বাহক হলে সন্তানের হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

এদিনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য উপদেষ্টা ডা. তপন কুমার বিশ্বাস, ইকো ইন্ডিয়া ডা. সন্দীপ ভাল্লা। সে জন্য কলকাতার কোনও বাসিন্দার রক্তে থ্যালাসেমিয়া বাহক রয়েছে কী না, তা জানা দরকার। হাই পাওয়ার লিকুইড ক্রোমাটোগ্রাফি টেস্টের মাধ্যমে থ্যালাসেমিয়া নির্ণয় করা যায়। আগামী দিনে প্রতিটি বরোতেই থ্যালাসেমিয়া টেস্টের ব্যবস্থা করতে চলেছে কলকাতা পৌরসংস্থা। রাজ্য তথা কলকাতা মহানগর থেকে এই রোগকে বিদায় করতে হলে থ্যালাসেমিয়া বাহকের সঙ্গে যাতে কোনও ভাবেই আরেকজন বাহকের বিবাহ না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে। তাহলেই পরবর্তী প্রজন্মকে থ্যালাসেমিয়া মুক্ত রাখা যায়। আর থ্যালাসেমিয়া বাহক নির্ধারণের জন্যই প্রয়োজন রক্ত পরীক্ষার। কলকাতা পৌরসংস্থা বিনামূল্যে তার ব্যবস্থাও করছে। প্রতিটি বরোতে। বর্তমানে ৮২ নম্বর ওয়ার্ডের মেয়র'স ক্লিনিকে বিনামূল্যে থ্যালাসেমিয়া টেস্টের ব্যবস্থা রয়েছে।

রাতের পার্কিংয়ে লাগবে হাজার টাকা

বরুণ মণ্ডল : নিজস্ব প্রতিনিধি : রাত ১০ টা থেকে সকাল ৭ টা পর্যন্ত রাতের বেলা পাড়ার রাস্তায় কার পার্কিংয়ের জন্য আবেদনপত্র জমা নেওয়া শুরু করেছে কলকাতা পৌরসংস্থা। আবেদনপত্র অনলাইনের মাধ্যমে গ্রহণ করা হচ্ছে। তবে আবেদন করলেই যে অনুমোদন পেয়ে যাবেন এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। পৌরসংস্থার কার পার্কিং দপ্তরের আধিকারিকরা জানান, অনুমোদন দেওয়ার আগে পরিদর্শনে গিয়ে দেখা হচ্ছে গাড়ির কাগজপত্র ও কার মালিকের ঠিকানার সঙ্গে তার বাড়ির ঠিকানার কী সামঞ্জস্য আছে কিনা? অনেক সময় দেখা যায় গাড়ির মালিককের ঠিকানা এক জায়গায় আর গাড়ি পার্কিং করা হচ্ছে হাঁটা পথে পাঁচ মিনিট দূরে। এমনটা হলে কার পার্কিংয়ের অনুমোদন দেওয়া যাবে না।

পৌর কার পার্কিং দপ্তর সূত্রে খবর, কার পার্কিং দপ্তর রাত ১০ টা থেকে সকাল ৭ টা পর্যন্ত রাস্তায় গাড়ি পার্কিংয়ের অনুমোদন দিচ্ছে। ছুটির দিনসহ যে কোনো দিনে, দিনের বেলা রাস্তায় কোনোমতেই রাস্তায় কার পার্কিং করা যাবে না। মাসিক প্যাকেজের এই স্কিমে এপর্যন্ত ভালো সাড়া পাওয়া গেছে। ওই দপ্তরসূত্রে খবর, এপর্যন্ত আবেদনের ৫০ শতাংশও অনুমোদন পায়নি। কারণ, ঘিঞ্জি এলাকা হওয়ায় একাধিক আবেদন বাতিল করা হচ্ছে।

কার পার্কিং দপ্তরের মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার বলেন, ঘিঞ্জি এবং ব্যস্ত এলাকা হওয়ার কারণেই সব আবেদনের অনুমোদন দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

পৌর কার পার্কিং দপ্তর সূত্রে খবর, ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত ছোটো এবং বড়ো গাড়ির মাসিক ফি আলাদা। ছোটো গাড়ির ক্ষেত্রে মাসিক ফি ৫০০ টাকা। আর বড়ো গাড়ির ক্ষেত্রে মাসিক ফি ১০০০ টাকা। অনলাইনের মাধ্যমেই ফিজ জমা দিতে হবে। কেবলমাত্র বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত গাড়ির মালিকরা তার প্রতিষ্ঠানের বাইরে সারাদিন গাড়ি পার্কিং করতে পারবেন।

মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার জানান, এই উদ্যোগ কলকাতাবাসীদের মধ্যে ভালো সাড়া ফেলেছে। আবার অন্যদিকে অভিযোগ, এখনো অনেক জায়গায় রাতের পার্কিংয়ের আবেদন করা যাচ্ছে না। গাড়ির মালিকরা বলছেন, রাস্তার নাম দিয়ে রাতে গাড়ি পার্কিংয়ের অনুমোদন চাইলেই অনুমোদন মেলে না।

তাহলে রাস্তার নাম দিয়ে না হলে ওয়ার্ড ভিত্তিক জায়গা খুঁজতে হবে। সমস্ত রাস্তাতেই রাতের পার্কিংয়ের জন্য আবেদন নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু সব রাস্তায় অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে না। তবে অনুমতি না নিয়ে রাস্তায় গাড়ি রাখা হলে পৌর আইন অমান্য করার অপরাধে ওই গাড়ির প্রতি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। গাড়ির চাকায় কাঁটা লাগিয়ে দেওয়া হবে। এবং একটা বড়ো মাপের চার্জ দিয়ে সেই কাঁটা খুলতে হবে।

পঞ্চায়েত ভোট না হলে অনেক ব্যবসায়ী ক্ষতির মুখে পড়বেন

নিজস্ব প্রতিনিধি : মে মাসে গ্রামাঞ্চলে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ভোট হবেই এমনই একটা ধারণা তৈরি হয়েছিল। ২২ মার্চের ইদল ফেতরের পরই পঞ্চায়েত ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা হবে, এমন সংবাদ বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছিল। তাই আগে থেকেই কলেজ স্ট্রিট এবং বড় বাজারের অনেক হোলসেল দোকান বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ঝান্ডা, সান গার্ড, ছাতা, গেঞ্জি, টুপি, ব্যাজ তৈরি করে ফেলে মজুত করে। এবছর তৃণমূল কংগ্রেসের পাশাপাশি, বিজেপি, সিপিএম এবং কংগ্রেসের বাড়বাড়ন্ত হওয়ায় ব্যবসায়ীরা অতি উৎসাহী হয়ে সব রাজনৈতিক দলের সিম্বল দিয়ে প্রচারের নানা আকর্ষণীয় আইটেম তৈরি করে রেখেছেন।

কিন্তু তৃণমূল সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীর নব জোয়ার শুরু হতেই পঞ্চায়েত ভোটের দিনক্ষণ নিয়ে নির্বাচন কমিশন বা রাজ্য সরকার কেউই টুঁ শব্দটি করছে না। তাতেই মহা ফ্যাসাদে পড়েছেন ব্যবসায়ীরা। অনেকেরই এখন মাথায় হাত। অনেকেরই মনে প্রশ্ন পঞ্চায়েত ভোট আদৌ হবে তো? কলেজ স্ট্রিটের বর্ণপরিচয় মার্কেটের খাদি ভাণ্ডারের মালিক জানালেন, ৩০ লক্ষ টাকার বিভিন্ন আইটেম করে গোডাউনে রেখেছি। কিন্তু ভোট হবে কি? আগে জানলে এই রিস্ক নিতাম না। ৩ শতাংশ লাভ করতে গিয়ে ৩০ লক্ষ টাকা খরচ হয়ে গেছে। বড় বাজারের এক ব্যবসায়ী নগদ এক কোটি টাকা ইনভেস্ট করেছেন।

বালিগঞ্জ স্টেশনে আগুন নিষিদ্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ শহরতলির পূর্ব রেলের অন্তর্গত বালিগঞ্জ রেল স্টেশন একটি গুরুত্বপূর্ণ জংশন। কিন্তু প্রচুর হকারে জর্জরিত এই স্টেশন। বালিগঞ্জ স্টেশনের ম্যানেজার তানভীর আহমেদ চেষ্টা করছেন হকার উচ্ছেদের। কিন্তু এখনও তা সফল করতে না পারলেও স্টেশন জুড়ে আগুন নির্বাপনের জন্য ব্যবস্থা করতে পেরেছেন বলে দাবি করলেন। তিনি জানান, অগ্নিকাণ্ডের যে কোনো ঘটনা প্রতিরোধ করতে সব রকম যন্ত্র বসানো হয়েছে। স্টেশন চত্বরে কোন দাহ্য বস্তু এখড় আর নেই। স্টেশনের ওপর আগুন জ্বালিয়ে কোনো কিছু করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বাইরে থেকে চা বানিয়ে এনে ফ্লাস্কে বিক্রি হচ্ছে। তানভীর আহমেদ আরও জানান, খুব শীঘ্রই হকার উচ্ছেদ অভিযান শুরু হবে।

লেন্স বার্তা

বাক স্বাধীনতা হরণ : দ্য কেরালা স্টোরি নিষিদ্ধ করার প্রতিবাদে প্রিয়া সিনেমা হলের সামনে পোস্টার

শ্রদ্ধার্ঘ্য : ৭৪বি, শ্যামপুকুর স্ট্রিটে সমরেশ মজুমদারের বাড়িতে।

হেলমেট যখন ছাতা : ভর দুপুরে তাপদাহ থেকে বাঁচতে, হেলমেট ছেড়ে ছাতা হাতে রাস্তায় বাইক আরোহী দম্পতি।

এভারগ্রীন জুটি : ধন ধান্যে, রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন করছেন এভারগ্রীন জুটি, শিবাজী চট্টোপাধ্যায় ও অরুন্ধতী হোমচৌধুরী।। **ছবি :** অভিজিৎ কর

জানা–অজানা সফরে

গোপাল বেড়ার জাগ্রত মা মুণ্ডেশ্বরী এবং বাবা ভুবেনশ্বর

নির্মল গোস্বামী

১৪২৯ সালের শেষদিন। প্রকৃতির আজব খেয়ালে গরমে মানুষ হাঁসফাস করছে। তারই মধ্যে একদল গাজন সন্ন্যাসী মন্দিরের গর্ভগৃহের অভ্যন্তরে বাবা ভূবনেশ্বর শিবের করুণা ভিক্ষায় প্রতীক্ষা করছে। বাইরে একদল মহিলা ঝাঁপ মাথায় নিয়ে নাটমন্দিরে অপেক্ষা করছে। বাবা ভুবনেশ্বরের পূজারীগণ (যাঁরা বংশ পরম্পরায় সেবাইত) বিশ্বরূপ ব্যানার্জি ও তার ভাই এবং এক ভাইপো সারাদিন অন্নগ্রহণ না করে শুদ্ধ চিত্তে বাবার পূজা করছে। এখন প্রায় সন্ধ্যা আগত। মন্দিরের বাইরে কয়েক হাজার মানুষের সমাগম ঘটেছে। মাঠে মেলা বসেছে। এখন যে পুজোটা হচ্ছে তার প্রতি মেলায় আগত প্রতিটি মানুষের মন নিবিষ্ট হয়ে আছে। কারণ ব্রাহ্মণরা বাবার মাথায় পাঁচটা গুলঞ্চ ফুল চাপায় বাবার কাছে কাতর আবেদন নিবেদন করবে ফুল যেন বাবার মাথা থেকে পূজারীর হাতে এসে পড়ে। এই ফুল পড়লে তবেই সন্ন্যাসীরা জলগ্রহণ করবে। এই সন্ন্যাসীরা গত পরশু দিন অর্থাৎ নীলের আগের দিন ফলাহার করেছে তারপর থেকে তারা থুথু পর্যন্ত ঘিটতে পারেনি। উপর গতকাল হিন্দোলে অংশ নিয়েছে। নীচে আগুন জ্বলছে উপরে পা বেঁধে হেঁটমুণ্ডু হয়ে দোল খেতে হয়েছে আগুনে মুখ ঝলসে যাওয়ার কথা কিন্তু তা হয়নি। আজ ১২টার পর থেকে এই মন্দির থেকে প্রায় ২কিমি দূরে সীতা সায়রে সন্ন্যাসীরা স্নান পূজা সেরে সালেভর করে মন্দিরে এসেছে। একটা কাঠের তক্কার উপর অনেকগুলো লোহার রড গাঁথা আছে। ঠিক ঘাড়ের নীচ থেকে কোমর পর্যন্ত ওই রডের উপর থাকবে এই ভাবে সন্ন্যাসী শুয়ে থাকবে আর চার থেকে আটজন লোক তাকে বয়ে নিয়ে যাবে। কিছু সন্ন্যাসী আবার দশলক্ষী অবস্থায় এসেছে। এটা হল পায়ে হাতে শিকল বাঁধা থাকবে যাতে বড়ো বড়ো পা ফেলতে না পারে – হাত বাঁধা অবস্থায় হাতে একগুচ্ছ জ্বলন্ত ধূপকাঠি ধরে থাকবে। কেউ বা হাতে ধুনুচি ধরে থাকবে, সকলেকেই জিভে বাণ ফোঁড়া থাকবে– এই অবস্থায় ঢাকের তালে তালে ছোটো ছোটো পা ফেলে প্রায় দু'কিমি পথ হেঁটেছে শেষ চৈত্রের দাবদাহকে সঙ্গী করে। প্রতি সন্ন্যাসীদের পক্ষে একজন করে মহিলা মাথায় ঝাঁপ নিয়ে সীতা সায়রে স্নান করে ভিজে বস্ত্রে নাচতে নাচতে এসেছে।

এখন এই পড়ন্ত গোধূলীক্ষণে মন্দিরের বাইরে আমিও ওইসব সন্ন্যাসী, ঝাঁপ বহনকারী মহিলা ও উৎসুক জনতার মতো অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি, কখন ফুল পড়ে। কারণ যে বন্ধুর বাড়িতে আজ তিনদিন ধরে আছি সেই বন্ধুই আজকের পূজারী। বাবার মাথা থেকে ফুল ফেলার দায়িত্বটা ব–কলমে পূজারীর উপরই পড়ে। প্রায় ঘণ্টা কানেক অতিবাহিতের পর হঠাৎ কোলাহল ও উলু ধ্বনিতে মুখরিত হল মন্দির চত্বর। বোঝা গেল বাবা ফুল দিয়েছে। বন্ধু এবং বন্ধুর ভাই মন্দিরের বারান্দায় এসে হাসিমুখে দাঁড়াল আমি হাত নেড়ে জানিয়ে দিলাম যে আমিও আছি। উদ্বেলিত সন্ন্যাসীকুল সহ উপস্থিত জনতা। সমস্বরে জয়ধ্বনি উঠল জয় বাবা ভুবনেশ্বরের জয়। বাবা পুজো গ্রহণ করেছেন। এরপর সন্ন্যাসীরা জলগ্রহণ করবে এবং আজ রাতে বামুনবাড়ির ভাত খাবে। আমার বন্ধুর বাড়িতে ১০০ জনের রান্নার বন্দোবস্ত হয়েছে।

এতক্ষণ যার গল্প শোনালাম তার পরিচয় পর্বে এবার আসা যাক। ভুবনেশ্বরের শিব–অবস্থান করছে বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ বুকের গোপালবেড়া গ্রামে। বর্ধমান আরামবাগ রোড ধরে বর্ধমান থেকে গেলে ৩৭ কিমি আর আরামবাগ থেকে এলে ২১ কিমি রাস্তা। উচালন দিঘির কোণ থেকে বাঁয়ে আর ৪ কিমি গেলে গোপাল বেড়া গ্রাম। গ্রামের শুরুতেই দুলে পাড়া পেরিয়ে ডানহাতি গোপালবেড়া বিদ্যালয়। ঠিক তার সামনেই বারোয়ারি মাঠ পেরিয়ে মা মুণ্ডেশ্বরী আর ভুবনেশ্বরের একটিই মন্দির। একই মন্দিরে দুজনের সহবাস। প্রতিটি শক্তিপীঠে যেমন একজন করে ভৈরব তাকে, এখানেও যেন মা মুণ্ডেশ্বরীদেবীর ভৈরব হলেন বাবা ভুবনেশ্বর। মন্দিরের পাশে গোপালবেড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিস। মন্দিরের পরেই গ্রামের সরু রাস্তা গেছে গোপালবেড়া মোড় পর্যন্ত।

কথা হচ্ছিল এই মন্দিরের সেবায়িত ছিলেন ঈশ্বর তারাপদ ব্যানাজর বড়ো ছেলে গুরুপদ ব্যানার্জীর সঙ্গে। তিনি অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক। থাকেন বর্ধমান শহরে। পালাপার্বনে আসা যাওয়া। তাঁর কথায় ওই মাঠে তখন বন জঙ্গলে ভর্তি ছিল। রাখাল ছেলেরা চ্যাঁড়া বান্ধা (এক প্রকারের খেলা) খেলার জন কোদাল দিয়ে ঘর কাটাতে গিয়ে কোন এক ধাতব বস্তুতে ঠেকার আওয়াজ পায়। তারপর একটু মাটি খুড়তেই শিবলিঙ্গাকৃত একটি পাথর চোখে পড়ে। সেটাকে কেউ আর তুলতে পারেনি। ওদিকে গোপাল বেড়া গ্রাম থেকে প্রায় ১০–১৫ মাইল দূরে ঢেঁঝেড়াগ্রামে রায় জমিদার পরিবারের বসবাস ছিল। ওই পরিবারের কোনো একজন স্বপ্নাদেশ পায় মা মুণ্ডেশ্বরীর। মুণ্ডেশরী হল দামোদরের শাখানদী। সুবলদহ থেকে এই শাখানদী উপন্ন হয়ে দ্বারকেশ্বরে পড়েছে। মা, স্বপ্নে জানান যে তিনি মুণ্ডেশ্বরী নদীতে একটি জায়গায় ভেসে এসেছেন। তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে গোপাল বেড়ায় যেখানে বাবা ভুবনেশ্বর আছে সেইখানে প্রতিষ্ঠা করতে। প্রথম রায় জমিদাররা মন্দির নির্মাণ করেছিল। এবং ওই শিবলিঙ্গ যে বাবা ভুবনেশ্বর তা স্বপ্নাদেশের পরই লোকে জানতে পারে। কত প্রাচীন মন্দির। ৫০০ বছরেরও বেশি হবে বলে দাবি করলেন সেবাইত বংশধর গুরুপদ ব্যানার্জী। বর্ধমানের মহারাজরা খবর পেয়ে এই মন্দিরের নিত্য পূজা নির্বাহের জন্য প্রচুর জমিদান করেছিলেন। উল্লেখ থাকে যে মা মুণ্ডেশ্বরী স্বপ্নে বলেছিলেন যেখান দিয়ে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হবে। যতগুলি জমির আল ডিঙোতে হবে প্রত্যেক আলে একটি করে ছাগ বলি দিতে হবে। রায় জমিদাররা তাই করেছিলেন। সেই থেকে মহানবমীতে বলি হয় এই

মন্দিরে। গুরুপদবাবু নিজে ১০০ বলি হতে দেখেছেন। মন্দিরের প্রাচীনত্ব নিয়ে সঠিক সন তারিখ না পাওয়া গেলেও জানা যায় যে কালাপাড়ার যখন গৌড় রাজ্যে সেনাপতি হন। তখন তিনি এই মন্দিরেও হানা দিয়েছিলেন। বাবা ভুবনেশ্বরের মাথায় অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন আছে। এবং দেবীর সুন্দর পাথরের মূর্তি ভেঙে দেয় ধড় থেকে মাথা আলাদা করে দেয়। দুটো হাত দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। পড়ে সিমেন মাটি দিয়ে জোড়া হয়। কালাপাহাড়ের সময়কাল ছিল ১৫৩৪–১৫৮০ সাল পর্যন্ত। সেই হিসাবে ৫০০ বছর অতিক্রান্ত।

একবার গ্রামে কলেরা হয়। গ্রামে বহু মানুষের মৃত্যু হয়। গোপাল বেড়া গ্রামের তিনজনের মৃত্যু হয়। তখন তারাপদ ব্যানার্জী গ্রামের লোকেদের ডেকে মা মুণ্ডেশ্বরীর পূজার আয়োজন করতে বলেন। তারাপর ব্যানাজ ছিলেন একনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ। তিনি মা মুণ্ডেশ্বরীর পূজা নিশাভরে সমাপণ করলেন। তারপর গ্রাম থেকে কলেরা বিদায় নেয়। আর একবার ১৯৭৫–১৯৭৬ সালের কথা। সেবছর বৃষ্টির দেখা নেই। জৈষ্ঠ্যমাস পার হতে চলল প্রায়। পুকুর জলশূন্য পায় মানুষ জলের জন্য হাহাকার করছে। গ্রামের লোকেরা তারাপদ ব্যানাজকে ধরলেন। তারাপদবাবু বললেন যে কাল সকালে আমি মা মুণ্ডেশ্বরী আর বাবা ভুবনেশ্বরের পূজা করব এবং মন্দিরের ছাঁচের বৃষ্টির জলে হাত মুখ ধুয়ে তবে অন্ন গ্রহণ করব। পরদিন তিনি সকাল থেকে মন্দিরে মা, বাবার পূজায় ব্রত হলেন। ঠিক সন্ধ্যার মুখে ঝমঝমিয়ে বৃষি নামল। এমন কত ঘটনা আছে মা, বাবাকে নিয়ে। তারপদ বারুর বয়স তকন ৫–৬ বছর। বালক বাবার মাথায় যতবার ফুল দিয়ে প্রণাম করতে যায় ততবারই ফুল পড়ে যায়। আবার দে? আবার ফুল পড়ে যায়। শেষে অনেকবেলা হল ছেলে পূজা করে এখন এল না দেখে মন্দিরে গিয়ে ছেলের কাছে সব শুনে বলল ওরে বাবা তোর সঙ্গে খেলা করছে।

হ্যাঁ সত্যিই তো। আমাদের জীবন খেলার সঙ্গী হয়ে কত দেবদেবী অধিষ্ঠান করছেন। গোপালবেড়া গ্রামে মা, আর বাবা আজও গ্রামের মানুষদের বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করে চলেছেন। এটা বিশ্বাস নয় বাস্তবও। জয় মা মুণ্ডেশ্বরী, জয় বাবা ভুবনেশ্বর।

মাঙ্গলিকী

কণ্টকহীন 'মৃণাল'এর অভিযান

কৃষ্ণচন্দ্র দে

নাটক– নিজাম কবিরাজের কিস্‌সা।
রচনা–সোহারাব হোসেন।
নির্দেশনা– মৃণাল মুখোপাধ্যায়।
প্রযোজনা– পানিহাটি থিয়েট্রিকাল রেপার্টরী

বহুদিন পর মৃণাল মুখোপাধ্যায়ের নাটক দেখতে পেলাম। বহুকাল আগে তার যুযধান নাটক দেখেছিলাম, এখনো গায়ে কাঁটা দেয়। পরবর্তীকালে অনেকে দলকেই এই নাটক প্রযোজনা করতে দেখেছি। বর্তমান নাটকটির রচনাকার সোহারাব হোসেন, নির্দেশনা সেই পুরোনো চাল মৃণাল মুখোপাধ্যায়। নিজাম কবিরাজের কিস্‌সা' নাটকটি আমরা ২২ এপ্রিল মুক্তাঙ্গন রঙ্গালয়ে দেখলাম পানিহাটি থিয়েট্রিকাল রেপার্টরী–র প্রযোজনায়। কাহিনীতে আমরা দেখতে পাই নিজাম কবিরাজী চিকিৎসায় ধন্বন্তরী হতে চেয়েছিলেন। সেইজন্য তার ব্যগ্রতা তৎপরতার খামতি ছিল না। শারীরিকভাবে পঙ্গু হয়েও কবিরাজীতে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করে রুগীদের নিখরচায় ওষুধ দিয়েও সেভাবে সফল তো হলই না, লিফলেট বিলি করেও প্রায় কিছুই ফল হল না। কবিরাজ হওয়ার স্বপ্ন নিজামের অধরাই থেকে গেল।

কবির কথা ধরেই বলছি নিজাম ধন্বন্তরী হতে চেয়েছিল, হতে পারেনি। নিজামকে কেন্দ্র করেই নাটকটি রচিত হয়েছে এবং নিজামই এই নাটকের মূল চরিত্র।

নিজাম এর করুণ পরিণতি আমাকে কিঞ্চিৎ বেদনা বিদ্ধ করলেও অশ্রুসিক্ত করতে পারেনি।

মাঝে মাঝে আজানের ডাক নাটকের পরিবেশ রচনায় সাহায্য করেছে। নাটক দু একজনের অভিনয় দিয়ে বাজিমাত করা যায় না। দরকার টোটাল টিম ওয়ার্কের। নাটকটিকে আরও টাইট করা দরকার। দলের মধ্যে বেশ কয়েকজন দক্ষ শিল্পীও আছেন সুতরাং ভয়ের কোন কারণ নেই।

এবারে কলাকুশলীদের নিয়ে দু চার কথা বলছি। নিজাম চরিত্রে দীপঙ্কর গাঙ্গুলি মোটামুটি চরিত্রটাকে উৎরে দিয়েছেন, কিন্তু তার সব কথা ঠিক মতো শোনা যায়নি। দীপঙ্করকে সেদিকে নজর রাখতে হবে। আলি মাস্টার চরিত্রে আশিস চক্রবর্তী দক্ষ অভিনেতা। অভিনয়ের পাশাপাশি সূত্রধরের কাজটি বেশ সুচারু রূপেই সম্পন্ন করলেন। আমিন ডাক্তার ও বাবা দ্বৈত ভূমিকায় সুবীর গুপ্তও বেশ সাবলীল ও দক্ষ অভিনেতা। জেহাদি চরিত্রে দীপাঞ্জলী গাঙ্গুলিও মন্দ নয়। এছাড়া আরও যারা ছিলেন তারা হলেন ফরিদ চরিত্রে গোপাল দাস, নানা ও গ্রামবাসীর ভূমিকায় অমলেন্দু ঘোষ, আমানুল্লা ও গ্রামবাসীর ভূমিকায় গোপাল ভৌমিক, আমেদ আলির ভূমিকায় অংশুমান মজুমদার এবং রোগী চরিত্রে অসিত ব্যানার্জী। আলোক সম্পাতে ছিলেন অলক দত্ত এবং আবহ প্রক্ষেপণে বাবান।

আমি নির্দেশক মৃণাল বাবুকে বলব, একটু ডিটেলিংয়ের দিকে নজর দিন। উপসংহারে কলাকুশলীদের দু একটি কথা বলতে চাই।

সকল কলাকুশলীদের মনে রাখতে হবে শুধু সংলাপ বলতে পারাটাই অভিনয় নয়। সংলাপ বলার আগে কথা বলার মনোভাবটা তৈরি করতে হবে এবং তবেই কথা বলা সার্থক হবে, না হলে কথা প্রাণ পাবে না।

শিল্পী হলে তোমার কিছু দেবার আছে এটা মাথায় রাখতে হবে। নির্দেশক তোমাকে চরিত্রের বুনোটটা বলে দিতে পারে যেমন সঙ্গীতে শিল্পীকে নোটেশান ধরে শেখানো হয়, কিন্তু গায়কিটা শিল্পীকে নিজেকেই আয়ত্ব করতে হয়। যদি নির্দেশক তোমাকে অভিনয়টা দেখিয়ে দিতে চান বা দেয় তবে তুমি নির্দেশককে নকল করতে থাকবে, কিন্তু তোমার নিজস্ব ইনোভেশন থাকবে না। তাই বলছি অনুকরণ নয় অনুসরণ কর। সর্বাঙ্গ শরিরী ভাষা অর্থাৎ চোখের ভাষা, মুখের ভাষা, ভুরুর উত্থানপতন, নাসিকার সংকোচন প্রসরণ, কপালের বলি রেখার কুঞ্চন প্রসারণ অভিব্যক্তি ধড়ের উপর মাথার অবস্থান ভঙ্গিমা ইত্যাদি প্রভৃতি সহযোগ অভিনয়ে অত্যন্ত প্রয়োজন, অভিনয়ে প্রাণ প্রকাশের জন্য।

শিল্পীদের একটা বোঝাপড়া দরকার হয় সহ শিল্পীদের সঙ্গে, না হলে একটা নাটক দানা বাঁধতে পারে না। অভিনয়ও জমে উঠতে পারে না। অভিনয় দেখার সঙ্গে একটু বুদ্ধিমত্তার দরকার হয়। কারণ বুদ্ধি দিয়েই আমরা একজনকে দেখে বুঝতে পারি। শিল্পীর হাঁটা চলা কথার ভঙ্গি, স্টেজে দাঁড়ানো এবং সর্বোপরি কথোপকথন অনেক ভাইমেনশানাল হলে ভাল শিল্পী তৈরি হয়। অনেক কথা লিখবার জন্য ভাব প্রকাশের জন্য দরকার হয়, কিন্তু বলার সময় তার দরকার হয় না। কথার মধ্য দিয়ে সম্পর্কও স্থাপন প্রকাশ করতে হয়। এটাও শিল্পের জন্য জরুরি। একই কথা শব্দের ঝোঁক দিয়ে অনেক রকমে বলতে পারা যায়। এক এক রকম পরিস্থিতিতে এক এক রকম সম্পর্কে এক এক ভাবে বলতে হয়। আমরা বলে থাকি। এই বিষয় গুলি মাথায় রাখতে পারলে ভাল হয়।

নাটকে ছোট ছোট অনুপঙ্খ গুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হয়। কতগুলি জিনিস যুগে যুগে বদল হয়, কিছু কিছু জিনিসের বদল হয়না। কিন্তু যুগের প্রেক্ষিতে বদল আনতে হয় অভিনয়ে সংলাপে এবং মঞ্চসজ্জায়। অনেকে একে আবার যুগের দাবি হিসাবে দেখেন। অনেক নাটক অনেকের যেমন ভাল লাগে তেমনি আবার অনেকের ভাল নাও লাগতে পারে। যুগের ভাষা অনুযায়ীই সংলাপ রচিত হওয়া উচিত একথা যারা বলেন ঠিকই বলেন, না হলে সমকালের দর্শককে আকৃষ্ট করা যাবেনা, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মকে। তবে একথাও ঠিক সকল শ্রেণির দর্শককে খুশি করা সম্ভব নয়, কারণ দর্শকশ্রেণী বহুধা বিভক্ত, অনেক সময়ই আনপ্রেডিক্টেবল অর্থাৎ নতুন পন্থী পুরনো পন্থী, আধুনিক পন্থী এসব তো আছেই।

তোমাদের আরও ভাল কাজের প্রত্যাশায় রইলাম। সকলের থিয়েটারের প্রতি কমিটমেন্ট আমাকে মুগ্ধ করেছে বিশেষ করে অশৌচ অবস্থায় অভিনয় করা। শিল্পীকে আমার কুর্নিশ।

হাওড়া বাচিক শিল্পীদের বর্ষবরণ উৎসব

অশোক সেন : সম্প্রতি হাওড়া জেলার বাচিক শিল্পীদের সংগঠন কথা শিল্পী সাংসদ আয়োজিত বর্ষবরণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেল কলকাতা অরবিন্দ সভা গৃহে বিকাল ৫টা থেকে রাত ৯ পর্যন্ত। হাওড়া এবং কলকাতার বিভিন্ন বাচিক শিল্পীর আবৃত্তি, শ্রুতিনাটক কবিতা পাঠ এবং গল্প পাঠের মাধ্যমে ওই দিন জমজমাট করে রেখেছিল অরবিন্দ সভাগৃহকে।

কথা শিল্পী সংগঠন ১৫ বছর ধরে বিভিন্নরকম বাচিক শিল্পীদের নিয়ে কাজ করে চলেছে। বসন্ত উৎসব, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল জয়ন্তী ছাড়াও বিভিন্ন আমন্ত্রণ মূলক অনুষ্ঠানে বাচিক উদযাপন অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। হাওড়া জেলার বাচিক শিল্পী সংগঠন গত ২৫ এপ্রিল ১৫ বছরে পা দিল।

রবীন্দ্রনাট্য সংস্থার ২৫শে বৈশাখ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার উদ্যোগে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যদিয়ে পালিত হল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৩ তম জন্মদিন। কবিগুরুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন প্রাবন্ধিক পলাশ মণ্ডল। উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক নীরেশ ভৌমিক, পাঁচুগোপাল হাজরা, মেহেদী সানি, উদয়শংকর দাস সহ বহু গুণীজন, প্রত্যেকে কবির প্রতিকৃতিতে পুষ্প নিবেদন করেন। অনুষ্ঠানে নৃত্য, সঙ্গীত, আবৃত্তি পরিবেশন করেন দিতিকা সর্দার, আলোকবর্তিকা ভট্টাচার্য, আকন দাস, রিমা দাস, ভাগ্যাশ্রী দাস, অভীপ্সা ঘরাই, থিতি রায়, অঞ্জলী মৃধা, ঈশিতা বিশ্বাস, শর্মিষ্ঠা রায়, ঋতুপর্ণা মুখার্জী, ঈশিতা মল্লিক, আইভী সান্যাল ও নীরেশ ভৌমিক। ও বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য। সবশেষে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন সম্পাদক প্রদীপ ভট্টাচার্য।

গোবরডাঙা রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার শিশু কিশোর নাট্য কর্মশালা

কল্যাণ রায়চৌধুরী : উত্তর চব্বিশ পরগনার গোবরডাঙার রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার উদ্যোগে প্রতি বছরের মতো এবারও অনুষ্ঠিত হল স্কুলভিত্তিক শিশু কিশোর নাট্য কর্মশালা। গোবরডাঙা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ১০টি বিদ্যালয়ের ৬০ জন শিশুকিশোর এই কর্মশালায় অংশ নেয়। শ্রীচৈতন্য উচ্চ বিদ্যালয়ে এই কর্মশালার সূচনা করেন প্রবীন শিক্ষক ও সাংবাদিকদ্বয় পবিত্র কুমার মুখোপাধ্যায় ও নীরেশ ভৌমিক। কর্মশালার প্রশিক্ষক ছিলেন মানিকতলা দলছুট–

এর পরিচালক মিঠু দে ও রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার পরিচালক বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য। আটদিন ব্যাপী এই কর্মশালায় ছোটদের বিভিন্ন খেলার মাধ্যমে ৬টি নাটক তৈরি করা হয়। প্রত্যেকটি নাটক সামাজিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে নির্মিত কুসংস্কার ও বাল্যবিবাহ বিরোধী। একই সঙ্গে জাতীয়তাবোধ গঠন ছিল এই নাটকগুলির প্রধান বক্তব্য। ৬ মে কর্মশালার শেষ দিনে নাটকগুলি পরিবেশিত হয়। রবীন্দ্রনাট্য সংস্থার পরিচালক বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য তার বক্তব্যে বলেন, 'ছোটদের মানবিক ও ভাল মানুষ করে গড়ে তোলাই এই কর্মশালার উদ্দেশ্য।' সমাপ্তি দিনের অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও অভিভাবকবৃন্দের উপস্থিতিতে অংশগ্রহণকারী সকল ছাত্রছাত্রীকে মানপত্র প্রদান করা হয়।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠার ১২৫তম বর্ষপূর্তি উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১ মে ২০২৩ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠার ১২৫তম সমাপ্তি অনুষ্ঠান বলরাম মন্দিরে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল। এই উপলক্ষে মঙ্গল আরতি, স্তবগান, সানাই বাদনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এদিন বিশেষ পুজো হোম ও চণ্ডীপাঠ অনুষ্ঠিত হয়। ভক্তদের সুবিধার্থে গৌরীমাতা উদ্যানে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে সঙ্গত পরিবেশন করেন সুদীপ পাল, স্বরূপ কুমার বোস (পাখোয়াজ সঙ্গতে), কাশীনাথ নন্দী, অনুপম চক্রবর্তী, ভার্গব লাহিড়ী। বলরাম মন্দিরের সামনে জায়েন্ট স্ক্রিনে পুরো অনুষ্ঠান দেখানো হয়। দুপুরে ভক্তদের প্রসাদ বিতরণ করা হয়। বিকালে বিশেষ অনুষ্ঠানে ভজন পরিবেশন করেন স্বামী শিবাধীশানন্দ মহারাজ। সাধারণ সভায় পৌরোহিত্য করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহ সভাপতি সুহিতানন্দজী মহারাজ। বক্তব্য রাখেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহ সাধারণ সম্পাদক সুবীরানন্দজী মহারাজ। পরম পূজপাদ্য বিদ্যানন্দজী মহারাজ, ভজনানন্দজী মহারাজ, গিরিশানন্দজী মহারাজ সহ মঠ ও মিশনের অসংখ্য সন্ন্যাসী উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল শ্যামল কুমার সেন সংসদ সুদীপ ব্যানার্জী, বিধায়িকা ও মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা, নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়, পৌরমাতা পূজা পাঁজা সহ অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। সন্ন্যাস আরাত্রিকে সকল পূজ্যপাদ মহারাজরা উপস্থিত ছিলেন। পরিশেষে পদ্মপলাশের সঙ্গীত সমস্ত ভক্তদের মন্ত্রমুগ্ধ করেন। সমগ্র অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত করতে বলরাম মন্দিরের অধ্যক্ষা স্বামী চিদ্‌রূপানন্দজী মহারাজ সহ বনরাম মন্দিরের সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, কর্মী এবং ২৫০ স্বেচ্ছাসেবক অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। বলরাম মন্দিরে ওইদিন ভক্তদের জনজোয়ার ঘটে।

সমরেন্দ্র সেনগুপ্তের জন্মদিন স্মরণে অনুষ্ঠান

ড শঙ্কর ঘোষ : প্রখ্যাত কবি সমরেন্দ্র সেনগুপ্তের জন্মদিনটিতে প্রতিবছর এক স্মারক বক্তৃতার আযোজন করা হয়ে থাকে। এবছর কবির ৮৯ তম জন্মদিনে ৫ মে (২০২৩) দে'জ বইঘরে (বিদ্যাসাগর টাওয়ার) সন্ধ্যে ছটায় নবম বর্ষে উপনীত সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত স্মারক বক্তৃতা দিতে এলেন বিশিষ্ট অধ্যাপক, বহু গ্রন্থের প্রণেতা, বিশিষ্ট বাগ্মী ড পিনাকেশ সরকার। তাঁর বক্তব্যের বিষয় ছিল মগ্নতার স্বরলিপি ৫০–৬০ এর কবিতা। বিরাট অধ্যায় তিনি ধরেছিলেন। ধাপে ধাপে তিনি জীবনানন্দ, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, আলোক সরকার, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, বিনয় মজুমদার, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, তারাপদ রায়, সঞ্জয় ভট্টাচার্য প্রমুখ কবিদের মগ্নতার দিকটি তুলে ধরলেন। শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করলেন তিনি। অনুষ্ঠানের শুরুতে সমরেন্দ্র সেনগুপ্তের স্বকলে্ঠ আবৃত্তি করা চারটি কবিতার রেকর্ডিং শোনানো হল (কেউ জানে না, পূর্বাপর, ভস্ম, ভাষা)। সুশীল চট্টোপাধ্যায়ের গাওয়া গানের রেকর্ডিংও শুরুতে ও শেষে শোনানো হল। সঞ্চালনায় ছিলেন কবিপুত্র রাহুল সেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তনীর অনুষ্ঠান

ড শ্রেয়সী ঘোষ : সম্প্রতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তনীর তরফে উদযাপিত হল রবীন্দ্রজয়ন্তী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামাঙ্কিত আশুতোষ ভবনে। অপর্ণা বিশ্বাস, দীপান্বিতা সেন, শিপ্রা মজুমদার গান পরিবেশন করেন। ড. মীনাক্ষী সিংহ রবীন্দ্রনাথের খাতা গল্পের নাট্যরূপ দিয়ে একক অভিনয়ে সবাইকে মুগ্ধ করেন। রবীন্দ্রনাথের মানুষের ধর্ম নিয়ে আলোচনা করেন ড. নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। বক্তব্য রাখেন বীরেন চট্টোপাধ্যায় ও অরিন্দম সরকার। প্রাক্তনীর সভাপতি ড. পিনাকেশ সরকারের ভাষণের শিরোনাম ছিল রবীন্দ্রনাথ আমাদের সূর্যাবর্ত। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন প্রাক্তনীর বর্তমান সম্পাদক ড. শঙ্কর ঘোষ। তিনি শোনালেন একটি গানও তুই ফেলে এসেছিস কারে মন মন রে আমার।

সঞ্চিতার কবি প্রণাম অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নোদাখালী থানার অন্তর্গত বাওয়ালীর সঞ্চিতা স্মৃতি সমাজ বিকাশ কেন্দ্র গত ২৫ বৈশাখ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৩ তম জন্ম জয়ন্তী উদযাপন করল যথাযোগ্য মর্যাদায়। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অশোক দেব। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন মহুয়া মালিক। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংস্থার কর্ণধার স্বপনকুমার রায়। অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে ছিলেন আলিপুর বার্তার কার্যকরী সম্পাদক প্রণব গুহ, জেলা পরিষদের সদস্য সেখ বাপী, নির্মল গোস্বামী, স্বপন মান্না প্রমুখ। কর্ণকুন্তি সংবাদ কাব্য নাটক পরিবেশন করেন বাচিক শিল্পী কুণাল মালিক ও ডোনা জানা। এছাড়াও সঙ্গীত, নৃত্য, পরিবেশন করে সংস্থার শিল্পীরা। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন অসীম সাঁতরা।

সাঁজোয়া ইন্দিরা পার্কে কবি প্রণাম

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাখরাহাট সাঁজোয়া ইন্দিরা পার্ক ইয়ং অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে কবি প্রণামের সাথে সাথে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। সংস্থার সভাপতি নকুল ঘোষ ও প্রাক্তন সভাপতি গোপীনাথ দত্তের পরিশ্রমের ফলেই এই আয়োজন সফল ভাবে সম্পন্ন হয়। সকাল ১০টায় অতিথি বরণ ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। দুই কিশোরী উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করে। অতিথিদের মধ্যে ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক মোহন নস্কর, চিত্তরঞ্জন কাঁড়ার, জ্ঞানানন্দ সামন্ত সহ এক ঝাঁক নেতৃত্ববৃন্দ। সকলেই কবিকে প্রণাম জানিয়ে রক্তদানের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতার কথা বলেন।

কবি পূজায় মাতল রবি ঠাকুরের আপন দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ফাইভ–জি দুনিয়ায় পুজো অর্চনার কথা বলে ফেললেই যেখানে আর সকলে সেকেলে ভাবধারাকেই প্রতিপন্ন করতে উঠেপড়ে লেগে যায়, সেখানেই কিনা রবি ঠাকুরকে সামনে রেখে সাড়ম্বরে কবি পূজায় মাতল বর্তমান প্রজন্ম। আর হবে নাই বা কেন! এ যে রবি ঠাকুরের আপন দেশ! বাঙালির তেত্রিশ কোটি দেবতা'র সারিতে রবি ঠাকুরের ঠাঁই কোথায় এনিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ–বিতর্কের কোনো অবতারণায় না থেকে নির্দ্বিধায় বলাই যায় রবি ঠাকুর হলেন আপামর বাঙালির অতি আপনজন। কবিতা, গান, নাটক, গল্পকাহিনি এই প্রাণের দেবতাকে আরাধনার মন্ত্র। বিপদে রক্ষার কাতর প্রার্থনায় নয়, মানসিক তৃপ্তিলাভে আর প্রগাঢ় জ্ঞানভাণ্ডারের সম্পদে নিজেকে সমৃদ্ধ করতেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চরণাশ্রিত লক্ষ–কোটি মানুষ। এই ফাইভ–জি দুনিয়াতেও যাঁকে ঘিরে চর্চায় খামতি নেই।

পঁচিশে বৈশাখ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৩তম জন্মজয়ন্তী সর্বত্র পালিত হল। এদিন কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে কবিগুরুর জন্মস্থানে গিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদনের আকুতি ছিল অনেকের মধ্যেই। বোলপুরের শান্তিনিকেতনেও প্রায় একই ছবিটা ধরা পড়ে। তবে, সন্ধ্যা নামতেই রবি ঠাকুরের আপন দেশের পাড়ায় পাড়ায়, ঘরে ঘরে যেভাবে কবি পূজার আয়োজন চলেছিল তা এককথায় অনবদ্য। শিলিগুড়ির ঠাকুরনগরে কবিগুরুর মূর্তিপূজায় শামিল হয়েছিলেন অনেকেই। কোথাও কোথাও রবি ঠাকুরের সামনে সন্দেশের নৈবেদ্য সাজিয়ে পুজো করা হয়েছে।

প্রতিটি জায়গায় পুষ্প, মালা, চন্দনে শোভিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতি সহ কবি বন্দনার আন্তরিক আয়োজনে আকাশবাতাস মুখরিত হয়ে উঠেছিল। এরই পাশাপাশি রবীন্দ্র কবিতা, ছড়া, আবৃত্তি, গান, সঙ্গীতালেখ্য, নৃত্য, নাটক, গল্পপাঠ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কবিগুরুর জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়।চারিদিকে কবিগুরুর প্রতি বর্তমান প্রজন্মের প্রগাঢ় ভালোবাসা, শ্রদ্ধা নিবেদনের মন ভালো করা ছবি। এসব দেখে এদিন একবারও মনে হয়নি অপসংস্কৃতির ক্ষয়িষ্ণু রোগে আক্রান্ত বর্তমান প্রজন্ম। বিচ্ছিন্ন কিছু কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা যা ঘটছে তা কালের নিয়মে হলেও যেটা সুস্থ সংস্কৃতিকে কোনওভাবেই ধ্বংস করতে পারবে না। ইঁদুর দৌড় জীবন হোক আর জেনারেশন ফাইভ প্রযুক্তি; কোনোকিছুই রবীন্দ্রচর্চার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আজও বর্তমান প্রজন্মের কাছে সমান প্রাসঙ্গিক। তাইতো রবি ঠাকুরকে সামনে রেখে কবি পূজার আনন্দধারায় নিজেদের আবিষ্ট করতে চায় নবীন প্রজন্ম।

ভদ্রেশ্বরে বাঙ্ময়ের কবি প্রণাম

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রবল দাবদাহ উপেক্ষা করে মঙ্গলবার ১৬৩তম কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম দিবস সারা রাজ্যে পালিত হল। ভদ্রেশ্বর বাঙ্ময় কালচারাল সোসাইটি আয়োজিত গান, কবিতা, আবৃত্তি, নৃত্য, শ্রুতি নাটকের মধ্য দিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা জানান সেখানকার শিল্পীরা। কবিগুরুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। ডাক্তার ক্যাপ্টেন সমীর দত্ত ও বাচিক শিল্পী রীনা দত্তের উদ্যোগে তাঁদের বাড়িতে আম্রকুঞ্জ প্রাঙ্গণে গভীর শ্রদ্ধায় ২৫ বৈশাখের ভোরবেলায় রবীন্দ্র জয়ন্তী পালনের আয়োজন হয়। সংস্থার কর্ণধার রীনা দত্ত বলেন, প্রতি বছর ২৫ বৈশাখ মহাসমারোহে অনুষ্ঠান করে চলেছি। প্রায় ৩৩ বছরে পড়ল। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে দিনভর প্রাণের ঠাকুরকে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানানো হয়। এদিন বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে শ্যামল পাল বেহালায় শোনান 'ধ্বনিল আহ্বান মধুর গম্ভীর প্রভাত অম্বর মাঝে'। অর্থোপেডিক ডাক্তার ভাস্কর দাস ও হৈমন্তী দাস আবৃত্তি আলেখ্য পাঠ করেন। ডাক্তার বিপলেন্দু তালুকদার ও সঞ্চয়িতা তালুকদার 'শাশ্বত রবি' শোনালেন। এরপর চার অধ্যায় শ্রুতি নাটক পরিবেশন করেন রীনা দত্ত, সুজাতা দত্ত ও সুদীপ ভট্টাচার্য। অনমিত্র মণ্ডল শেষের কবিতা পাঠ করেন। চুঁচুড়া কলা কেন্দ্রমের মেয়েরা নৃত্য পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট লাল পাহাড়ের দেশে যা গানের স্রষ্টা জাতীয় কবি অরুণ কুমার চক্রবর্তী। ডাক্তার সমীর দত্ত রবি ঠাকুরকে নিয়ে প্রশ্নোত্তর পর্ব পরিচালনা করেন।

শ্রীশ্রী বড় শীতলা মাতার বার্ষিক উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৫ বৈশাখ ১৪৩০ ইংরাজি ২৯ এপ্রিল ২০২৩ শনিবার ৭এ হরেকৃষ্ণ শেঠ লেন কলকাতা ৫৬ বড় শীতলা মাতার বাৎসরিক পুজো বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সহিত অনুষ্ঠিত হয়।

এই উপলক্ষ্যে বিশেষ পুজো, হোম ও চণ্ডীপাঠের আয়োজন করা হয়। অনেক ভক্ত মায়ের কাছে দণ্ডিকাটেন ও ধূনো পোড়ান। সন্ধ্যায় ভক্তদের প্রসাদ বিতরণ করা হয়। প্রচুর মানুষ প্রসাদ গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানকে সাফল্যমন্ডিত করতে সেবাইত অমল চক্রবর্ত্তী,

তপন চক্রবর্ত্তী, দিলীপ চক্রবর্ত্তী, সমীর চক্রবর্ত্তী, সুজিত চক্রবর্ত্তী, সন্দীপ চক্রবর্ত্তী, গৌতম চক্রবর্ত্তী, সুব্রত চক্রবর্ত্তী,জয়ন্ত চক্রবর্ত্তী প্রমুখ প্রচুর পরিশ্রম করেন। পুজোর আসনে ছিলেন পরিমল চক্রবর্ত্তী। চণ্ডীপাঠ করেন বিশ্ব চক্রবর্তী।

আঁতস কাঁচে

ইস্টবেঙ্গলের আর্জি

ক্লাবের সম্মান ও ইতিহাস মনে রেখে যেন নতুন মরসুমে দল গঠন করেন ইমামি কর্তারা। ইমামি কর্তাদের চিঠি পাঠিয়ে আবেদন করবে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। এই সিদ্ধান্ত হয়েছে কর্মসমিতির বৈঠকে। বৈঠকে বলা হয়েছে, অর্থ বরাদ্দ করলো কী করলো না, বাজেট হল কী হল না সেটা বড় কথা নয়, প্রতিবেশী ক্লাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যেন দল তৈরি করা হয়। এই আবেদনই করবেন ইস্টবেঙ্গল কর্তারা।

তিরি কি মুম্বইতে

তিরি, মোহনবাগান দলের রক্ষণ ভাগের অন্যতম স্তম্ভ। তাঁকে নিয়েই স্বপ্ন দেখছিলেন মেরিনার্সরা। আচমকাই তিনি সোশাল মিডিয়ায় জানিয়ে দিলেন, আগামী মরসুমে তাঁকে আর সবুজ-মেরুন জার্সিতে দেখা যাবে না। শোনা যাচ্ছে যে তিরি কলকাতা ছেড়ে মুম্বইয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দিতে চলেছেন। চোটের জন্য গত মরসুমে সেভাবে মাঠে নামা হয়নি। নিজেকে প্রমাণ করতে পারলে আগামী বছরও তিরিকে দলে রেখে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন সবুজ মেরুন।

ছোটদের প্রস্তুতি ম্যাচ

রিয়ালের বিরুদ্ধে জিতলেও এবার গেটাফের অনূর্ধ্ব ১৮ ফুটবল দলের বিরুদ্ধে হারতে হল ভারতীয় অনূর্ধ্ব ১৭ দলকে। ভারতের অনূর্ধ্ব ১৭ ফুটবল পুরুষ দল বর্তমানে স্পেনে রয়েছে। সেখানে তারা অভিজ্ঞতা বাড়ানোর জন্য স্পেনের বিভিন্ন ক্লাবের বিরুদ্ধে খেলছে। তাদের পঞ্চম প্রশিক্ষণ ম্যাচে সেগোভিয়ার ওটেরো দে হেরেরোসে গেটাফে অনূর্ধ্ব-১৮ দলের বিরুদ্ধে ১-৩ ব্যবধানে পরাজিত হয় তারা। এই ম্যাচের সব গোলই হয় প্রথমার্ধে।

ইস্টবেঙ্গলের লক্ষ্য

ব্রাজিলিয়ান ক্লেইটন সিলভার থাকছেন ইস্টবেঙ্গলে। তাঁর পাশে দেখা যেতে পারে বাঙালি স্ট্রাইকার রহিম আলিকে। চেন্নাইয়িন এফসি থেকে রহিমকে নিতে মরিয়া ইস্টবেঙ্গল। এমনকী রহিমকে দলে নিতে দক্ষিণী দলটিকে মোটা অঙ্কের ট্রান্সফার ফ্রি দিতেও রাজি ইস্টবেঙ্গল। এরমধ্যেই রহিমের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। তবে অনূর্ধ্ব১৭ বিশ্বকাপ খেলা স্ট্রাইকারকে দলে নিতে হলে আরও মোটা টাকা খরচ করতে হবে ইমামিকে। এফসি গোয়ার ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার লেনি রডরিগেজকে নিতে আগ্রহী ইস্টবেঙ্গল।

ইস্টবেঙ্গলে পানশালা

প্রায় ২ দশক সর্বভারতীয় লিগ চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি ইস্টবেঙ্গল। ফলে ক্ষুব্ধ লাল-হলুদ জনতা। এই ক্ষোভ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে ইস্টবেঙ্গলে পানশালার উদ্বোধনে। আধুনিকতার পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল ইস্টবেঙ্গল। উদ্বোধন হয়েছে লাউঞ্জ। লাউঞ্জের উদ্বোধন করেন মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। তবে ক্লাবের ফলাফল যখন ধারাবাহিকভাবে খারাপ, সেখানে এই কাজের উদ্যোগে অবশ্য সমালোচিতই হতে হচ্ছে ইস্টবেঙ্গল কর্তাদের।

নতুন পদে শাজি

এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনের এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্য নির্বাচিত হলেন অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের মহাসচিব শাজি প্রভাকরণ। সাউথ এশিয়ান ফুটবল ফেডারেশনের (সাফ) কংগ্রেস তাঁকে এই পদে নির্বাচিত করেছে। গত বছর ফেডারেশনের সেক্রেটারি জেনারেল হিসাবে নিযুক্ত হওয়া প্রভাকরণ এখন শুধু ভারতে নয়, মহাদেশীয় স্তরেও খেলার উন্নতির সঙ্গে যুক্ত থাকবেন। এআইএফএফ সভাপতি কল্যাণ চৌবে শাজি প্রভাকরণকে অভিনন্দন জানান।

ঋদ্ধির জন্য খুলল না দরজা, টেস্টে ডাক পেলেন ঈশান কিষাণ

সুমনা মণ্ডল

দরজা বন্ধ তো বন্ধই। সে যতই ধুন্ধুমার ব্যাটিং দেখাক না কেন আইপিএলে! যতই সেরা কিপারের পুরস্কার উঠুক না কেন তাঁর হাতে! মোদ্দা কথা, তিনি বাতিলের খাতায়। তাঁর কথা ভাবাই হবে না। তিনি ঋদ্ধিমান সাহা। বোর্ডের নির্বাচিত কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের চোখে, যিনি বুড়ো। তাই 'বুড়ো ঘোড়া' নিয়ে বাজি লড়তে যাওয়ার মত মুর্খামি নির্বাচকরা করেননি। বরং অতি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে 'আনাড়ি তরুণ তুর্কী'কে নিয়েই বাজি ধরেছেন তাঁরা। হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন। কেএল রাহুল, যাঁকে ব্যাটারের সঙ্গে একপ্রকার কায়দা করেই উইকেটকিপিং করিয়ে যে একাদশ ভেবে রেখেছিলেন ভারতীয় ম্যানেজমেন্ট, তাতে ধাক্কা খেয়েছেন। কারণ, আইপিএলে চোট পেয়ে ছিটকে গেছেন কেএল রাহুল। পরিবর্ত হিসেবে ঈশান কিষাণকেই নির্বাচিত করেছেন নির্বাচকরা। তিনি ব্যাটটা করতে পারেন। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়েও খেলেন। এখনও ভারতীয় দলের হয়ে টেস্ট অভিষেক হয়নি ঠিকই, তবে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচেই খেলতে দেখা যেতে পারে তাঁকে। সেক্ষেত্রে একেবারে ফাইনালেই টেস্টে অভিষেক হবে ঝাড়খণ্ডের ২৪ বছরের বাঁ হাতি ব্যাটার-উইকেটকিপারের। আর একজন স্পেশালিস্ট উইকেটকিপার রয়েছেন ভারতীয় দলে, তিনি কেএস ভরত। যিনি আইপিএলে ৩৮ বছরের ঋদ্ধিমানের দাপটে খেলার সুযোগই পাচ্ছেন না। ভারত-অস্ট্রেলিয়া টেস্টে না কিপিংয়ে না ব্যাটিংয়ে নজর কেড়েছেন! তবু তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আর এর আগেই শ্রেয়স আইয়ারের পরিবর্ত হিসেবে এতদিন জাতীয় দলে ব্রাত্য থাকা অজিঙ্কা রাহানের নাম ঘোষণা করেছে বোর্ড। জয়দেব উনাদকাটও লখনে। শিবিরে অনুশীলনের সময় আচমকা চোট পান। তবে তিনি রিহ্যাব করছেন এনসিএ'তে। তিনি খেলতে পারবেন কিনা, তা আরও কিছুদিন দেখতে চায় বোর্ড। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা ছাড়পত্র দিলে তিনিই খেলবেন, এখনও পর্যন্ত ঠিক রয়েছে। উমেশ যাদবও চোট পেয়েছিলেন আইপিএল খেলতে গিয়ে। তবে নাইট রাইডার্সের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অনেকটাই ভালোর দিতে উমেশ। রিহ্যাব করছেন। বোর্ডের ডাক্তাররাও তাঁকে দেখছেন। এদিকে, স্ট্যান্ডবাই হিসেবে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের জন্য ইংল্যান্ডে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সূর্যকুমার যাদব, ঋতুরাজ গায়কোয়েড় ও বাংলার পেসার মুকেশ কুমারকে। আগামী ৭ জুন ওভালে শুরু হবে ভারত-অস্ট্রেলিয়া বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল।

ফাইনালে যা দাঁড়াল ভারতীয় স্কোয়াড

রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), শুভমন গিল, চেতেশ্বর পূজারা, বিরাট কোহলি, অজিঙ্কা রাহানে, ইশান কিষাণ (উইকেটকিপার), শ্রীকর ভরত (উইকেটকিপার), রবিচন্দ্রন অশ্বিন, রবীন্দ্র জাদেজা, অক্ষর প্যাটেল, শার্দুল ঠাকুর, মহম্মদ শামি, মহম্মদ সিরাজ, উমেশ যাদব, জয়দেব উনাদকাট।

— স্ট্যান্ডবাই ক্রিকেটার —

সূর্যকুমার যাদব, ঋতুরাজ গায়কোয়েড়, মুকেশ কুমার।

আইপিএলে রোহিতের শূন্যের লজ্জার রেকর্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি : রোহিত শর্মা। ক্রিকেট ফ্যানরা তাঁকে চেনেন হিটম্যান নামেই। তার নামের পাশেই কিনা শূন্যের কলঙ্ক! আইপিএলের রেকর্ডবুক ঘাঁটলে এখন থেকে সর্বাধিক শূন্য করার যে লজ্জার নজির, তাতেই সবার উপরে দেখা যাবে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের অধিনায়ক রোহিত শর্মাকে। শেষ ম্যাচে পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে শূন্য রানে আউট হয়েই যুগ্মভাবে শীর্ষে চলে গিয়েছিলেন। চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে ফের শূন্য করায় অনাকাঙ্খিত লজ্জার নজিরে তিনিই একা থাকলেন শীর্ষে। চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে তিন বলের বেশি টিকতে পারেননি। দীপক চাহারের বলে শূন্য রানে রবীন্দ্র জাদেজার হাতে ক্যাচ দিয়ে সাজঘরে ফেরেন। অথচ এই রোহিতই আইপিএলের শীর্ষ ৫ রানসংগ্রহকারীদের মধ্যে একজন। ৬০৬৩ রান নিয়ে আইপিএলের চতুর্থ সর্বোচ্চ রান রোহিতের। এর আগে ১৫ বার শূন্য রানে আউট হয়ে রোহিতের সঙ্গী ছিলেন দীনেশ কার্তিক, মনদীপ সিং ও সুনীল নারিন। এছাড়া ১৪ বার শূন্য রানে আউট হয়ে তালিকার ৫ নম্বরে আম্বাতি রাইডু। ১৩ বার শূন্য রানে আউট হয়েছেন ৬ জন, পীযূষ চাওলা, হরভজন সিং, অজিঙ্কা রাহানে, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, পার্থিব প্যাটেল ও মনীশ পান্ডে। রশিদ খান ও গৌতম গম্ভীর ১২ বার করে আইপিএলে শূন্য রানে আউট হয়েছেন। বিরাট কোহলি শূন্য রানে আউট হয়েছেন ১০ বার। এছাড়াও ১০ বার শূন্য করেছেন অমিত মিশ্র, রবিচন্দ্রন অশ্বিন, সঞ্জু স্যামসন, এবি ডি ভিলিয়ার্স, ডেভিড ওয়ার্নার, শিখর ধাওয়ানও। এবারের আইপিএলে একেবারেই ছন্দে নেই রোহিত। চেন্নাই ম্যাচ পর্যন্ত ব্যাটারদের মধ্যে এইমুহূর্তে তিনি চলে গেছেন ৩৮ নম্বরে। ১০ ম্যাচে মাত্র ১৮৪ রান করতে পেরেছেন তিনি। মাত্র ১টা অর্ধশতরান। যা তাঁর নামের সঙ্গে একেবারেই মানানসই নয়। এরমধ্যে ২০টি বাউন্ডারি ও ১০টি ওভার বাউন্ডারি মেরেছেন তিনি। গড় ১৮.৪০। চলতি আইপিএলে ১০ ম্যাচে তাঁর স্কোর ১, ২১, ৬৫, ২০, ২৮, ৪৪, ২, ৩, ০, এবং ০। রোহিতের অফফর্ম চিন্তায় রাখবে ভারতীয় ক্রিকেট সমর্থকদেরও। কারণ, সামনেই বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল, সেইসঙ্গে একদিনের বিশ্বকাপও রয়েছে এবার।

দ্বিতীয়বার ক্রীড়াক্ষেত্রের অস্কার লিওনেল মেসির হাতে

নিজস্ব প্রতিনিধি : আর্জেন্টিনার ৩৬ বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে ঐতিহাসিক মুহূর্তে উপহার দিয়েছেন মহাতারকা মেসি। একমাত্র আক্ষেপ মিটিয়ে কাতার বিশ্বকাপে চুমু আঁকেন সোনালি ট্রফিতে। ব্যক্তিগত অর্জনের তালিকায় এমন কোনো পুরস্কার নেই, যা মেসি নিজের করে নেননি। এবারেও পেলেন ক্রীড়াক্ষেত্রের 'অস্কার'। মর্যাদাপূর্ণ 'লরিয়াস ওয়ার্ল্ড অ্যাওয়ার্ড' দ্বিতীয়বার জিতলেন লিওনেল মেসি। লরিয়াস স্পোর্টস অ্যাওয়ার্ডে প্রথম ফুটবলার হিসাবে ২০২০ সালে বর্ষসেরা ক্রীড়াবিদ হন লিওনেল মেসি। তিন বছর পর দ্বিতীয়বার একই মর্যাদা পেলেন আর্জেন্টিনার অধিনায়ক। এই পুরস্কার পাওয়া একমাত্র ফুটবলার এখনও তিনিই। সেই সঙ্গে মেসির আর্জেন্টিনাও জিতেছে বর্ষসেরা দলের খেতাব। ফ্রান্সের প্যারিসে সোমবার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হয়। লরিয়াস অ্যাওয়ার্ড জিতে আপ্লুত মেসি ধন্যবাদ দেন সতীর্থদের। তিনি বলেন, 'এটা বিশেষ এক সম্মান। বিশেষ করে এই বছর লরিয়াস ওয়ার্ল্ড স্পোর্টস অ্যাওয়ার্ড প্যারিসে হওয়ায়। আমি সব সতীর্থকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। শুধু জাতীয় দলের নয়, পিএসজির সতীর্থদেরও। এর কিছুই আমি একা অর্জন করতে পারতাম না। এদের সঙ্গে সব কিছু ভাগ করে নিতে পেরে আমি কৃতজ্ঞ।' মেসির সঙ্গে লড়াইয়ে ছিলেন পিএসজি তারকা কিলিয়ান এমবাপেও। এছাড়া ছিলেন মোটর রেসিং কিংবদন্তি ম্যাক্স ভারস্ট্যাপেন, অ্যাথলেটিক্সে মোন্ডো ডুপলেন্টিস, টেনিস কিংবদন্তি রাফায়েল নাদাল ও বাস্কেটবলের স্টিফেন কারি। পারফরমেন্সের ওপর ভিত্তি করে বছর শেষে এই বিশেষ সম্মাননা দেওয়া হয়। বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে ১০০ মিটারে সোনাজয়ী শেলি অ্যান ফ্রেজার-প্রাইস হয়েছেন বর্ষসেরা মহিলা ক্রীড়াবিদ। মাঠেই হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার পর আবারও ফুটবলে ফেরায় ম্যান ইউ ও ডেনমার্কের ফুটবলার ক্রিশ্চিয়ান এরিকসেন পেয়েছেন বিশেষ কামব্যাক অ্যাওয়ার্ড। স্প্যানিশ টেনিস সেনসেশন কার্লোস আলকারেজ, যিনি টেনিসে এখন ২ নম্বর তিনি পেয়েছেন ওয়ার্ল্ড ব্রেকথ্রু অফ দ্য ইয়ার। তবে পুরস্কার মঞ্চে মেসির অ্যাওয়ার্ডের থেকেও বেশি আকর্ষণ করেছে এই অনুষ্ঠানে মেসির সঙ্গে বার্সার স্ট্রাইকারের কথোপকথন। তাতে দলবদলের গুঞ্জনে আরও হাওয়াই লেগেছে। লরিয়াস পুরস্কারমঞ্চে হাজির ছিলেন লিওনেল মেসি। এসেছিলেন লেওয়ানডস্কিও। একফাঁকে দেখা যায় আলোচনা সারছেন বার্সার প্রাক্তন ও বর্তমান। সেখানে হাজির ছিলেন মেসির স্ত্রীও। কিছুদিন আগেই লেভা ইচ্ছেপ্রকাশ করেছিলেন মেসির সঙ্গে জুটি বেঁধে খেলার। এও আশা করে বলেছিলেন, সামনের মরসুমেই হয়তো খেলতে পারব। এরপর এই আলোচনা নতুন মাত্রা নিল।

ফুটবলার পাপিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি : আমেরিকা ড্রেটয়েড শহরে ২০২২ সালে স্পেশাল অলিম্পিকে মহিলা ফুটবলে তৃতীয় হয়েছে ভারত। সেই দলের সদস্য ছিল সিউড়ি ১নং ব্লকের নগরী গ্রাম পঞ্চায়েতের কাটাবুনি গ্রামের পাপিয়া মুর্মু। বুধবার সন্ধ্যায় নবজোয়ার কর্মসূচিতে এসে পাথরচাপুড়ী মাজারে চাদর চাপান সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর পাপিয়া মুর্মু এবং তার ফুটবল দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন অভিষেক। সাক্ষাতের পর পাপিয়া মুর্মু বলে, খুব খুশি হয়েছি। অসুবিধার কথা বললাম। খেলার মাঠের সমস্যার কথা বললাম। বীরভূম জেলার ১১জন জার্মানির বার্লিনে খেলতে

কেএল রাহুলের অস্ত্রোপচার হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি : আইপিএল বাকি অংশে খেলতে পারলেন না লোকেশ রাহুল। তার থেকেও বড় খবর, টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল থেকেও ছিটকে গেলেন তিনি। যখন তিনি টেস্টে খেলতে পারবেন কিনা, তা নিয়ে জল্পনা চলছিল, তখন কেএল রাহুল নিজেই জানিয়ে দেন আগামী মাসে ওভালে অনুষ্ঠিত সেই ফাইনাল তিনি খেলতে পারবেন না। আইপিএলে খেলতে গিয়ে উরুতে যে চোট পেয়েছেন, তা স্ক্যান করা হয়েছে মুম্বইতে। পরে জানা যায়, তার চোটের যা অবস্থা তাতে তাঁকেও অস্ত্রোপচার করাতে হবে। এরপরই সোশাল মিডিয়ায় আবেগঘন পোস্ট করেন কেএল রাহুল। লেখেন, আইপিএল থেকে ভারতীয় দলে না থাকার আফশোসের কথা। আইপিএল নিয়ে রাহুল লেখেন, 'এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে দলের সঙ্গে থাকতে না পারায় অধিনায়ক হিসেবে আমাকে খুবই বেদনাহত। কিন্তু দলের সকলেই সেরা পারফরমেন্স উপহার দিতে মুখিয়ে থাকবেন। প্রতিটি ম্যাচই দেখব, দলের সমর্থন করে যাব।' এরপই রাহুল লেখেন, 'ভারতের হয়ে ওভালেও থাকতে পারছি না ভেবে খুব খারাপ লাগছে। তবে নীল জার্সিতে দেশের হয়ে খেলা, অবদান রাখার জন্য আমি সব কিছু করতে প্রস্তুত। সেটাকেই সব সময় ফোকাস রেখে প্রাধান্য দিয়ে এসেছি।' এরপর নানান কৃতজ্ঞতা জানান সমর্থক থেকে কর্তাব্যক্তিদের। জানা গেছে হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট রয়েছে রাহুলের। তাতে ৩১ বছর বয়সী এই ক্রিকেটারেরও অস্ত্রোপচার করাতে হবে।

ভারত-পাক ম্যাচ কি ইডেনে নয়! ফাইনালের সঙ্গে এই লড়াইও হয়তো আহমেদাবাদেই

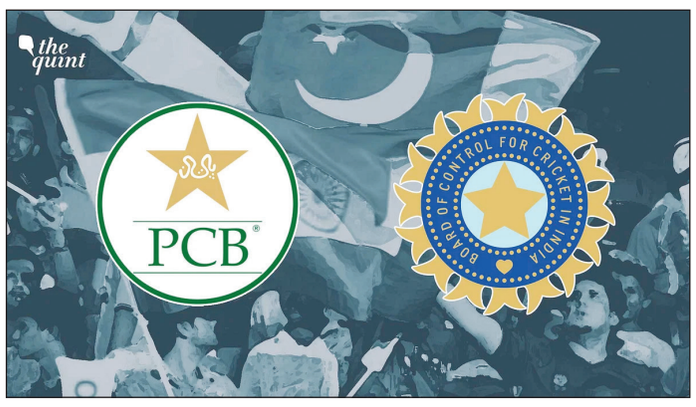

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিশ্বকাপে ভারত-পাক মুখোমুখি। হাইভোল্টেজ এই ম্যাচ ঘিরে সমর্থকদের উচ্ছ্বাস বা আকর্ষণ অন্য ম্যাচের থেকে বহুগুণ বেশিই থাকে। আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়াম বিশ্বকাপের ফাইনাল ভেন্যু হিসেবে চূড়ান্ত হয়ে যাওয়ার পর এই ম্যাচ কোথায় হবে, তা নিয়ে কে।তূহল ছিলই। সেই দে।ড়ে কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সই ছিল আলোচনার দে।ড়ে সবচেয়ে এগিয়ে। কারণ, এর আগেও ইডেনে ভারত-পাক ম্যাচ হয়েছে। পাকিস্তানও ইডেনে খেলতে আগ্রহী ছিল। আর পরের পছন্দ ছিল চেন্নাই। এর আগে ২০১৬ টি২০ বিশ্বকাপে ভারত-পাকিস্তান কলকাতায় মুখোমুখি হয়। যা ছিল ভারতের মাঠে এই দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর শেষ ম্যাচ। এছাড়াও কলকাতায় তারা অনেক টুর্নামেন্ট খেলেছে। সেজন্য কলকাতায় খেলতে চায় পাকিস্তান। কলকাতা ও চেন্নাই এই দুই শহরের নিরাপত্তা খুব ভালো। তাই শহর দুটিই পাকিস্তানের প্রথম পছন্দ। সেই ভেন্যু আজও ঘোষণা করা হয়নি। তবে ভারতীয় বোর্ডের পছন্দ এখন আহমেদাবাদ স্টেডিয়ামই। কারণ, এখানেই সর্বাধিক মানুষ গ্যালারিতে বসে খেলা দেখতে পারবেন। আহমেদাবাদের এই স্টেডিয়ামে দর্শক ধরে ১ লাখ ৩২ হাজার, যা বিশ্বের মধ্যে সর্বোচ্চ। তাতে মুনাফাও বেশি। তাই ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড আহমেদাবাদেই ম্যাচ আযোজন করার সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে। ফলে, বিশ্বকাপের সেরা দুই আকর্ষণীয় ম্যাচই হতে পারে আহমেদাবাদেই। চলতি আইপিএলের পরই বিশ্বকাপের সময়সূচি ও ভেন্যু ঘোষণা হতে পারে। নিরাপত্তাজনিত কারণে পাকিস্তানের বেশিরভাগ ম্যাচ চেন্নাই ও বেঙ্গালুরুতে হবে বলে ঠিক হয়েছে বলে জানা গেছে। কলকাতাতেও পাকিস্তানের ম্যাচ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ১৩তম ওয়ানডে বিশ্বকাপ শুরু হতে পারে ৫ অক্টোবর। ফাইনাল হতে পারে ১৯ নভেম্বর। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ক্রিকেট স্টেডিয়াম আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে হবে ২০২৩ বিশ্বকাপের ফাইনাল। আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়াম ছাড়াও বিশ্বকাপের স্টেডিয়ামের তালিকায় আছে কলকাতা, বেঙ্গালুরু, চেন্নাই, দিল্লি, ধর্মশালা, গুয়াহাটি, হায়দরাবাদ, লখনৌ, ইন্দোর, রাজকোট, মুম্বই। তার মধ্যে সাত ভেন্যুতে হতে পারে ভারতের লিগ পর্যায়ের ম্যাচ। আহমেদাবাদে হতে পারে শুধু দুই মেগা ম্যাচ।

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে স্ট্যান্ডবাই মুকেশ কুমার

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্বপ্ন দেখতেন ঠিকই কিন্তু এভাবে দরজা খুলে যাবে তা ভাবতে পারেননি বাংলার পেসার মুকেশ কুমার। ভারতীয় দলে ডাক পেলেও খেলার সুযোগ পাননি। এবারও বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে স্টান্ডবাই হিসেবে সুযোগ পেলেন বাংলার পেস বোলার মুকেশ কুমার।

মুকেশের জন্ম বিহারের গোপালগঞ্জে। মুকেশের বাবা প্রয়াত কাশীনাথ সিং পেশায় ছিলেন ট্যাক্সিচালক। সংসারে টানাটানি ছিলই। জুতো জোড়া কেনার টাকাও ছিল না। কিন্তু মুকেশের খেলায় বাধা দেননি। ভিশন ২০২০-র এক শিবিরে মুকেশ ট্রায়াল দিতে এসে চোখে পড়ে যান। এরপর খেলেন বাংলাতেই।

বাংলাদেশ সিরিজেই ভারতীয় দলে ডাক পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু ডাক পাননি। তবে ভারতীয় 'এ' দলে সুযোগ পেতেই নিজের প্রতিভার বিচ্ছুরণ ঘটান। রঞ্জিতেও বাংলার হয়ে নিয়মিত পারফরমেন্স করে যাচ্ছেন বিগত কয়েকবছর ধরেই। চলতি বছর অক্টোবরে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে মুকেশ ডাক পেয়েছিলেন জাতীয় দলে। তবে ম্যাচ খেলার সৌভাগ্য হয়নি। সম্প্রতি ভারতীয় 'এ' দলের হয়ে বাংলাদেশ 'এ' দলের বিরুদ্ধে সিরিজ খেলতে বাংলাদেশ সফরে গিয়েছিলেন। প্রথম ম্যাচে ২ ইনিংসে যথাক্রমে ২ ও ১ উইকেট নেন। দ্বিতীয় ম্যাচে প্রথম ইনিংসে ৪০ রানে ৬ উইকেট দখল করেছিলেন। ২৯ বছরের ডানহাতি পেসার মুকেশ বাংলার হয়ে ৭ বছর খেলছেন। আইপিএলে দিল্লি ক্যাপিটালসের এখন নিয়মিত মুখ মুকেশ কুমার। বাংলা থেকে রেকর্ড টাকাতেই সুযোগ পেয়েছেন। ভারতীয় দলেও নিয়মিত খেলতে চান। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের আগে চোট রয়েছে জয়দেব উনাদকাটের। একান্তই জয়দেব না পারলে সুযোগ পেতেই পারেন মুকেশ।

বদলে গেল দৃশ্য, ম্যাচ শেষেই হাতে হাত মেলালেন সৌরভ-বিরাট

নিজস্ব প্রতিনিধি : মুদ্রার এপিঠ যেমন আছে, অন্য পিঠও রয়েছে। এবারের আইপিএল দুটোই যেন দেখে নিল। ১৫ এপ্রিল থেকেই চর্চা চলছিল সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বনাম বিরাট কোহলিকে নিয়ে। সে'বার ম্যাচে জিতেছিল আরসিবি। কিন্তু ম্যাচ নয়, ম্যাচের পর আলোচনায় উঠে আসে ভারতীয় ক্রিকেটে দুই প্রাক্তন অধিনায়কের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে। দেখা যায় ম্যাচের পর হ্যান্ডশেকের সময় বিরাট ও সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় হাত মেলাননি একে অন্যের সঙ্গে। এই নিয়ে শুরু হয় জোর চর্চা। শুধু তাই নয়, বাউন্ডারিতে একটা ক্যাচ নেওয়ার পর সৌরভের দিকে বিরাট শ্যেনদৃষ্টিতেই তাকিয়েছিলেন। কে না জানে পুরনো ভুলবোঝাবুঝির কথা। বিরাট অধিনায়কত্ব হারান যখন, তখন বিসিসিআই প্রধান ছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। এরপর মিথ্যাচারের বিস্ফোরক অভিযোগও এনেছিলেন বিরাট। সেই থেকেই দুই আইকনের সম্পর্ক নিয়ে খবর হয়ে চলেছে। যা সেই ম্যাচের পর নতুন করে আগুনের ফুলকি দেখা যায়। সেই ম্যাচের পরই একে অন্যকে ইন্সটাগ্রাম থেকে আনফলো করে দেন। প্রথমে বিরাট, পরে সৌরভ। অথচ মুখে কোনও কথা বলেননি কেউই। ৬ মে ফের দিল্লির মাঠে দেখা। আবার মুখোমুখি দিল্লি-আরসিবি। ম্যাচের সময় সৌরভ এবং বিরাটের প্রতিক্রিয়া দেখতে মুখিয়ে ছিলেন অনেকে। এবার যেন উল্টো ছবি। ম্যাচ জিতেছে দিল্লি। ম্যাচ শেষে বিতর্কে নেই। সেদিনের মত একে অন্যকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ায় ব্যাপারও দেখা গেল না। বরং একটু অপেক্ষাই করলেন দু'জন। তারপর দুই তরফেই মুখে সামান্য হাসি নিয়ে হাত মেলালেন। প্রথমে সৌরভই হাত বাড়ান।

বিরাটও সৌজন্য দেখাতে কার্পণ্য করেননি। এরপর আরও কাছে টেনে বিরাটের কাঁধে হালকা করে চাপড়ে দিলেন সৌরভ। যেন কিছুই হয়নি দাদা-ভাইয়ের সম্পর্কে। বিরাটও নমনীয়।

আগ্রাসী মেজাজের ছিটেফোঁটাও দেখা গেল না। মুখে হাসি। যেন দিল্লির গরম পরিবেশেও ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল। যেন বরফ গলল ক্ষণিকের মোলাকাতে। সংবাদমাধ্যম থেকে নেটিজেনদের ক্রিকেটের দুই আইকন সুযোগই আর দিলেন না এই নিয়ে চর্চা জারি রাখার।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com